[Cover Page]

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছর

ফেব্রুয়ারি ২০১৮

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
WWW.legislativediv.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছর

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০১৮

মুদ্রণে: বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়

প্রকাশনায়: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
www.legislativediv.gov.bd

প্রতিবেদন প্রকাশনা পর্ষদ

উপদেষ্টা: আনিসুল হক, এম,পি, মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিয়ষক মন্ত্রণালয়।
সার্বিক তত্বাবধান: মোহাম্মদ শহিদুল হক, সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

প্রতিবেদন সংকলন, সম্পাদনা ও সহযোগিতায়:

জনাব শেখ সাইফুদ্দীন, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, বেগম জাকিয়া সুলতানা, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, প্রকৌশলী জনাব মোঃ নাহিদ মিয়া, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, সহকারী সচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা), বেগম ফাহমিদা বেগম, সহকারী সচিব, বেগম মেরিনা সুলতানা, সহকারী সচিব, জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া, অনুবাদ কর্মকর্তা, বেগম শর্মিলী আহম্মেদ, সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা, জনাব দীপংকর বিশ্বাস, সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা, বেগম মাসুমা জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব, বেগম রুমানা ইয়াসমিন ফেরদৌসী, সিনিয়র সহকারী সচিব, জনাব মোহাম্মদ আবদুল হালিম, উপ-সচিব, জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান, উপ-সচিব, জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, উপ-সচিব, জনাব মোঃ রফিকুল হাসান, উপ-সচিব, জনাব কাজী আরিফুজ্জামান, যুগ্ম-সচিব, ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন, যুগ্ম-সচিব এবং জনাব মোঃ মইনুল কবির, যুগ্ম-সচিব।

মোঃ আবদুল হামিদ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আনিসুল হক, এম, পি

মন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোহাম্মদ শহিদুল হক
সিনিয়র সচিব
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০১৬-২০১৭ অর্থ -বছরে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত আলোকচিত্র

মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক , এম,পি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে ২০১৬ সনে প্রণীত আইন ও অধ্যাদেশসমূহের কপি তুলে দিচ্ছেন । উপস্থিত রয়েছেন এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক ।

রাশিয়ান ফেডারেশনের বিচারমন্ত্রী জনাব Alexander Konovalov এর সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম,পি'র নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভা, UNCAC, IRG বৈঠক, ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া, ২০১৬।

মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম,পি UNCAC, IRG সভায় বক্তৃতা করছেন, ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া, ২০১৬।

বিশ্বব্যাংকের সাথে Legislative Impact Assessment (LIA) বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর এবং কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠান।

২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সান ডিয়েগোতে অনুষ্ঠিত এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লণ্ডারিং (এপিজি) এর ১৯ তম বার্ষিক সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা।

পরি বেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Workshop on National Resources and Environmental Laws and Rules এ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত এ বিভাগের সিনিয়র সচিব ।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ,২০১৭ এর খসড়া চূড়ান্তকরণ ওয়া র্কস পে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত এ বিভাগের সিনিয়র সচিব ।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা		
প্রথম অধ্যায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রতিষ্ঠা, রূপকল্প , অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট		
১.১	বিভাগ প্রতিষ্ঠা	১
১.২	বিভাগের রূপকল্প	২
১.৩	অভিলক্ষ্য	২
১.৪	কৌশলগত উদ্দেশ্য	২
১.৫	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	২-৩
দ্বিতীয় অধ্যায় সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, নিয়োগ ও পদোন্নতি		
২.১	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী	৪
২.২	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব	৪
২.৩	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের জনবল	৪
২.৪	নিয়োগ ও পদোন্নতি	৫
তৃতীয় অধ্যায় বিভাগের কর্মপরিধি, বিভিন্ন প্রশাসনিক শাখা ও এর কার্যক্রম		
৩.১	কর্মপরিধি	৬-৭
৩.২	প্রশাসন শাখা-১	৭-৮
৩.৩	প্রশাসন শাখা-২	৮-৯
৩.৪	প্রশাসন শাখা-৩	৯
৩.৫	সংসদ শাখা	৯
৩.৬	প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন শাখা	১০
৩.৭	বাজেট শাখা	১০-১১
৩.৮	মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা	১১
৩.৯	সংশোধন ও অভিযোজন শাখা	১২

৩.১০	আইন শাখা	১২
৩.১১	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা	১২-১৩
	চতুর্থ অধ্যায় **বিভাগের কার্যাবলি ও সাফল্য**	
৪.১	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের প্রধান কর্মকৃতি ও নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicators)	১৪
৪.২	এক নজরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	১৫
৪.৩	নথি নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা	১৫
৪.৪	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইনের বর্ণনা	১৬-২৪
৪.৫	বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াবলি	২৫-৩০
৪.৬	আইসিটি সেল সম্পর্কিত বিষয়াবলি	৩০-৩৪
৪.৭	অনুবাদ সম্পর্কিত বিষয়াবলি	৩৪-৩৮
৪.৮	জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিতে দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত	৩৮-৩৯
৪.৯	জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন, মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক	৪০-৪৩
৪.১০	ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক	৪৩-৪৪
৪.১১	ব্লু-ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়ন	৪৪-৪৫
৪.১২	২০১৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত হালনাগাদকৃত বাংলাদেশ কোড প্রকাশ	৪৫
৪.১৩	তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিষয়	৪৫
	পঞ্চম অধ্যায় **সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভূমিকা**	
৫.১	চুক্তির মাধ্যমে উন্নয়ন	৪৬
৫.২	বিদ্যুৎ সংক্রান্ত চুক্তি	৪৭
৫.৩	গৃহীত প্রকল্প	৪৮-৪৯
	ষষ্ঠ অধ্যায় **লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ**	
৬.১	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	৫০-৫১
৬.২	আইন কমিশন	৫২-৫৭
	সপ্তম অধ্যায়	
	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা কর্তৃক পুস্তক বা	৫৮

	সংকলন আকারে প্রকাশিত আইন ও এস.আর.ও. সমূহের তালিকা	
	অষ্টম অধ্যায়	
	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে এ বিভাগের সহায়তায় প্রণীত আইন ও অধ্যাদেশসমূহের তালিকা	৫৯-৬২
	নবম অধ্যায়	
	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত উল্লেখযোগ্য এস.আর.ও এর তালিকা	৬৩-১০২
	দশম অধ্যায় **পরিশিষ্ট**	
	পরিশিষ্ট-১: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও এ বিভাগে কর্মরত সিনিয়র সচিবসহ সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নাম, পদবি ও ঠিকানা	১০৩-১১৪
	পরিশিষ্ট-২: ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইনের অধীন তথ্য প্রদান সম্পর্কিত বিবরণ	১১৫
	পরিশিষ্ট-৩: ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে এ বিভাগের সহায়তায় স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহের তালিকা	১১৬-১২৪
	পরিশিষ্ট-৪: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের এবং ল’জ অব বাংলাদেশের ওয়েবসাইটের চিত্র	১২৫-১২৬

উপক্রমণিকা

স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিশাল বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়বার দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলা, অধিকার বঞ্চিত জনগণকে জাতি গঠনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা ও দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি তার কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেন। সেদিন হতেই সরকারের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে পাঁচটি অগ্রাধিকার বিষয় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র হ্রাস ও বৈষম্য বিলোপ, দ্রব্যমূল্য হ্রাস ও বিশ্বমন্দার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা। সরকার প্রথম দিন থেকেই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শপথ গ্রহণের পরপরই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, দ্রব্যমূল্য সাধারণ জনগোষ্ঠীর ক্রয়-সীমার মধ্যে রাখা, সারসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো নিশ্চিত করার ঘোষণা দেন। পাশাপাশি একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ২০২১ সালের মধ্যে একটি শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

শক্তিশালী আইনি কাঠামো বিনির্মাণ এবং নাগরিকগণের আইনে অভিগম্যতা সহজসাধ্য থাকা ব্যতীত টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার তাই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আইনের মাধ্যমে উন্নয়ন এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণকল্পে সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রচলিত আইনের সংশোধন এবং বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন আইন প্রণয়নের সামর্থ্য বিনির্মাণকল্পে ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে রাষ্ট্রের আইন ও আইনের কার্যকরতাসম্পন্ন দলিলাদি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নির্বাহী বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের ইচ্ছা ও পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদাপূরণের স্বার্থে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনের সংশোধন একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের সাথে সাথে যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জনগণের সাংবিধানিক ও আইনগত অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত শতাব্দী প্রাচীন আইনসমূহ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য উপযোগী করে তোলা একটি ব্যাপক সংস্কারমূলক কর্মসূচি। মূলত এটি একটি দুরূহ কাজ যা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উপর ন্যস্ত।

সামাজিক সুশাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির আইনগত কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য এ বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের আমলে জনগণ আইন প্রণয়ন বিষয়ে যুগান্তকারী ফলাফল ভোগ করেছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর অসাংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ বন্ধ করে জনগণের ক্ষমতায়নের নিমিত্ত ১৯৭২ সালে প্রণীত

মূল সংবিধানের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের ২১ জুলাই তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার প্রস্তাবক্রমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশকৃত রিপোর্টের ভিত্তিতে “সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন)আইন, ২০১১” সংসদে পাশ হয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আন্তর্জাতিক আইনের অধীন সংঘটিত মানবতা বিরোধী বিভিন্ন অপরাধ যেমন- গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, অগ্নিসংযোগ, ইত্যাদি অপরাধের বিচার অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করার পথ সুগম করা হয়। এতদৎলক্ষ্যে International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে প্রণীত আইনসমূহের মধ্যে জনকল্যাণমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক আইন রয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে।

বর্তমান সরকারের মেয়াদে যুগোপযোগী নতুন আইন প্রণয়ন করার পাশাপাশি অনেক পুরনো আইন হালনাগাদ বা যুগোপযোগী করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ৩৬টি আইন প্রণয়ন এবং ৩ টি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।

তাছাড়া, ইংরেজি বা বাংলায় প্রণীত আইনের অনূদিত পাঠ প্রণয়ন ও প্রকাশ করার মাধ্যমে অনুবাদের কাজে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। জনগণ যাতে সহজে এ বিভাগের কার্যক্রম ও গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে তজ্জন্য বিভাগের নিজস্ব ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে, ফলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে দেশ বিদেশের যে কোনো স্থান থেকে দেশে প্রচলিত আইনের হালনাগাদ অবস্থা জানা যাবে।

২০২১ সালে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করবে। এর মধ্যেই বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে দেশ দৃঢ়পদে এগিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সরকার গত নয় বছরের অধিককাল সময়ে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুগান্তকারী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এ বিশাল উন্নয়ন যজ্ঞে আইন প্রণয়ন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রথম অধ্যায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রতিষ্ঠা, রূপকল্প (Vission), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

১.১ বিভাগ প্রতিষ্ঠা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের ইচ্ছা ও পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা পূরণের স্বার্থে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনের সংশোধন একটি অত্যাবশ্যক অব্যাহত প্রক্রিয়া। স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের সাথে সাথে সময়োপযোগী আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইনের প্রস্তাব সম্বলিত সকল বিল, অধ্যাদেশ, বিধি, প্রবিধান, প্রজ্ঞাপন, ইত্যাদির খসড়া প্রস্তুতির পর্যায়ে পরামর্শ প্রদানসহ চূড়ান্ত রূপদান, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে উন্নয়ন সহযোগী, দাতা সংস্থা, ইত্যাদির অনুদান ও ঋণ চুক্তির উপর আইনগত মতামত এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সম্পাদিতব্য ট্রিটি, কনভেনশন, ইত্যাদির উপর মতামত প্রদান লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত। এছাড়া, আইনের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য সরকারের সকল নীতি নির্ধারণী বিষয়াদি নিরীক্ষা, প্রচলিত আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ইত্যাদি বাংলা হতে ইংরেজি অথবা ইংরেজি হতে বাংলায় অনুবাদ, আইনের রিভিশন ও হালনাগাদকরণ, প্রকাশনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালে আধুনিক দক্ষ লেজিসলেটিভ কর্মকর্তা সৃষ্টিসহ গুণগত মানসম্পন্ন আইন প্রণয়নের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে একটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তখন পর্যন্ত লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং বিষয়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টির প্রতি নজর না দেয়ায় এ কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের অভাব ছিল। কারণ, উপ-সচিব ও সহকারী সচিব পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রেষণে নিযুক্ত হয়ে দুই-তিন বছর কাজ করার পর তাঁরা আদালতে বা অন্যত্র বদলি হয়ে যেতেন। তদস্থলে আবার একই প্রক্রিয়ায় নতুন করে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ প্রেষণে নিযুক্ত হতেন। স্থায়ীভাবে নিয়োজিত দক্ষ কর্মকর্তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ১৬/১০/১৯৯৬ খ্রি. তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এতৎসংক্রান্ত প্রস্তাবটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং নামে একটি আলাদা উইং ও উহার নিজস্ব জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে সার-সংক্ষেপ অনুমোদন করেন। ফলশ্রুতিতে তাৎক্ষণিকভাবে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং নামে আলাদা একটি উইং সৃষ্টি হয় এবং উহার কার্যক্রম শুরু হয়। বস্তুত আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি তৎকালীন সময়ে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতেই সূচিত হয়।

স্থায়ী কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কর্মকর্তা (আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৮ প্রণীত হয়। এতে করে কার্যত একটি বিশেষায়িত টেকনিক্যাল লেজিসলেটিভ সার্ভিস সৃজিত হয়েছে। অতঃপর আইন ও বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে The Legal and Judicial Capacity Building Project গৃহীত হয়। উক্ত প্রকল্পে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং-কে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল।

উপরি-উক্ত প্রজেক্ট বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন ঋণচুক্তি (Development Credit Agreement) সম্পাদিত হয়েছিল। প্রকল্প সম্পর্কিত কৌশলপত্রে এবং বিশ্ব ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট PROJECT APPRAISAL DOCUMENT-এ লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইংকে পরিপূর্ণ ডিভিশনে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার পাশাপাশি লেজিসলেটিভ সার্ভিসকে ক্যাডারে রূপান্তর করার সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল।

কানাডা সরকারের অনুদানে উহার আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা সিডা (CIDA) এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত Legal Reform Project (part-A) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ছিল লেজিসলেটিভ উইং-কে পূর্ণাঙ্গ ডিভিশনে উন্নীত এবং লেজিসলেটিভ সার্ভিসকে

ক্যাডারে রূপান্তর করে প্রয়োজনীয় সকল কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উহাকে বিশ্বমানে উন্নীত করা। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট Vision Paper এবং Management Plan- এ যার প্রতিফলন ছিল।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর বিভাগ প্রতিষ্ঠার কাজটি গুরুত্ব পায় এবং সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বিগত ২৩/১২/২০০৯ খ্রি. তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টি হয়।

১.২ রূপকল্প (Vission):

আইনি ব্যবস্থায় জনগণের অভিগম্যতা (Access) এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission):

আইনি কাঠামোকে শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়তা করা।

১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

ক. মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আইনি বিষয়সমূহ সুসংহতকরণ;

২. রাষ্ট্রের আইনি কাঠামোর উন্নয়ন;

৩. দেশে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

খ. আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;

২. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন;

৩. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;

৪. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও বাস্তবায়ন;

৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৫ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সাফল্যমন্ডিত বাংলাদেশে ক্ষুধা, দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বশান্তি জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অবতারণা করা হয়েছে। গত দু'দশকে দারিদ্র্য বিলোপ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, মাতৃ-মৃত্যুর হার হ্রাস, প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাফল্যমন্ডিত বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বদ্ধপরিকর। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এ অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সমন্বিত করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বিশ্বব্যাপী ১৭টি গোল এবং ১৬৯ টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার টার্গেটসমূহের সাথে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক কার্য সংশ্লিষ্টতা SDG mapping এ টার্গেট 16.B Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development বাস্তবায়নে লিড ডিভিশন হিসেবে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, জন নিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগ কো-লিড হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এ বিভাগের একজন যুগ্নসচিবকে এ বিভাগের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোয়ন প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(১) এ রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২৮(৪) অনুচ্ছেদের বিধানানুসারে রাষ্ট্র যে কোন বিশেষ আইন তৈরি করতে পারবে যার মাধ্যমে নারী ও শিশু বা যে কোন অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া যায়।

এ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৩/০৫/২০১৭ খ্রি. তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠান ও তৎপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী Sustainable Development Goals (SDG) বাস্তবায়নকল্পে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনাধীন আইন/বিধি/প্রবিধান/নীতিমালার মধ্যে বৈষম্যমূলক বিধান থাকলে তা চিহ্নিতকরণ ও নিরসনকল্পে গৃহিতব্য কার্যক্রম সম্পর্কে পরামর্শসহ এ বিভাগে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে মোট ১৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের মতামত জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেছে। গত ৩০-০৯-২০১৭ ইং তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুরোধের প্রেক্ষিতে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে মতামত পাওয়া যায়নি সে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে মতামত প্রাপ্তির পর পুনরায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনপূর্বক SDG বাস্তবায়নকল্পে এ বিভাগের করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, নিয়োগ ও পদোন্নতি

২.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

জনাব আনিসুল হক, এম,পি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবী। জনাব আনিসুল হক ৩০ মার্চ, ১৯৫৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ব্রাক্ষ্মণবাড়ীয়া-৪ আসন থেকে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্য। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (অনার্স) এবং এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এলএলবি এবং ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের কিংস্ কলেজ হতে এলএলএম ডিগ্রী লাভ করেন।

জনাব আনিসুল হকের প্রয়াত পিতা জনাব সিরাজুল হক বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা এবং জেল হত্যা মামলার চিফ প্রসিকিউটর ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা এবং জেল হত্যা মামলার চিফ স্পেশাল প্রসিকিউটরের দায়িত্ব পালন করেন এবং মামলাটি সফলতার সাথে সমাপ্ত করে জাতীয় জীবনে বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের চিফ কাউন্সেল এবং স্পেশাল প্রসিকিউটর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২০০৯ সালে সংঘটিত পিলখানা হত্যাকাণ্ড মামলার চিফ প্রসিকিউটর ছিলেন এবং উহা সফলতার সাথে সমাপ্ত করেন।

তিনি ১২ জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রি. তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

২.২ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব

জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৯ থেকে এ বিভাগের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ থেকে সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১৯৫৫ সালের ১৩ নভেম্বর পৈত্রিক নিবাস নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৩ সনে রাজশাহী বোর্ড থেকে এস.এস.সি এবং ১৯৭৫ সনে ঢাকা বোর্ড থেকে এইচ.এস.সি পাস করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ সনে আইন বিষয়ে স্নাতক(সম্মান) এবং ১৯৮১ সনে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৮৩ সনে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে মুন্সেফ পদে যোগদান করেন।

জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অব হিউসটন হতে এনার্জি বিষয়ে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। এছাড়া, তিনি বিভিন্ন দেশে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক কানাডিয়ান সরকার এবং কর্মকর্তাগণের সাথে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং বিষয়ে কাজ করে এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি মার্কিন সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত USAID এ রেগুলেটরি কনসালট্যান্ট হিসেবে দেশে এবং ওয়াশিংটনে বিভিন্ন কাজ করেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) কর্তৃক গৃহীত মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রস্তুত কার্যক্রমে কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন।

তিনি বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষক এবং রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করছেন। তিনি এ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত Legislative Deskbook of Bangladesh সম্পাদনা টিমের অন্যতম সদস্য ছিলেন। সচিব এবং সিনিয়র সচিব হিসেবে তিনি ৪ (চার) শতাধিক আইন প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছেন।

২.৩ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুমোদিত মোট জনবল ২৭৪, যার মধ্যে ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত ৯৯ জন এবং ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত ১৭৫ জন।

২.৪ নিয়োগ/পদোন্নতি:

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে এ বিভাগে যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) পদে ৬ (ছয়) জন, উপসচিব (ড্রাফটিং) পদে ৯ (নয়) জন কর্মকর্তা এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে ৫ (পাঁচ) জন-কে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিভাগের কর্মপরিধি, বিভিন্ন প্রশাসনিক শাখা ও এর কার্যক্রম

৩.১ কর্মপরিধি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরকারি কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য প্রণীত Rules of Business, 1996 এর তফসিল-১ অর্থাৎ Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বণ্টনকৃত দায়িত্বাবলির মধ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয়, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

1. আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব থেকে উদ্ভূত সকল আইনগত ও সাংবিধানিক প্রশ্নে এবং উক্ত প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনসহ যে কোনো আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দফতরকে পরামর্শ প্রদান;
2. সকল প্রকারের বিল, অধ্যাদেশ, সাংবিধানিক আদেশ, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, উপ-আইন, প্রজ্ঞাপন, আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ যে-কোনো প্রথা বা রীতি এবং অন্যান্য আইনগত দলিল, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও মতামত প্রদান;
3. আন্তর্জাতিক ট্রিটি, এগ্রিমেন্ট, অঙ্গীকার, সমঝোতা-স্মারক ও অন্যান্য আইনগত দলিলসহ সকল প্রকারের চুক্তি ও এগ্রিমেন্টের খসড়া প্রণয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং মতামত প্রদান;
4. আন্তর্জাতিক ট্রিটি, কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক আইনগত বিষয়াদি এবং আন্তর্জাতিক ট্রিটি, চুক্তি, ইত্যাদি হতে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক সালিস সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান;
5. সকল আইন ও অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ বিধিমালা ও আদেশের অনুবাদ;
6. সরকারি প্রকাশনার গ্রন্থস্বত্ব;
7. আইন, অধ্যাদেশ এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও অন্যান্য আইনগত দলিলের প্রকাশনা;
8. আইন, অধ্যাদেশ ও সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার বাংলায় অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠের প্রকাশনা;
9. আইন ও অধ্যাদেশ এবং সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রপতির আদেশ এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ আদেশ ও প্রবিধানমালার সংকলন;
10. আইনের সংকলন, সংহতকরণ, অভিযোজন এবং প্রায়োগিক সংশোধন;
11. লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং এবং অনুবাদ কর্মকর্তাগণের পদায়ন, বদলি, প্রেষণ, ইত্যাদি;
12. লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং এর কর্মকর্তা এবং এ বিভাগে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ;
13. এ বিভাগের অধস্তন অফিস ও দপ্তরসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ;
14. আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সাথে এ বিভাগের উপর অর্পিত বিষয়ে চুক্তি ও সমঝোতা;
15. সংসদ সংশ্লিষ্ট বিষয়;
16. এ বিভাগের উপর অর্পিত যে-কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান;
17. আদালতে গৃহীত ফিস ব্যতীত এ বিভাগের উপর অর্পিত যে-কোনো বিষয়ের ফিস নির্ধারণ;
18. মানবাধিকার এবং মানবাধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি;
19. ন্যায়পালের কার্যালয়;
20. নির্বাচন কমিশনের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়;

21. আইন কমিশন এবং আইনগত বিষয়ে গঠিত কমিশন;
22. আইন সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়াদি;
23. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেল সংক্রান্ত প্রশাসন;
24. আর্থিক বিষয়সহ সাচিবিক প্রশাসন;
25. সরকারি সকল আইনের গ্রন্থস্বত্ব সংক্রান্ত প্রশাসন;
26. এ বিভাগের উপর অর্পিত আইনসমূহ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

এছাড়াও, Rules of Business, 1996 এর rule 14A অনুসারে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে কতিপয় বিষয়ে পরামর্শ করার বিধান রয়েছে, এগুলো নিম্নরূপ:

(১) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে পরামর্শ করতে হবে-

- (ক) আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকারের প্রস্তাব সম্পর্কে;
- (খ) আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব হতে উদ্ভূত সকল আইনগত প্রশ্নে;
- (গ) আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি, আন্তর্জাতিক এগ্রিমেন্ট, কনভেনশন প্রস্তুত সম্পর্কে;
- (ঘ) যে-কোনো আইনের ব্যাখ্যা প্রদান বিষয়ে;
- (ঙ) বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিধিমালা, প্রবিধানমালা বা উপ-আইন, ইত্যাদি প্রণয়ন ও জারির পূর্বে।

(২) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মাধ্যম ব্যতীত এবং এই বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালি অনুসরণ ব্যতীত কোনো মন্ত্রণালয় অ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে পরামর্শ করবে না।

(৩) অ্যাটর্নি জেনারেল এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মধ্যে কোনো বিষয়ে দ্বিমত থাকলে উক্ত বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পাবে।

এ বিভাগের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ৩টি প্রশাসনিক শাখা এবং অন্যান্য আরো ৭টি শাখা গঠন করা হয়েছে। নিম্নে শাখাসমূহের কার্যাবলি ও কর্মপরিধি উল্লেখ করা হলো:

৩.২ প্রশাসন শাখা-১:

1. নৈমিত্তিক প্রশাসন;
2. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর থেকে প্রাপ্ত নথি/চিঠিপত্র গ্রহণ, নথি খোলা ও বিতরণ এবং কাজ শেষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে ফেরত প্রদানসহ এতদ্‌সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;
3. খোলা বাজার থেকে স্টেশনারি দ্রব্যাদি/ আসবাবপত্র/ টেলিফোন সেট/ কম্পিউটার/ ইন্টারকম/ ফ্যাক্স/ ফটোকপি মেশিন/ টোনার/ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি/ বই-পুস্তক/ সাময়িকী ও অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম ক্রয়/ সংগ্রহ/ বিতরণ/ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ এতৎসংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;
4. সরকারি ফরমস ও স্টেশনারি অফিস হতে স্টেশনারি দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী বিতরণ এবং এতৎসংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;

5. চর্তুথ শ্রেণির কর্মচারীগণের পোষাক, জুতা, ছাতা, ইত্যাদি ক্রয় ও বিতরণ এবং এতৎসংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;
6. মাসিক সমন্বয় সভা/বিশেষ সভাসহ বিভিন্ন সভার আয়োজন ও সভায় অংশগ্রহণকারীদের আপ্যায়নসহ সচিবালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ;
7. এ বিভাগের চিঠিপত্র বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে প্রেরণ;
8. ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি গঠন ও সকল প্রকার দরপত্র/বিজ্ঞপ্তি আহবান;
9. প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের গাড়িসহ প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত সকল গাড়ির জ্বালানি সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, কর্মকর্তাগণের যাতায়াতের জন্য গাড়ির রুট নির্ধারণ এবং বিভিন্ন সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চাহিদাপত্র অনুযায়ী গাড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা করা;
10. শাখায় অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট যে সকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশের জন্য আইসিটি সেলে প্রেরণ;
11. এ বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর হতে চাহিদাপত্র অনুযায়ী মালামাল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
12. মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীসহ এ বিভাগের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ ও প্রটোকলের ব্যবস্থা গ্রহণ;
13. দাপ্তরিক প্রয়োজনে হিসাব শাখার মাধ্যমে অর্থের সংস্থান;
14. এ বিভাগের অফিস আদেশ/সরকারি ও আধা সরকারি পত্রে স্মারক নম্বর প্রদান;
15. ই-ফাইলিং চালুকরণ; এবং
16. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব।

৩.৩ প্রশাসন শাখা-২:

1. ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাগণের পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, বদলি, চাকরি স্থায়ীকরণ, অস্থায়ী পদসমূহের বছরভিত্তিক সংরক্ষণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন, অফিসের স্থান সংকুলান ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
2. ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাগণের বেতন নির্ধারণ, সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল, দক্ষতা সীমা অতিক্রম সম্পর্কিত সকল বিষয়;
3. ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাগণের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
4. ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাগণের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম উত্তোলন, গৃহ নির্মাণ ঋণ, কম্পিউটার ঋণ, মোটর সাইকেল ঋণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;
5. আইনগত মতামত, আন্তর্জাতিক চুক্তি, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা/প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন সংক্রান্ত জরুরি, অতি জরুরি ও গোপনীয় চিঠিপত্র ইস্যুকরণ;
6. কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;
7. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীগণের বদলি;
8. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সভায় প্রতিনিধি মনোনয়ন;
9. আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন এবং এ বিভাগ থেকে মনোনীত অংশগ্রহণকারী/প্রতিনিধির অনুকূলে এতৎসংক্রান্ত অনুমতি/সরকারি আদেশ জারি;

10. শাখায় অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট যে সকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশের জন্য আইসিটি সেলে প্রেরণ; এবং

11. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব।

৩.৪ প্রশাসন শাখা-৩:

১. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণের পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, চাকরি স্থায়ীকরণ, অস্থায়ী পদসমূহের বছরভিত্তিক সংরক্ষণ এবং নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন;

২. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণের বেতন নির্ধারণ, সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদান;

৩. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণের শ্রান্তিবিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ চাকরিবহি হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ;

৪. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম উত্তোলন, গৃহ নির্মাণ ঋণ, কম্পিউটার ঋণ, মোটর সাইকেল ঋণ সম্পর্কিত বিষয়াদি;

৫. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণের গোপনীয় অনুবেদন/এসিআর সংরক্ষণ;

৬. শাখায় অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট যে সকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশের জন্য আইসিটি সেলে প্রেরণ; এবং

৭. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৩.৫ **সংসদ শাখা:**

১. সংসদের অধিবেশনের পূর্বে জারিকৃত অধ্যাদেশ সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. এ মন্ত্রণালয়ের বিল সংসদে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩. ৭১ বিধির অধীন জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে বক্তব্য/উত্তর প্রস্তুত করে উহা মাননীয় মন্ত্রী বরাবর উপস্থাপন এবং তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪. সংসদীয় কার্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জাতীয় সংসদ সচিবালয়সহ মাননীয় মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত অন্য যে কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়/সচিবালয় এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

৫. জাতীয় সংসদে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত উত্থাপনীয় প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ, প্রস্তুত এবং উহার শুদ্ধতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ;

৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে উত্থাপনীয় প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রস্তুত এবং উহার শুদ্ধতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ;

৭. অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে স্থানান্তরকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত বা চাহিত তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে উক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;

৮. সংসদ বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য কাউন্সিল অফিসারদের দায়িত্ব প্রদান এবং তাদের কার্যাবলির সমন্বয় সাধন;

৯. সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম সমন্বয় এবং মাননীয় মন্ত্রীকে সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

১০. সংসদ বিষয়ক কার্যাবলি সংক্রান্ত সংসদ সচিবালয়ের পত্রাদি গ্রহণ ও এ বিভাগ হতে উক্ত সচিবালয়ে পত্রাদি প্রেরণ; এবং

১১. সচিব বা মাননীয় আইন মন্ত্রী কর্তৃক সংসদ এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত অন্য যে কোনো বিষয়।

৩.৬ প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন শাখা:

1. দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করা;
2. সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও আয়োজন করা;
3. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়/সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন;
4. সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য অনুমতি প্রদান, মনোনয়ন প্রেরণ বা সরকারি আদেশ (জি.ও) জারি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
5. বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিদেশি দাতা দেশ ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ;
6. সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ডোসিয়ার সংরক্ষণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াদি;
7. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল সংকলন, প্রকাশনা ও বিতরণ;
8. রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে চাহিত তথ্যাদি ও প্রতিবেদন প্রেরণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;
9. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়/সংস্থা থেকে চাহিত তথ্যাদি ও প্রতিবেদন প্রেরণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;
10. এ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশনা ও বিতরণ; এবং
11. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্য।

৩.৭ বাজেট শাখা:

1. বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতির খসড়া পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রদান;
2. বাজেট কাঠামো এবং বাজেট সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
3. সচিবালয় এবং সংযুক্ত/অধীনস্ত সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
4. রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপন অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
5. রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
6. আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan) সহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
7. উন্নয়ন অনুবিভাগ/পরিকল্পনা সেলের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেট নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীত রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর /সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ যাতে বেশি না হয় সেলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
8. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেট নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণ এবং ব্যয়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
9. প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন পরিবীক্ষণ এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ যাতে অর্জিত হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

10. নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

11. অভ্যন্তরীণ ও বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান; এবং

12. এ বিভাগের সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং আইন কমিশনের বাজেটসহ এতৎসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।

বাজেট শাখায় ন্যস্তকৃত অতিরিক্ত দায়িত্ব:

1. কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক এবং আবাসিক টেলিফোন বরাদ্দ প্রস্তাব উপস্থাপন;
2. প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সংবাদপত্রের বিল প্রদান;
3. আইন কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যাদি;
4. আইন কমিশন (কর্মকর্তা) চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাবের নিষ্পত্তি;
5. আইন কমিশনের কর্মচারীগণের পদ স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি;
6. আইন কমিশনের পদ সৃজন সংক্রান্ত কার্যাদি;
7. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যাদি;
8. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অর্গানোগ্রাম চূড়ান্তকরণ, পদ সৃজন, পদ স্থায়ীকরণ ও পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি;
9. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য/কর্মকর্তাগণের বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যাদি; এবং
10. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি।

৩.৮ মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা:

1. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশ কোড (সকল মূল আইনের সংকলন), আইন, অধ্যাদেশ, অন্যান্য বিধি-বিধান পুস্তক আকারে মুদ্রণের জন্য বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিসের মাধ্যমে গর্ভমেন্ট প্রিন্টিং প্রেসে প্রেরণ করা এবং দ্রুত ছাপানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;
2. এস.আর.ও. (Statutary Rules and Orders) মুদ্রণের জন্য বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিসের মাধ্যমে বি.জি. প্রেসে প্রেরণ করে দ্রুত গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্মকর্তাগণের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;
3. কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে সময় সময় বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে সরবরাহ করা;
4. মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত/সম্মতিকৃত অধ্যাদেশ দ্রুততার সাথে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা;
5. কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন সংস্থায় সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী মুদ্রিত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধান বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করা;
6. আইন, অধ্যাদেশ, এস.আর.ও. এবং সাপ্তাহিক সরকারি গেজেট প্রতি বছরের শেষে আলাদা করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুস্তক আকারে বাধাঁই করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা এবং এ মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের জন্য সরবরাহ করা;
7. জাতীয় সংসদে উত্থাপনের নিমিত্ত অধ্যাদেশসমূহ প্রেরণ করা; এবং
8. কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অর্পিত অন্যান্য বিষয়।

৩.৯ সংশোধন ও অভিযোজন শাখা:

1. সূচিপত্রসহ বাংলাদেশ কোড (সকল মূল আইনের সংকলন) হালনাগাদপূর্বক সংরক্ষণ;
2. কোনো আইন, অধ্যাদেশ অথবা বিধি পুস্তক আকারে মুদ্রণের জন্য উহার পান্ডুলিপি প্রস্তুতপূর্বক পুস্তক আকারে মুদ্রণের জন্য মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখায় প্রেরণ;
3. জাতীয় সংসদ কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোনো সংশোধন করা হলে উহা অন্তর্ভুক্তপূর্বক হালনাগাদ সংশোধিত সংবিধান মুদ্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ;
4. এ বিভাগের সকল কর্মকর্তার নিকট হালনাগাদকৃত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধান সরবরাহ করা;
5. আইনের সরকারি গেজেটের ফোল্ডার তৈরি করে এ বিভাগের প্রত্যেক কর্মকর্তার নিকট সরবরাহ করা;
6. শাখার কাজসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বণ্টন করা;
7. সংশোধিত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধান হালনাগাদপূর্বক সংরক্ষণ করা;
8. আইন, অধ্যাদেশ এবং এস.আর.ও এর বাধাঁইকৃত বইয়ের কপি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা; এবং
9. কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অর্পিত অন্যান্য বিষয়।

৩.১০ আইন শাখা:

1. রিট পিটিশন, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ, আপিল বিভাগ, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল, জজকোর্টের মামলাসমূহ ও আদালত অবমাননার মামলাসমূহসহ বিবেচ্য যাবতীয় বিষয়;
2. সরকারের পক্ষে মামলা/আপিল দায়ের এবং মামলার জবাব প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা হতে জবাব সংগ্রহ করে আদালত ও দপ্তর, সলিসিটর উইং, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস, ইত্যাদির সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা ও প্রেরণ করা;
3. সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর/সংস্থার চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনবোধে সরকারের পক্ষে সংশ্লিষ্ট আদালতে সময়ের আবেদন করা;
4. প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট মামলার নথি/কাগজপত্র নিয়ে আদালতে উপস্থিত থাকা; অনুভূত হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/শাখার অফিসারসহ উপস্থিত থাকা;
5. মামলার রায়সমূহ যথাসময়ে প্রাপ্তির সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট আদালতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ও সিনিয়র সচিব/সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পক্ষে এফিডেভিট অন অপজিশনে সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর প্রধানের (যিনি মূল জবাব প্রস্তুত করেছেন) স্বাক্ষর প্রদানে সহায়তা করা;
6. মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক শাখা/দপ্তর হতে খসড়া জবাব সংগ্রহপূর্বক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের আইনজীবীর মাধ্যমে পরীক্ষা করে আদালতে দাখিলের ব্যবস্থা করা; এবং
7. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্য।

৩.১১ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা:

1. এ বিভাগের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেনস চার্টার, এসডিজি, ইত্যাদি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

2. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত বিষয়াদিসহ সরকার কর্তৃক সময় সময় গৃহীত সংস্কারমূলক কার্যক্রমসমূহ নিবিড়ভাবে সম্পাদন;
3. সুশাসন জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় যোগদান;
4. এ বিভাগের সেবার মানোন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নীতি/কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
5. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সভা, সেমিনার, কর্মশালা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
6. অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ;
7. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রতিবেদন প্রেরণ, ইত্যাদি;
8. এ বিভাগের কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
9. এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন;
10. কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
11. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

চতুর্থ অধ্যায়

বিভাগের কার্যাবলি ও সাফল্য

৪.১ ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি ও নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicators):

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
			২০১5-১6		২০১6-১7		২০১7-১8	২০১8-১9	২০১9-20
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
1. আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-প্রবিধির উপর মতামত									
আইনের মতামত	২	%	৮9	89	92	93	93	৯4	95
অধ্যাদেশের মতামত	২	%	93	93	৯4	94	94	৯5	96
বিধি-প্রবিধির মতামত	২	%	91	91	৯2	93	93	৯4	95
2. নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ	১	%	92	92	৯5	95	95	৯6	97
3. ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় আইন প্রকাশনা	১	%	৯2	92	৯5	95	95	৯6	97
4. মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৩	সংখ্যা	90	90	92	94	94	৯7	97
5. প্রতিকার সহায়তা	3	%	94	94	97	96	97	98	98

৪.২ এক নজরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ	সংখ্যা
১.	আইনের খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং	৩৬
২.	অধ্যাদেশের খসড়া প্রণয়ন ও জারি	৩
৩.	বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ, নীতিমালা, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং	৩৮০
৪.	চুক্তি ভেটিং	১১২
৫.	অনুবাদকৃত আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা ও চুক্তি	৩৮
৬.	বিভিন্ন আইন ও অধ্যাদেশ মুদ্রণ ও প্রকাশনা	৫

৪.৩ নথি নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণ কার্য সম্পাদন ও নথি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিক ও যত্নবান। এ বিভাগ কর্তৃক দায়িত্বশীলতার সাথে যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে নথি নিষ্পত্তির বিষয়টি মন্ত্রিসভায় স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে।

এ বিভাগের সিনিয়র সচিব নথি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তার নিকট সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপিত যে কোনো বিষয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। এছাড়া তিনি সপ্তাহের প্রথম দিন দপ্তর প্রধানগণের সাথে সভায় মিলিত হয়ে তাদের নিকট হতে নিষ্পত্তিকৃত এবং নিষ্পন্নাধীন কার্যের প্রতিবেদন সংগ্রহ করেন ও তথ্যাদি অবগত হন এবং নিষ্পন্নাধীন কার্যের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। কার্য সম্পাদন ও নথি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণের আন্তরিকতা এবং যত্নশীলতার পাশাপাশি উক্তরূপ পদক্ষেপের কারণে পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুততার সাথে নথি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে।

সিনিয়র সচিব গুরুত্বপূর্ণ নথি নিম্নগামী বা উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে “দ্রুত নিষ্পত্তিযোগ্য”, “তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তিযোগ্য”, “অদ্যই নিষ্পত্তিযোগ্য”, ইত্যাদি ট্যাগ ব্যবহার করে থাকেন যা অত্যন্ত কার্যকরী হিসেবে প্রমাণিত। এছাড়া, মাননীয় মন্ত্রী কোনো কারণে বিদেশে অবস্থান করাকালীন ইলেক্ট্রনিক্যালি নথি নিষ্পত্তি করে থাকেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদান্তে এ বিভাগে কোনো নথি নিষ্পন্নাধীন ছিল না। বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরেও উক্ত ধারা অব্যাহত ছিল। সরকারের কাজে গতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪.৪ ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইনের বর্ণনা (জুলাই ২০১৬ হইতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

১। রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩০ নং আইন)

বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বাঙালি সভ্যতা, আচার-আচরণ, সমাজ, কলা, ইতিহাস, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন এবং উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন, জাতীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও আধুনিক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে সিরাজগঞ্জ জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সে আলোকে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩১ নং আইন)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার প্রসার এবং বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে উন্নত শিক্ষাদান, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর এবং দেশে বিজ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধির স্বার্থে বিশ্বমানের প্রযুক্তির প্রয়োগ ব্যাপক সম্প্রসারণ করার নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে গাজীপুর জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতিকল্পে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ইনকিউবেটর-এর মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে তথ্য প্রযুক্তি খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর করার লক্ষ্যে একটি আধুনিক ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

৩। পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩২ নং আইন)

পেট্রোলিয়াম এবং অন্যান্য প্রজ্জ্বলনীয় পদার্থের আমদানি, পরিবহন, মজুত, উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ অথবা রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে পুনঃব্যবহারযোগ্য করা সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা এবং আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে Petroleum Act, 1934 রহিতক্রমে সংশোধন ও পরিমার্জনসহ বাংলায় **পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬** প্রণয়ন করা হয়।

৪। যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৩ নং আইন)

আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে সফল ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের উপযুক্ত যুব সংগঠনগুলো প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য যুবদের পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে যুবকল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা এবং Youth Welfare Fund Ordinance, 1985 (Ordinance No. XL of 1985) এর বিষয়বস্তু সংশোধন, পরিমার্জন এবং বিবেচনাক্রমে যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

৫। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৪ নং আইন)

দেশের সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সেতু, টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ কারিগরি দিক হতে জটিল প্রকৃতির অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৬ নং আইন)

বিনিয়োগ বোর্ড এবং প্রাইভেটাইজেশন কমিশন উভয়ই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত। এ দুটো প্রতিষ্ঠানকে একীভূতকরণ প্রশাসনিকভাবে সুবিধাজনক ও সাশ্রয়ী। বিনিয়োগ উন্নয়ন পরিবেশ সৃষ্টি ও সরকারি মালিকানাধীন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের ভূমির অধিকতর দক্ষ ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সামগ্রিক বিবেচনায় বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন একীভূত করে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বেসরকারি খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহদান, শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান, সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও উহার অব্যবহৃত জমি বা স্থাপনা অধিকতর যুগোপযোগী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় সাধন ও উন্নততর সেবা প্রদানের নিমিত্ত বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন একীভূতকরণ করে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

৭। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন)

সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা কোনো পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং উক্তরূপ ক্রয় কার্যে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তির প্রতি সম-আচরণ ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) প্রণীত হয়। উক্ত আইনের প্রয়োগ আরও সহজতর করার লক্ষ্যে পণ্য, বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা, আউটসোর্সিংসহ ভৌত সেবার সংজ্ঞা অধিকতর স্পষ্টীকরণ, সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিলকে সরকারি তহবিল হিসেবে স্পষ্টীকরণ, Domestic Preference সংক্রান্ত ধারার অস্পষ্টতা দূরীকরণ, বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা কার্যসম্পাদন সংক্রান্ত জামানত প্রবর্তন, সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় অভ্যন্তরীণ কার্যক্রয়ের সীমা ২ (দুই) কোটি হতে ৩ (তিন) কোটি টাকায় উন্নীতকরণ, উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য থেকে উল্লেখযোগ্য কম/বেশি পরিমাণের দরপত্র মূল্য উদ্ধৃত করার প্রবণতারোধ, কোনো দরপত্র দাতা কর্তৃক দরপত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলনের (Official Cost Estimate) ১০% (দশ শতাংশ) এর অধিক কম বা অধিক বেশি দর উদ্ধৃত করা হলে দরপত্র বাতিলের ব্যবস্থা প্রবর্তন, আন্তর্জাতিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে একধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতির প্রবর্তন, চুক্তি স্বাক্ষরের ধারা, প্রস্তাব প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তির ধারা এবং অযোগ্য ঘোষণার ধারা স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮। চা আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৮ নং আইন)

চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন চা বাগান প্রতিষ্ঠা, বিদ্যমান চা বাগানগুলোর উন্নয়ন, পরিত্যক্ত চা বাগান পুনর্বাসন, বাংলাদেশে উৎপাদিত চায়ের উপর কর আরোপ, সার্বিকভাবে চা শিল্পের উন্নতি সাধন এবং সহায়ক অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে Tea Ordinance, 1977 প্রণয়ন করা হয়।

বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা জরুরি। চা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম চায়ের মানোন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, যুগোপযোগী বিধান প্রণয়নকল্পে উক্ত Ordinance প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে রহিত করে চা আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

৯। Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ৩৯ নং আইন)

প্রধান বিচারপতি, আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণের বেতন ও ভাতাদি Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) Ordinance, 1978 দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। বর্তমানে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি এবং দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটসহ সরকারি কর্মচারীগণের জন্য ৮ম জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা করার কারণে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণের জন্য সময়োপযোগী বেতন ভাতাদি নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে লক্ষ্যে প্রধান বিচারপতি, আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণের বেতন, ব্যয় নিয়ামক ভাতা, ডমেস্টিক এইড ভাতা, কার এলাউন্স বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণকে বছরে দুবার মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা হিসেবে প্রদান করা আবশ্যক হয়। এছাড়া বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণকে বছরে একবার মূল বেতনের ২০% অর্থ বাংলা নববর্ষ ভাতা হিসেবে প্রদানসহ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণের বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) Ordinance,1978 সংশোধন করে Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 প্রণয়ন করা হয়।

১০। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪০ নং আইন)

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৫ নং আইন) এ গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা সহায়তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না থাকায় একটি সমন্বিত বৃত্তি প্রদান নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে উক্ত আইনে গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা সহায়তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বিধায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

১১। Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privileges) (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ৪১ নং আইন)

সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণ Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privileges) Ordinance, 1982 অনুযায়ী বাধ্যতামূলক সমর্পিত পেনশনের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে আনুতোষিক প্রাপ্ত হন। সরকার ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারি কর্মচারীগণের অবসর পরবর্তী জীবনের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান জীবন মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাধ্যতামূলক সমর্পিত পেনশনের বিপরীতে প্রদত্ত আনুতোষিকের হার বৃদ্ধি করে। সে কারণে সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের উক্ত আনুতোষিকের হার বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এমতাবস্থায়, সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের বাধ্যতামূলক সমর্পিত পেনশনের বিপরীতে প্রদত্ত আনুতোষিকের হার বিদ্যমান ২৩০, ২১৫ এবং ২০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে, যথাক্রমে, ২৬০, ২৪৫ এবং ২৩০ টাকায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বিবেচ্য Supreme Court Judges (Leave Pension and Privileges) (Amendment) Act, 2016 প্রণয়ন করা হয়।

১২। রাষ্ট্রপতির অবসরভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪২ নং আইন)

'President's Pension Ordinance, 1979 (Ordinance No.XVIII of 1979)' শীর্ষক অধ্যাদেশটির বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহা সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক যুগোপযোগী করে নতুনভাবে রাষ্ট্রপতির অবসরভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে "**রাষ্ট্রপতির অবসরভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা আইন, ২০১৬**" প্রণয়ন করা হয়।

১৩। বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৩ নং আইন)

সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নকল্পে সহযোগী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ কর্তৃক বৈদেশিক অনুদান গ্রহণক্রমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ordincnce No. XLVI of 1978) এবং Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) এর বিষয়বস্তু একটি অপরটির পরিপূরক বিধায় উহাদের বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিমার্জনপূর্বক বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবকমূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

১৪। জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৪ নং আইন)

বাংলাদেশে সুদীর্ঘকাল থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তৃণমূল পর্যায় হতে শুরু করে সকল পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের সেবা প্রদান করে আসছে। দেশে বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে পাঁচ স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রয়েছে।

জেলা পরিষদ আইনটি ২০০০ সালে প্রণীত হয়। ইতোমধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং জেলা পরিষদ ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জনগণ ও জনপ্রতিনিধিগণের পক্ষ থেকে জেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন করার দাবি উত্থাপিত হয়ে আসছিল। নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা জেলা পরিষদসমূহ পরিচালিত হলে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সফল বাস্তবায়ন হবে। বিদ্যমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এনে জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করে যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বর্তমান আইনটির বিবেচ্য সংশোধনীতে মোট ৯টি ধারার সংশোধন এবং ১টি নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে। একজন ব্যক্তি যাতে একাধিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণ, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের শপথ গ্রহণকালে তাদের পরিচিতির জন্য পিতা বা স্বামীর নামের সাথে মাতার নাম অন্তর্ভুক্তকরণ, উপযুক্ত কোনো আদালত কর্তৃক চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলায় অভিযোগপত্র গৃহীত হওয়া সাপেক্ষে তাঁদেরকে সাময়িক বরখাস্তকরণ, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানগণের জেলা পরিষদ নির্বাচনে ভোট প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি, নির্বাচন পরিচালনা এবং এতৎসংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারের পরিবর্তে নির্বাচন কমিশনকে প্রদান, নির্বাচনী অপরাধসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করার কারণে শাস্তির বিধান, পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ এবং সম্পত্তি হস্তান্তর বা অর্জনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য বিধান সংশোধন ও সংযোজন করে জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

১৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৫ নং আইন)

ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিরাজমান দীর্ঘদিনের একটি সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানকল্পে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আলোকে ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন প্রণয়ন করা হয়। আইন প্রণীত হওয়ার পর হতে কমিশন তার নিয়মিত বৈঠক আহবান করলে কমিশনের উপজাতীয় সদস্যগণ এ আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করে কমিশনের বৈঠকে অব্যাহতভাবে অনুপস্থিত থাকেন। সেই অচলাবস্থা দূর করার জন্য আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এমতাবস্থায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত করণের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৬। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৬ নং আইন)

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর পরিচালনার জন্য এ যাবৎ কোনো আইন প্রণীত হয়নি। সরকারের নির্বাহী আদেশে এ কোর পরিচালনা করা হতো। বর্তমান বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের কার্যক্রমের পরিধি বহুলাংশে বিস্তৃত হওয়ায় এ কোরের জন্য একটি সময়োপযোগী আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর আইনগত কাঠামোয় সংগঠন এবং এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

১৭। বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৭ নং আইন)

কৃষিতে উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন অথবা গবেষণা বা উদ্ভাবন, কৃষি বিষয়ক নতুন দিক নির্দেশনা উদ্ভাবন, কৃষি উন্নয়নের জন্য গবেষণাধর্মী কোনো পুস্তক বা নিবন্ধ প্রকাশ, পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বা নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন অথবা পরিবেশ দূষণ হতে জনজীবন রক্ষায় ভূমিকা পালন, কৃষি উন্নয়নে জৈব প্রযুক্তি, হাইব্রিড উৎপাদন, টিস্যু কালচার, পরিবেশ-বান্ধব এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থায় সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সমবায় সমিতিকে পুরস্কার প্রদান, কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রণোদনা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, তহবিল গঠন ও পরিচালনা এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ সংক্রান্ত আইন করা সমীচীন বিধায় 'The Bangabandhu National Agriculture Award Fund Ordinance, 1976' প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সময়োপযোগী করে উহা রহিতক্রমে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

১৮। বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৮ নং আইন)

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে 'মিডওয়াইফারি নতুন কোর্স চালুসহ সেবা কার্যক্রম' চালু করা এবং সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কতিপয় সংশোধনী প্রয়োজন বিধায় 'The Bangladesh Nursing Council Ordinance, 1983 (Ordincnce No. LXI of 1983)' কে আইনে

পরিণত করার লক্ষ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন, পরিমার্জন , পরিবর্তন ও সময়োপযোগী করে উহা রহিতক্রমে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

১৯। বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৯ নং আইন)

ঢাকা মহানগরীর সাথে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের জনগণের যাতায়াত নির্বিঘ্ন, দ্রুত ও আরামপ্রদ করা এবং জনসাধারণকে স্বল্পব্যয়ে দ্রুত ও উন্নত বাসভিত্তিক গণপরিবহন সেবা প্রদান, বাংলাদেশের প্রথম বিআরটি নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট আইনগত কাঠামো নির্ধারণের লক্ষ্যে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিআরটির জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান রাখা, বিআরটি স্থাপন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের নিমিত্ত সেবা প্রদানকারী ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের ভূমি ও স্থাপনায় কাজ করার সুযোগ, বিআরটি পরিচালনার জন্য বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণ, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিআরটি স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার সুযোগ, বিআরটি পরিচালিত ব্যয় ও জনসাধারণের আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনায় নিয়ে ভাড়া নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ, বিআরটি পরিচালনায় যথাযথ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা, বিআরটি বাস, যাত্রী ও তৃতীয় পক্ষের বাধ্যতামূলক বীমা, আইনের বিধান অমান্যকারী ব্যক্তি, পরিচালনাকারী/কোম্পানি, টিকেট কালোবাজারী, সেবা বিঘ্নকারী, বিআরটি বাস ও যাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নকারী, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী, ইত্যাদির শাস্তি ব্যবস্থা, এই আইন বা বিধির অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ এবং দ্রুত শাস্তি প্রদানের জন্য অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্টের আওতাভুক্ত করা, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

২০। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৫০ নং আইন)

ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য স্থায়ী পুঁজি গড়ে দেয়া এবং পল্লী অঞ্চলের সকল বাড়িকে কৃষি খামারে রূপান্তর করার লক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ০৭ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কাজ পাশাপাশি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করার মাধ্যমে দেশের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য গ্রাম সংগঠন সৃজন, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, তহবিলের যোগান এবং ঋণদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প' এবং 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক' এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

২১। ক্যাডেট কলেজ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১ নং আইন)

Cadet College Ordinance, 1964 দ্বারা বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। এ Ordinance এর প্রস্তাবনায় East Pakistan এবং Islamic Republic of Pakistan, ইত্যাদির উল্লেখ ছিল যা বাংলাদেশের সংবিধান ও স্বাধীন সত্তার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, Bangladesh (Adaptation of Existing Laws) Order, 1972 এবং তৎপরবর্তীতে Bangladesh Laws (Revision and Declaration) Act, 1973 দ্বারা বিদ্যমান সকল আইনের প্রয়োজনীয় অভিযোজন হওয়া সত্ত্বেও উল্লিখিত অধ্যাদেশে পূর্ব পাকিস্তান ও পাকিস্তান নামীয় অভিব্যক্তিসমূহ অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। উপরে বর্ণিত কারণে এবং সময়ের বিবর্তনে আবশ্যক প্রতীয়মান হওয়ায় ক্যাডেট কলেজ কেন্দ্রীয় পরিষদ ও ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদ-এর গঠন কাঠামো পুনর্গঠন করা এবং হালনাগাদকরণের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশটি প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক বাংলায় ক্যাডেট কলেজ আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

২২। বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২ নং আইন)

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ একটি দেশ। বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদের অংশীদার (Party) হিসেবে বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উহার উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার, জীবসম্পদ ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ব্যবহার হতে প্রাপ্ত সুফলের সুষ্ঠু ও ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতকরণে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটি গঠন, কৌলিসম্পদ (Genetic Resources) বা জীবসম্পদ হতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বণ্টন, জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে তহবিল গঠন ও জাতীয় কমিটি কর্তৃক হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ, অনুমোদন ব্যতীত আমাদের দেশীয় জীববৈচিত্র্যের সুফল অন্যত্র স্থানান্তরে দন্ড প্রদান, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উহার উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার, জীবসম্পদ ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ব্যবহার হতে প্রাপ্ত সুফলের সুষ্ঠু ও ন্যায্য হিস্যা বণ্টন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

২৩। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৩ নং আইন)

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে Civil Aviation Authority Ordinance, 1985 এর প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মর্যাদা উন্নীত করার লক্ষ্যে নতুন কতিপয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

২৪। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৪ নং আইন)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পল্লী উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ প্রতিষ্ঠান নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কৃষির আধুনিকীকরণ ও নানাবিধ সামাজিক সমস্যা সমাধানে তথা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অনেক মডেল সৃষ্টি করেছে, যা দেশে-বিদেশে অধিকতর সমাদৃত হয়েছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ‘বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি’ কে আরও শক্তিশালী, সময়োপযোগী ও সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে এর আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা প্রয়োজন। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা রাখা এবং একাডেমির আইনি কাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

২৫। পাট আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৫ নং আইন)

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসা বিধিবদ্ধকরণ ও উন্নতি সাধন, পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ী, কাঁচা ও পাকা প্রেস মালিকগণকে লাইসেন্স প্রদান, পাট ব্যবসা ও পাট শিল্প সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং পাটের উপ-কর ধার্য, পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি, চাষ সম্প্রসারণ, গুণগত মান উন্নয়ন, পাট শিল্পের বিকাশ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত যথাবিহিত বিধান সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে Jute Ordinance, 1962 প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জন করে নতুন আকারে বাংলা ভাষায় পাট আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

২৬। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৬ নং আইন)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাল্যবিবাহ নিরোধের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ১৯৭৯ ও শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ এর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে এবং শিশু আইন, ২০১৩ এ বর্ণিত শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান ''বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯'' রহিতপূর্বক যুগোপযোগী করে ''বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭'' প্রণয়ন করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ সারা বিশ্বের জন্য একটি উদ্বেগের বিষয়। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এ সমস্যাটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বাল্যবিবাহ মানবাধিকারের একটি সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বাল্যবিবাহ প্রজনন স্বাস্থ্যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এর ফলে মাতৃ মৃত্যু, শিশু মৃত্যু প্রকট আকার ধারণ করেছে। আমাদের দেশের মানুষও বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জানেন কিন্তু মানেন না। এ প্রেক্ষাপটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত গার্লস সামিটে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নিচে বয়সীদের বিবাহের হার শূন্যে, ১৫-১৮ বছর বয়সীদের বিবাহের হার এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু বাল্যবিবাহ বন্ধে একটি যুগোপযোগী আইন থাকা অত্যন্ত জরুরি।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন, কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিকে বাল্যবিবাহ বন্ধে সাধারণ ক্ষমতা প্রদান, বাল্যবিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য শাস্তির বিধান, বাল্যবিবাহ করার জন্য শাস্তির বিধান, বাল্যবিবাহের সহিত সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতাসহ অন্যান্য ব্যক্তির শাস্তির বিধান, বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করার শাস্তির বিধান, অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বাল্যবিবাহের সাথে সম্পৃক্ত হবেন না এবং বাল্যবিবাহ বন্ধে উদ্যোগী হওয়ার শর্তে বাল্যবিবাহের অভিযোগ হতে অব্যাহতির জন্য মুচলেকা বা দণ্ডের শর্তানুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান, বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের জন্য শাস্তি এবং লাইসেন্স বাতিলের বিধান, বাল্যবিবাহ বন্ধে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ প্রয়োগের বিধান অন্তর্ভুক্ত করে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

২৭। ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৭ নং আইন)

ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৪ নং আইন) দ্বারা আনসার ব্যাটালিয়ন গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আনসার ও ভিডিপি সংগঠনের জনবল কাঠামোতে ৩৭ টি পুরুষ ও ২টি মহিলা আনসার ব্যাটালিয়নসহ ৩৯ টি আনসার ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন পদবির মোট পদ সংখ্যা ১৫৭৬৪টি। ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকরি স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ এর ৬ ধারার পর ২০০০ সালে ৬ক ধারা সংযোজন করে অঙ্গীভূত ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের মধ্যে যাদের চাকরির মেয়াদ ১৫(পনের) বছর বা তদূর্ধ্ব,তাদেরকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বপদে স্থায়ীভাবে নিয়োগের বিধান রাখা হয়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে ১৫ (পনের) বছরের স্থলে ১২ (বার) বছর এবং ২০১০ সালে ১২ (বার) বছরের স্থলে ৯(নয়) বছর করা হয়। উক্ত সংশোধনীর আলোকে ইতোমধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পদবির মোট ১৪৫৩২ (চৌদ্দ হাজার পাঁচশত বত্রিশ) জন অঙ্গীভূত ব্যাটালিয়ন অনসারদের স্থায়ীকরণ করা হয়েছে এবং ১২৩২(এক হাজার দুইশত বত্রিশ) জন অঙ্গীভূত ব্যাটালিয়ন আনসার অবশিষ্ট রয়েছে।

অঙ্গীভূত ব্যাটালিয়ন আনসার অন্যান্য শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণের ন্যায় নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগকৃত হয় এবং তাদেরকে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তবে অন্যান্যদের মতো ২ (দুই) বছর সন্তোষজনক চাকরির পর তাদের চাকরি স্থায়ী হয় না বরং বিদ্যমান আইনের বিধান অনুযায়ী অঙ্গীভূত হিসেবে দৈনিক ভাতাদির ভিত্তিতে ৯ (নয়) বছর পর স্কেলভিত্তিক স্থায়ী পদে নিয়োগ দেয়া হয়।

বর্তমান সরকার বর্ণিত আইনে বিদ্যমান ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের অঙ্গীভূত ও স্কেলবিহীন চাকরির মেয়াদ ৯ (নয়) বছর থেকে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) আইন, ২০১৬ এ ধারা ৬ক অধিকতর সংশোধন করে ব্যাটালিয়ন সদস্যদের অঙ্গীভূত ও স্কেলবিহীন চাকরির মেয়াদ ৯ (নয়) বছর এর পরিবর্তে ৬ (ছয়) বছরে কমিয়ে আনা, ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

২৮। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৮ নং আইন)

উন্নয়ন অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা পরিচালনা ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে Bangladesh Institute of Development Studies Act, 1974 রহিতক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক সময়োপযোগী করে নতুনভাবে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

২৯। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৯ নং আইন)

উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে দেশের সরকারি ও বেসরকারি সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা কার্যক্রমের অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানসহ উহার প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম সমাধানের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উদ্ভূত হওয়ায় অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

৩০। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১০ নং আইন)

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আন্তর্জাতিক নৌপথে বাণিজ্যিক জাহাজ পরিচালনাকারী একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালে এ কর্পোরেশনের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পণ্যসহ জ্বালানি, সার, খাদ্যশস্য পরিবহণ ছাড়াও জাতীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ, দক্ষ ও সাশ্রয়ী নৌ-বাণিজ্যিক সেবা প্রদান এবং নৌ-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ও এর সহযোগী সকল কার্যসম্পাদন কর্পোরেশনের অন্যতম দায়িত্ব। উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

৩১। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১১ নং আইন)

পারমাণবিক কলাকৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণার মাধ্যমে আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী শস্যের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই ও উৎপাদনশীল একটি কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করে, মাটি ও পানির আধুনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে শস্যের গুণগতমানের উন্নতি ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা, রোগ ও পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং তার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পারমাণবিক কৃষি গবেষণা অপরিহার্য বিবেচনায় কৃষিক্ষেত্রে পারমাণবিক গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture Ordinance, 1984 (Ordinance No II of 1984) অধ্যাদেশটি প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন ও সময়োপযোগী করে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

৩২। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১২ নং আইন)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) দেশের বৃহত্তম বহুবিধ ফসল গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান দানা জাতীয় শস্য, সবজি, কন্দাল ফসল, ডাল ও তৈলবীজ, মসলা, ফল ও ফুলসহ মোট ২০৬টি ফসলের উপর গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিএআরআই এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের ৪৭১ টি উচ্চ ফলনশীল জাত এবং ৪৫২টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তিসহ মোট ৯২৩ টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাত এবং আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উহার ব্যবহারের ফলে দেশে খাদ্যশস্যসহ সবজি, ফল, তেল ও ডাল ফসলের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের কৃষি

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি গবেষণা অপরিহার্য বিবেচনায় কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে Bangladesh Agricultural Research Institute Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXII of 1976) রহিতক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন ও সময়োপযোগী করে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

৪.৫ বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াবলি

১। ভূমিকা:

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর ২০০৯-১০ অর্থ-বছর হতে এ বিভাগ কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেজের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করে এ বিভাগের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদের ব্যবহারকে সরকারের কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের আয় ও ব্যয় প্রাক্কলন ও পরবর্তী দুটি অর্থ বছরের প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করা হয়েছে। এমটিবিএফ- এর আওতায় এ বিভাগ ও সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আইন কমিশনের স্ব স্ব বাজেট কাঠামো সংযুক্তক্রমে এমটিবিএফ প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সরকারের নীতি-কৌশলের সাথে বাজেট বরাদ্দ এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের সাথে কর্মকৃতির যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রূপকল্প-২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার যে বিষয়গুলোর ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছে সেগুলো হচ্ছে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস, মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অন্যান্য অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, পল্লী উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারকে বাড়িয়ে প্রকৃত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই সার্বিক উন্নয়ন করা। এ বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিভাগের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বাজেট প্রণয়ন:

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থ-বছরের বাজেট প্রণয়নের দুটি ধাপ আছে, যা নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) অর্থ-বছরের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ; এবং
(খ) সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন।

(১) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণে (এমটিবিএফ) পদ্ধতির অনুসরণ:

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং সরকারের কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন নিশ্চিত করার নিমিত্ত মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতিতে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া তিনটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত যথা: কৌশলগত পর্যায়, প্রাক্কলন পর্যায় এবং বাজেট অনুমোদন পর্যায়। কৌশলগত পর্যায়ের প্রথম ধাপে এ বিভাগ এবং সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আইন কমিশনের বিদ্যমান বাজেট কাঠামো হালনাগাদ করা

হয়েছে। পরবর্তীতে অর্থ বিভাগের বিবৃত প্রক্রিয়া/পদ্ধতি অনুসরণ করে স্ব-স্ব বাজেট কাঠামো সংশোধন/হালনাগাদ করে অর্থ বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর অংশ হিসেবে মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি, কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যসমূহ, দারিদ্র নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য, অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ, মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ (২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের), অপারেশন ইউনিট ওয়ারী ব্যয়, অর্থনৈতিক গ্রুপ কোড ওয়ারী ব্যয়, প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI), রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাথমিক প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, ব্যয়সীমা, সাম্প্রতিক অর্জন কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা, অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্প ওয়ারী মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন, প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, ইত্যাদি সংযোজনক্রমে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন প্রণয়নে (এমটিবিএফ) পদ্ধতির অনুসরণ:

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতির আওতায় এ বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বাজেট সুষ্ঠু ও সময়মত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের বিবৃত নীতিমালা/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন অবশ্যই মূল বাজেটে প্রদর্শিত মোট ব্যয়সীমার মধ্যে সংকুলানযোগ্য করা হয়েছে। এ বিভাগের নীতি ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের মূল বাজেটে প্রদর্শিত মোট ব্যয়সীমার মধ্যে সংকুলান সাপেক্ষে এ বিভাগ এবং সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আইন কমিশনের বিভিন্ন অপারেশনাল ইউনিট অথবা আইটেমের বরাদ্দ হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সংশোধিত ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রণয়নকালে অনুমোদিত মূল বাজেটে প্রদর্শিত মোট উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে কোনো অর্থ অব্যয়িত থাকবে বলে অনুমিত হলে উক্ত অব্যয়িত অর্থ কোনোক্রমেই অনুন্নয়ন বাজেটে স্থানান্তর করা যাবে না মর্মে অর্থ বিভাগের নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত ফরম-১ ব্যবহার করা হয়েছে, এক্ষেত্রে সাধারণভাবে গত দুই অর্থ-বছরের প্রথম ছয় মাসের এবং চলতি অর্থ-বছরের প্রথম তিন মাসের রাজস্ব আদায়ের ধারা বিবেচনাপূর্বক তার ভিত্তিতে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কোনো আইটেমের আদায়ের হার বৃদ্ধি করা হয়ে থাকলে পুনর্নির্ধারিত হারে সম্ভাব্য অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের বিষয়টিও বিবেচনায় রেখে প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে তা প্রতিফলিত করা হয়েছে। পাশাপাশি অনুন্নয়ন ব্যয়ের (কর্মসূচি ব্যতীত) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রণয়নকালে নির্ধারিত ফরম-২ ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণভাবে বিগত দুই অর্থ-বছরের (২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬) প্রথম ছয় মাসের এবং চলতি অর্থবছরের (২০১৬-১৭) প্রথম তিন মাসের প্রকৃত ব্যয়ের ধারা বিবেচনাপূর্বক তার ভিত্তিতে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। কেবল কর্মকর্তাগণের বেতন ভাতা এবং প্রতিষ্ঠান কর্মচারীগণের বেতন ভাতা খাতে ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের ০৩ মাসের প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্য বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সরবরাহ ও সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত কোনো আইটেমের বরাদ্দ বৃদ্ধি না করে মূল বাজেটে সংস্থান ছিল না এমন কোনো সম্পদ সংগ্রহের জন্য সংশোধিত বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি।

৩। **২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের চিত্র:-**

(1) **২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে, (সংশোধিত বাজেট মোতাবেক) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের চিত্র নিম্নরূপ, যথা:-**

বিবরণ	2016-17 **অর্থ-বছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ**
অনুন্নয়ন	23,29,18,000
উন্নয়ন	2,67,00,000

মোট	25,96,18,000/-

(2) 2016-17 অর্থ-বছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ অপারেশনাল কোড অনুযায়ী সচিবালয় ও সংযুক্ত দপ্তরের বিভাজন নিম্নরুপ, যথা:-

দপ্তরের নাম	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে দপ্তরওয়ারী বরাদ্দকৃত অর্থ	
	প্রাক্কলন ও বাজেট (অনুন্নয়ন)	প্রাক্কলন ও বাজেট (উন্নয়ন)
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১১,৮৩,৩৩,০০০	2,67,00,000
আইন কমিশন	৪,৪৯,৪৫,০০০	-
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	৬,৯৬,৪০,০০০	-
সর্বমোট	23,29,18,000/-	2,67,00,000/-

৪। **রাজস্ব আহরণ পরিকল্পনা:-**

এ বিভাগের সকল অর্থ-বছরের বাজেটে বিভিন্ন আইটেমের বিপরীতে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে কোয়ার্টারভিত্তিক রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিভাগের বিপরীতে ধার্যকৃত কার্যক্রমের সাথে সরাসরি কোনো রকম জনসম্পৃক্ততা নেই, তবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আইন প্রণয়নসহ এতদ্বিষয়ক কার্যক্রমে এ বিভাগ সহায়তা প্রদান করে আসছে। উক্ত কাজগুলি নিতান্তই কারিগরি ও বিশেষায়িত সেবামূলক কাজ। তাই তেমন কোনো আয়ের উৎস নেই। তথাপিও কর ব্যতীত প্রাপ্তি সংক্রান্ত বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এ বিভাগের বাজেট শাখা কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫। **ব্যয় পরিকল্পনা:-**

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের আওতাধীন বিভিন্ন অপারেশন ইউনিট এবং কর্মসূচির কোয়ার্টারভিত্তিক ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উহার ধারাবাহিকতায় অনুন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অপারেশন ইউনিট ও রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি এবং উন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে সকল প্রকল্পের জন্য ব্যয় পরিকল্পনাও পৃথকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। **বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা:-**

এ বিভাগের বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি সার্বিকভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াতে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছর হতে বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan, BIP) প্রবর্তন করা হয়েছে। এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের শুরুতেই একটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর আলোকে অর্থ-বছরের শুরুতেই বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এ বিভাগের প্রণীত উক্ত পরিকল্পনার বিপরীতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭। **বাজেট কাঠামো প্রণয়ন:-**

এ বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর অংশ হিসেবে মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি, কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যসমূহ, দারিদ্র নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য, অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ, মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, অপারেশন ইউনিট ওয়ারী ব্যয়, অর্থনৈতিক গ্রুপ কোড ওয়ারী ব্যয়, প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI), রাজস্ব প্রাপ্তির

প্রাথমিক প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, ব্যয়সীমা, সাম্প্রতিক অর্জন কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা, অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্প ওয়ারী মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন, প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, ইত্যাদি সংযোজনক্রমে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ক) এ বিভাগ বর্তমানে কম্পিউটারভিত্তিক মাল্টিমডিউল ডাটাবেজের মাধ্যমে বাজেট প্রণয়ন করছে। সরকারের নীতি, উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন, সরকারি দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মপ্রকৃতির মূল্যায়নের লক্ষ্যে কর্মপ্রকৃতি ও ফলাফল নির্দেশক এবং বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এ বিভাগ যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট সুষ্ঠুভাবে সময়মত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে অপরিকল্পিত সরকারি ঋণ এড়ানো এবং ঋণজনিত ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়। এ সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এ বিভাগ বাজেটের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থবছরের শুরুতেই একটি বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং যথাযথভাবে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং বাজেট বাস্তবায়ন নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।

(খ) **রাজস্ব আহরণ পরিকল্পনা:-** এ বিভাগের সকল অর্থ-বছরের বাজেটে বিভিন্ন আইটেমের বিপরীতে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে কোয়ার্টারভিত্তিক রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিভাগের বিপরীতে ধার্যকৃত কার্যক্রমের সাথে সরাসরি কোনো রকম জনসম্পৃক্ততা নেই, তবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আইন প্রণয়নসহ এতদ্বিষয়ে কার্যক্রমে এ বিভাগ সহায়তা প্রদান করে আসছে। উক্ত কাজগুলি নিতান্তই কারিগরি ও বিশেষায়িত সেবামূলক কাজ তাই তেমন কোনো আয়ের উৎস নেই। তথাপিও কর ব্যতীত প্রাপ্তি সংক্রান্ত বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এ বিভাগের বাজেট শাখা কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে।

(গ) **ব্যয় পরিকল্পনা:-** উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের আওতাধীন বিভিন্ন অপারেশন ইউনিট এবং কর্মসূচির কোয়ার্টারভিত্তিক ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উহার ধারাবাহিকতায় অনুন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে সকল অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ অপারেশনাল ইউনিট ও রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি এবং উন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে সকল প্রকল্পের জন্য ব্যয় পরিকল্পনাও পৃথকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে সম্যক ধারণা:

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফল ভিত্তিক (results-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (**Performance Management System**) চালু রয়েছে। সরকারের রূপকল্প (vision) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশেরও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (**Government Performance Management System-GPMS**) আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (**Annual Performance Agreement-APA**) স্বাক্ষর করেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি এবং কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি হিসাবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব মন্ত্রণালয় তথা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার (development priorities),

বিশেষত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং Allocation of Business ও মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য, এগুলি অর্জনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রা (Targets) বিধৃত থাকে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুমোদন করেন। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের সুবিধার্থে একটি নীতিমালা (Guidelines for **Annual Performance Agreement**) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, অনুসরণীয় প্রক্রিয়া ও সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের সুবিধার্থে একটি সফটওয়্যার (**Annual Performance Agreement Management System-APAMS**) প্রস্তুত করেছে।

৯। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন:

বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০২১-এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষতা এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করত নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে এবং যথারীতি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে উহা আপলোড করা হয়েছে। এ চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মূলত এ বিভাগের কার্যক্রমকে পদ্ধতি নির্ভর থেকে ফলাফল নির্ভর করার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, এ পদ্ধতির মাধ্যমে সার্বিক কর্মসম্পাদনের নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নার্থে সহযোগী হিসেবে যোগসূত্র স্থাপন করে এমন বিষয়সমূহের উল্লেখে যেমন-রূপকল্প, অভিষ্ট লক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল, প্রভাব, লক্ষ্যমাত্রা, কর্মসম্পাদন সূচক, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, পরিমাপ পদ্ধতি, সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদা, মূল্যায়ন পদ্ধতি, সম্পাদন প্রক্রিয়া, সময়সূচি, দাখিল প্রক্রিয়া ও বৎসরান্তে মূল্যায়নের উদাহরণসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। উক্ত চুক্তির গর্ভে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদনসহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন:-

(ক) **সিটিজেনস চার্টার প্রণয়ন:** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে এ বিভাগের সিটিজেনস চার্টার প্রণয়নপূর্বক যথাযথভাবে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

(খ) **ইনোভেশন টিম গঠন:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুসারে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে এ বিভাগে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।

(গ) এ বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়নপূর্বক ইতোপূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রেরণ করা হয়েছে। উহার ধারাবাহিকতায় নিয়মিত কোয়ার্টার ভিত্তিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।

(ঘ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS) এর মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে কোনো অভিযোগ পাওয়া

যায়নি। তবে, ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে একটি অভিযোগ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে অভিযোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধিভুক্ত বিধায় উহা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১০। চুক্তির অধীন বাস্তবায়িত ও গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ উপরি-উক্ত বিষয়সমূহের গুরুত্ব অনুধাবনে এতৎসংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণপূর্বক এ বিভাগ কর্তৃক ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। চুক্তিতে বিধৃত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের সহায়ক হিসেবে ইনোভেশন টিম গঠন, জিআরএসপি ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন, তথ্য অধিকার ও স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র বাজেট শাখাসহ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখা গঠন, সিটিজেনস চার্টার প্রণয়ন, তথ্যপ্রকাশি নির্দেশনা প্রণয়ন, সেবার মান সহজীকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ ই-সেবা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১১। এক নজরে ইতোপূর্বে সম্পাদিত চুক্তির মূল্যায়ন: এ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে বিধৃত ওয়েট অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যাবলির প্রকৃত বাস্তবায়নের বিপরীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত প্রাপ্ত নম্বর হিসেবে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এ বিভাগ কর্তৃক অর্জিত নম্বর হলো-৯৫.৪, ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে অর্জিত নম্বর হলো-৯২ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে অর্জিত নম্বর হলো-৯০.৪।

৪.৬ আইসিটি সেল সম্পর্কিত বিষয়াবলি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত। দ্রুত উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা, দ্রুত পরিকল্পনা প্রণয়ন, সেবা প্রদান, ইত্যাদির মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার তথা ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

প্রতিবেদনাধীন সময়ে (২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে) আইসিটি সেল কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

ল'জ অব বাংলাদেশ

বর্তমান সরকারের ঘোষিত ভিশন-২০২১ এর আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক নিয়ামক হিসাবে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতসহ এটুআই'র নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সেবাসমূহ দ্রুত সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সে লক্ষ্য পূরণে এ বিভাগের আইসিটি সেল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ''ল'জ অব বাংলাদেশ'' (http://bdlaws.minlaw.gov.bd/)" এমন একটি Dynamic website(পরিশিষ্ট-৪ ওয়েবসাইটের চিত্র), যেটা বাংলাদেশের প্রচলিত সকল আইনের একটা বিশাল online ভান্ডার। কোনো আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশ অথবা একটি অংশ, অধ্যায় এবং ধারা দেখার জন্য ''ল'জ অব বাংলাদেশ'' ওয়েব পেইজ 'অনুসন্ধান' মেনু যার মাধ্যমে একটি অনুসন্ধান প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়েছে । হোম পেজ থেকে ''ল'জ অব বাংলাদেশ'' এ ক্লিক করে সার্চ অপশন সম্বলিত পেজে এসে বিভিন্ন সার্চ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে কোনো আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশ বা এর অন্যান্য অংশকে খুঁজে বের করা যায়। এছাড়াও ''ল'জ অব বাংলাদেশ'' এ পিডিএফ ফরম্যাটে বাংলাদেশ কোড সংরক্ষণ করা হয়েছে । এখান থেকে একজন ব্যবহারকারী তার চাহিদামত সর্বশেষ প্রকাশিত আইনসহ সকল আইন দেখতে পারেন এবং সফট্‌কপি ডাউনলোড করতে পারেন। এটাই বাংলাদেশের আইনের একমাত্র web portal যা প্রতিদিন প্রায় ৩৫,০০০-৪০,০০০ বার search হয়ে থাকে। মূলত ১০ টি প্রক্রিয়ায় 'লজ অব বাংলাদেশ' এর যে কোনো অংশকে খুঁজে বের করা যায়। প্রক্রিয়াগুলো হচ্ছে - (১)

উম্মুক্ত অনুসন্ধান, (২) সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, (৩) আইন নম্বর, (৪) বছর, (৫) ভাগ, (৬) অধ্যায়, (৭) ধারা, (৮) দ্রুত অনুসন্ধান, (৯) আইনের বর্ণানুক্রমিক সূচি, এবং (১০) কালানুক্রমিক সূচি ।

উম্মুক্ত অনুসন্ধান (Free Text)

এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় ইনপুট বক্সে লেখা টেক্সটিকে সকল ধারার মধ্যে খোঁজ করে আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশের একটি তালিকা প্রদর্শন করে যার মধ্যে টেক্সটি পাওয়া যায়। যেমন - যদি 'নিরাপদ খাদ্য বা শিশু সংক্রান্ত' টেক্সটি অনুসন্ধান করতে হয়, তাহলে 'উম্মুক্ত অনুসন্ধান' ইনপুট বক্সে তা লিখে Submit এ ক্লিক করতে হবে। তখন একটি রিপোর্ট দেখা যাবে যেখানে আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশের একটি তালিকা প্রদর্শিত হবে, যেগুলোর এক বা একাধিক ধারার মধ্যে উক্ত টেক্সটি পাওয়া যাবে।

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুসন্ধান বক্সে লেখা সম্পূর্ণ টেক্সটি সকল আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশের শিরোনামের মধ্যে খোঁজ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ: ধরা যাক, অর্থ আইন টেক্সটি 'সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ইনপুট বক্সে লেখা হল, অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টেক্সটিকে অবিকলভাবে যে সকল আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশের শিরোনামের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে তার তালিকা স্ক্রীনে প্রদর্শিত হবে।

আইন নম্বর

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুসন্ধান বক্সে একটি আইন নম্বর এন্ট্রি করে ঐ নম্বর সম্বলিত প্রত্যেকটি আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশ খোঁজ করা যায়। একইভাবে কোনো আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশের বছর, ভাগ, অধ্যায় ও ধারার নাম লিখেও খোঁজ করা যায়। অন্যান্য অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশের বিভিন্ন স্তরে একটি টেক্সকে অথবা একটি শব্দকে খোঁজ করা যায়।

অগ্রসর অনুসন্ধান

এই প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশকে 'ভলিউম নং', 'বছর' 'আইন নম্বর' এবং 'ধারা নং' এন্ট্রি করে দেখা যাবে। যদি 'ল'জ অব বাংলাদেশ' সম্বন্ধে মোটামুটিভাবেও জানা থাকে অর্থাৎ একটি আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশ এর সাল (বছর), নম্বর জানা থাকে, তবে তা নির্দিষ্ট এন্ট্রি বক্সে লিখে 'অনুসন্ধান' বাটনে ক্লিক করলে ঐ আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশটি পাওয়া যাবে। যদি বছর, আইন নম্বর এবং ধারা নম্বর জানা থাকে তাহলে নির্দিষ্ট বক্সে এন্ট্রি করে তাৎক্ষণিক ঐ ধারাটি দেখা যাবে। এইভাবে আরো কয়েক প্রকারে দ্রুত অনুসন্ধান করা যায়। যেমন-

(1) ভলিউম ২৭-এ ১৯৮৮ সালের সকল আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশ দেখতে চাইলে 'ভলিউম' এবং 'বছর' নামক বক্সে তা এন্ট্রি করে 'অনুসন্ধান' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

(2) ১৯৮৮ সালের ১নং আইনের ৩ নং ধারা দেখতে হলে 'বছর' 'আইন নং' এবং 'ধারা নং' নামক বক্সে তা এন্ট্রি করে ' অনুসন্ধান' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

(3) কেহ একটি ধারা সম্পর্কে জানতে চান কিন্তু আপনার ধারা নম্বার জানা নেই। তবে 'ভলিউম' অথবা 'আইনের বছর' এবং 'আইন নম্বর' জানা আছে তাহলে নির্দিষ্ট বক্সগুলোতে তা এন্ট্রি করে কাঙ্ক্ষিত ধারাটি ঐ আইনের ধারাগুলোর ডিসপ্লে লিস্টের মধ্যে পাওয়া যাবে।

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বাংলা ও ইংরেজি ভলিউমগুলোর প্রতিটি আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশের সংক্ষিপ্ত শিরোনামের একটি তালিকা প্রদর্শিত হবে যার প্রথম অক্ষরের সাথে বর্ণানুক্রমিকভাবে সূচিপত্রের মনোনীত বর্ণটির মিল থাকে। যেমন- "চ" বর্ণটিতে ক্লিক করলে কয়েকটি আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম দেখা যাবে যেখানে ''চ'' অক্ষর সম্বলিত শিরোনামের একটি তালিকা প্রদর্শিত হবে ।

কালানুক্রমিক সূচি

এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৮৩৬ খ্রি. থেকে ২০১৩ খ্রি. পর্যন্ত সকল আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশের মোট ৪৪টি সূচি একটি তালিকায় প্রদর্শিত করা আছে। যে কোনো একটি সূচিতে ক্লিক করলে সূচিতে উল্লিখিত বিভিন্ন বছরের আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদর্শিত হবে। এই তালিকার যে কোনো একটি শিরোনামকে পুনরায় ক্লিক করে ঐ আইন, অধ্যাদেশ বা রাষ্ট্রপতির আদেশের বিভিন্ন ধারা দেখা যাবে।

হালনাগাদকৃত আইন জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করা একটি চলমান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ওয়েবসাইটে সহজে আইন প্রাপ্তির ফলে সর্বস্তরে আইনের চর্চা ও কার্যকর প্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে জনগণ আইনের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হতে পারবেন। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আইনের এই সহজলভ্যতা বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনন্য অবদান রাখবে। সর্বোপরি, আইনের অভিগম্যতার অবারিত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে যা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে একটি অনন্য সাফল্য।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আইনের সংখ্যা নিম্নরূপ:

ক্র: নং	সময়কাল	ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আইনের সংখ্যা
১	১ জুলাই, ২০১৬ ইং তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত প্রণীত আইন	৩৬ (ছত্রিশ)টি

ল'জ অব বাংলাদেশ আপগ্রেডেশন:

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট (BGD e Gov CIRT) নির্দেশনার আলোকে বর্তমান ব্যবহৃত লজ অব বাংলাদেশ (http://bdlaws.minlaw.gov.bd) ওয়েবসাইটটির হ্যাকিং প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারসহ website টিকে অধিক interactive ও Userfriendly করার কাজ চলমান রয়েছে।

ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম সরকারের ''ডিজিটাল বাংলাদেশ'' রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের একই প্লাটফর্মে প্রায় ২৫০০০ ওয়েবপোর্টাল নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের অধীন এ বিভাগের web portal প্রস্তুত করা হয়েছে। এ বিভাগের ওয়েবসাইট (www.legislativediv.gov.bd)-এ বিভাগের অভ্যন্তরীণ তথ্য যথা: দাপ্তরিক নোটিশ, পাসপোর্টের নিমিত্ত NOC, বিদেশ ভ্রমনের GO, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, সিটিজেন চার্টার, বাজেট, তথ্য অধিকার ও অন্যান্য সেবাসহ দাপ্তরিক সকল তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয় যা পরিশিষ্ট-৪ ওয়েবসাইটের চিত্রে পরিলক্ষিত হয়।

LAN (Local Area Network) স্থাপন ও ইন্টারনেট সংযোগ

তথ্য ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতে এ বিভাগে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহারের লক্ষ্যে BTCL থেকে সচিবালয়ের অভ্যন্তরে (৪ নং ভবনে) 22 (Twenty Two) Mbps full duplex ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়া হয়েছে। উক্ত ২২ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ, ভাইরাস পোর্ট ব্লক, ওয়েব সাইট একসেস নিয়ন্ত্রণ এবং লগ ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি কার্যাবলি সঠিকভাবে সম্পন্ন করে এ দপ্তরের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে একটি অত্যাধুনিক CCR ১০১৬ Mikrotik রাউটার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও এ বিভাগের পরিবহন পুল ভবনে 10 (ten) Mbps full duplex broadband-এর নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়েছে এবং Local Area Network (LAN) স্থাপন করা হয়েছে।

এন্টিভাইরাস

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS (Server Based) ব্যবহারের মাধ্যমে এ বিভাগের কম্পিউটারসমূহ ভাইরাসমুক্ত রাখা হয়।

মেইল সার্ভার

এ বিভাগের ৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণের legislativediv.gov.bd ডোমেইন এর অধীন ই-মেইল এড্রেস রয়েছে। ই-মেইল এর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন ও তথ্য আদান প্রদান করা সহজতর হয়েছে।

ইনোভেশন টিম

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুসারে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে এ বিভাগে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। প্রতিমাসে ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্দেশনা অনুযায়ী ইনোভেশন টিমসমূহের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া এ বিভাগের কর্মকর্তাগণের নিকট হতে প্রাপ্ত ইনোভেশন আইডিয়া ইনোভেশন টিমের সভায় উপস্থাপন করে গুরুত্ব বিবেচনা করে উহা বাস্তবায়নের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে বর্তমান সরকারের রূপকল্প: ভিশন ২০২১ এর আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে, দেশের সকল উপজেলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সরাসরি কথোপকথনের জন্যে এবং একসাথে একাধিক সভা/অনুষ্ঠান সম্পন্নের উদ্দেশ্যে ইনফো-সরকার প্রকল্প থেকে এ বিভাগে ভিডিও কনফারেন্স ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

ই-সেবা ও ই-ফাইলিং কার্যক্রম

স্বল্প সময়ে বিনা ভোগান্তিতে জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (A2I) Programme এ বিভিন্ন ই-সার্ভিস বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সেবার মধ্যে অন্যতম হলো সরকারি সকল অফিসে ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে নথি ব্যবস্থাপনা করা। তারই ধারাবাহিকতায় এ বিভাগে ১ জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়। ধীরে ধীরে জনগুরুত্ব বিবেচনা করে এ বিভাগের প্রত্যেকটি শাখার মাঝে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থার (GRS) প্রবর্তন

জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (GRS) নামে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত কেন্দ্রিয় অভিযোগ ব্যবস্থাপনার একটি অনলাইন প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে যে কেউ সহজেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ উপস্থাপন করতে পারে। তারই প্রেক্ষিতে এ বিভাগের ওয়েবসাইটে GRS এর লিঙ্ক (grs.gov.bd) সংযুক্ত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে যে কোনো অসন্তোষ বা অভিযোগ এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা যায়। উল্লেখ্য প্রতিমাসে এ বিভাগ হতে GRS সংক্রান্ত রিপোর্ট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হয়।

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA)

সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিধৃত রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এ বিভাগের ওয়েবসাইটে (gpmsnew.bcc.gov.bd) সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ বিভাগ উক্ত Software ব্যবহার করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করে।

৪.৭ অনুবাদ সম্পর্কিত বিষয়াবলি

অনুবাদ অনুবিভাগ- প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট:

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে অর্জিত স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণক্রমে সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা ও আইনের শাসন

প্রতিষ্ঠা করা। উন্নত ও সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনের জন্য সুসংহত আইনি কাঠামো অপরিহার্য। এলক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছায় তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত হয় জনগণের দলিল 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান'। এ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২) অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় ইংরেজি ভাষায় প্রণীত বিদ্যমান আইনসমূহ অভিযোজনের মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ প্রণীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষায় আইন প্রণয়নের ধারা অব্যাহত ছিল।

ইংরেজি ভাষায় প্রণীত এ সকল আইন বাংলাদেশের জণগণের নিকট বোধগম্য নয়। অথচ মাতৃভাষায় আইন প্রাপ্তি জনগণের মৌলিক অধিকার এবং আইন আদালতের ভাষা মাতৃভাষা হবে এটাই কাম্য। স্বাধীনতার ২৭ বছর পর ১৯৯৮ সালের ১ মার্চ ঢাকায় বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমাদের পবিত্র সংবিধানে আছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ আর প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। সুপ্রীম কোর্টসহ দেশের সকল আদালতই এই প্রজাতন্ত্রের আদালত। ...সম্মানিত বিচারকগণ ও বাঙালি, বিজ্ঞ আইনজীবীগণ বাঙালি এবং বিচারপ্রার্থীগণও ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে বাঙালি। সকল আদালত কর্তৃক ঘোষিত রায় বাংলা ভাষায় হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। মুষ্টিমেয় লোকের জন্য এই বিচার ব্যবস্থা নয়...।"

বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য "আইনের শাসন ও আইনের মাধ্যমে উন্নয়ন"। তবে এ লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে আইনের ভাষা একটি বড় অন্তরায়, কারণ আমরা ভাষার মাধ্যমে আইনের বিধান উপলব্ধি করি। কোনো দেশের আইনের ভাষা সেই দেশের গণমানুষের মাতৃভাষায় হবে এটাই প্রত্যাশিত। দেশের আইন ও সংবিধান সম্পর্কে সম্যক পরিচয় ও উপলব্ধি মাতৃভাষার মাধ্যমে অর্জিত না হলে দেশের প্রশাসনে নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে না।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং বাংলাভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ৩ জুলাই, ২০০০ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশে প্রচলিত ইংরেজিতে প্রণীত সকল আইন বাংলায় ভাষান্তরকরণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। Rules of Business, 1996 অনুযায়ী আইনের অনুবাদ ও প্রকাশনা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্ম পরিধিভুক্ত। আর আইন অনুবাদের ন্যায় জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজটি এ বিভাগের অনুবাদ অনুবিভাগ করে থাকে।

এ অনুবিভাগে মোট ১৫ (পনের)টি প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার পদ রয়েছে। নিম্নবর্ণিত টেবিলে বিদ্যমান জনবল কাঠামো উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	পদের সংখ্যা
১.	প্রধান অনুবাদ কর্মকর্তা	৩	০১
২.	উপ-প্রধান অনুবাদ কর্মকর্তা	৫	০২
৩.	সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা	৬	০৪
৪.	অনুবাদ কর্মকর্তা	৯	০৮

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে অনুবাদ অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত অনুবাদ কার্যাদি:

বর্তমানে দেশে প্রায় ১১০০টি আইন/অধ্যাদেশ/আদেশ এবং তদধীন সহস্রাধিক বিধিমালা ও প্রবিধানমালা বলবৎ রয়েছে। আইন অনুবাদের জন্য জমে থাকা এ কাজের সাথে নতুন আইন অনুবাদের কাজ যুক্ত হচ্ছে। অনুবাদ অনুবিভাগের স্বল্প সংখ্যক কর্মকর্তা সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিরলসভাবে অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছেন। তবে জনবলের স্বল্পতার কারণে উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়ন প্রলম্বিত হচ্ছে এবং পুরাতন জমে থাকা কাজের সাথে নতুন নতুন কাজ যুক্ত হয়ে জটের সৃষ্টি হচ্ছে। তবে সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হয়েছে :-

অনূদিত আইন/বিধিমালা/চুক্তি :-

(অ) **বাংলা থেকে ইংরেজি:**

১.	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২
২.	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩
৩.	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২
৪.	ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৫
৫.	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪
৬.	বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭
৭.	আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮
৮.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০
৯.	জাতীয় সংসদ ২০১৮ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ (নির্ধারিত অংশ)
১০.	এস.আর.ও নং ২৪১-আইন, ২০১৬ (আয়কর সম্পর্কিত)
১১.	এস.আর.ও নং ২৪২-আইন, ২০১৬ (আয়কর সম্পর্কিত)
১২.	এস.আর.ও নং ২২৮-আইন/আয়কর/২০১৫
১৩.	এস.আর.ও নং ২২৯-আইন/আয়কর/২০১৫
১৪.	এস.আর.ও নং ৩০০-আইন/আয়কর/২০১৫
১৫.	এস.আর.ও নং ৩০১-আইন/আয়কর/২০১৫
১৬.	এস.আর.ও নং ৩০২-আইন/আয়কর/২০১৫
১৭.	এস.আর.ও নং ২১২-আইন/২০১৫/৪৯/কাস্টমস (হাইটেক পার্ক সম্পর্কিত)
১৮.	এস.আর.ও নং ২১৩-আইন/২০১৫/৫০/কাস্টমস (হাইটেক পার্ক সম্পর্কিত)
১৯.	এস.আর.ও নং ২১৪-আইন/২০১৫/৫১/কাস্টমস (হাইটেক পার্ক সম্পর্কিত)
২০.	এস.আর.ও নং ২৫৩-আইন/২০১৫/৬০/শুল্ক (হাইটেক পার্ক সম্পর্কিত)
২১.	এস.আর.ও নং ১৬৮-আইন/২০১৫/৭৩৫-মূসক (বেজার 'মূসক' সম্পর্কিত)
২২.	এস.আর.ও নং ২০৮-আইন/২০১৫/৪৫/শুল্ক (অর্থনৈতিক অঞ্চল সম্পর্কিত)
২৩.	এস.আর.ও নং ২০৯-আইন/২০১৫/৪৬/শুল্ক (অর্থনৈতিক অঞ্চল সম্পর্কিত)
২৪.	এস.আর.ও নং ২১০-আইন/২০১৫/৪৭/শুল্ক (অর্থনৈতিক অঞ্চল সম্পর্কিত)
২৫.	এস.আর.ও নং ২১১-আইন/২০১৫/৪৮/শুল্ক (অর্থনৈতিক অঞ্চল সম্পর্কিত)
২৬.	এস.আর.ও নং ২৬৩-আইন/২০১৫/৫৩/শুল্ক (অর্থনৈতিক অঞ্চল সম্পর্কিত)
২৭.	এস.আর.ও নং ২২৬-আইন/আয়কর/২০১৫ (আয়কর সম্পর্কিত)
২৮.	এস.আর.ও নং ২২৭-আইন/আয়কর/২০১৫ (আয়কর সম্পর্কিত)
২৯.	এস.আর.ও নং ২৯৮-আইন/আয়কর/২০১৫ (আয়কর সম্পর্কিত)

৩০.	এস.আর.ও নং ২৯৯-আইন/আয়কর/২০১৫ (আয়কর সম্পর্কিত)

(আ) **ইংরেজি থেকে বাংলা:**

৩১.	The Post Office Act, 1898
৩২.	The Food (Special Courts) Act, 1956
৩৩.	The Foodgrains supply (Prevention of Prejudicial Activity) Ordinance, 1979
৩৪.	Notice of Demand/ Refund Form
৩৫.	Income Tax Return Form

(ই) **চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক:**

৩৬.	নেপাল সরকার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে আয়ের উপর দ্বৈত করারোপণ পরিহার এবং রাজস্ব ফাঁকি ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত চুক্তি।
৩৭.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ভারত প্রজাতন্ত্র সরকারের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা কাঠামো সংক্রান্ত সমঝোতা-স্মারক।
৩৮.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ভারত প্রজাতন্ত্র সরকারের মধ্যে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি নূতন প্রতিরক্ষা ঋণ সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত সমঝোতা-স্মারক।

অনুবাদ বিষয়ে সরকারের কর্মপরিকল্পনা: বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা, যোগাযোগ এবং তথ্য আদান-প্রদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকার "বহির্বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়" এই নীতিতে বিশ্বাসী। বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, তথ্য যোগাযোগ, শিল্প কারিগরি, ইত্যাদি বিষয়ে বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাক্রমে বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হয়ার জন্য বাংলা ভাষায় প্রণীত আইনসমূহের নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ প্রণয়ন ও প্রকাশ না করলে জাতি হিসেবে পিছিয়ে পড়তে হবে। বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। বিশ্বায়নের যুগে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন দেশ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত হতে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অন্য দেশের আইন দেখতে পারে। বাংলাদেশের প্রণীত সকল আইনও ওয়েব সাইটে দেয়া আছে। তবে তা বহির্বিশ্বের নিকট বোধগম্য বা গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাংলার পাশাপাশি সর্বজন স্বীকৃত আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজিতে আপ-লোড করা হয়। সুতরাং, দেশের আইন ও সংবিধান সম্পর্কে সম্যক পরিচয় ও উপলব্ধি মাতৃভাষার মাধ্যমে অর্জিত না হলে একদিকে যেমন দেশের প্রশাসনে নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে না; ঠিক তেমনি বাংলা ভাষায় প্রণীত আইনসমূহের নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ প্রণয়ন ও প্রকাশ না করা হলে পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট আমাদের প্রচলিত আইন-কানুনের অভিগম্যতা নিশ্চিত হবে না। বহির্বিশ্বের সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা এবং আইন-কানুনের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার স্বার্থে দেশে বিদ্যমান আইনসমূহের বাংলা পাঠের পাশাপাশি ইংরেজি পাঠ প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে।

বর্তমান সরকার আইনসমূহের ইংরেজি পাঠ প্রণয়নের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য অনুবাদ দপ্তরকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম, পি'র সদিচ্ছা এবং এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হকের ঐকান্তিক

প্রচেষ্টায় অনুবাদ দপ্তরের কর্মকর্তাগণের পদবি পরিবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নোক্তভাবে পদবি পরিবর্তনে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে:-

ক্র: নং	পূর্বোক্ত পদের নাম	পরিবর্তিত পদের নাম
১.	অনুবাদ কর্মকর্তা (লেজিসলেটিভ)	সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)
২.	সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা (লেজিসলেটিভ)	সিনিয়র সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)
৩.	উপ-প্রধান অনুবাদ কর্মকর্তা (লেজিসলেটিভ)	উপ-সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)
৪.	প্রধান অনুবাদ কর্মকর্তা (লেজিসলেটিভ)	যুগ্ম-সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)

আশা করা যায়, সরকারের সময়োপযোগী এ পদক্ষেপের ফলে মেধাবী প্রার্থীরা অনুবাদ পেশায় ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী হবে এবং যোগ্য লোকবলের অভাব অচিরেই দূরীভূত হবে। ফলশ্রুতিতে আইনের অনুবাদ সম্পর্কিত সমস্যা এবং অনুবাদ সংক্রান্ত সরকারের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে।

৪.৮ জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিতে দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরকারি কার্যাবলি **বণ্টন** ও পরিচালনার জন্য প্রণীত Rules of Business, 1996 এর তফসিল-১ অর্থাৎ Allocation of Business Among the Different Ministries and Division অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে **বণ্টন**কৃত দায়িত্বাবলির মধ্যে **এ** বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয়, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

(১) আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব থেকে উদ্ভূত সকল আইনগত ও সাংবিধানিক প্রশ্নে এবং উক্ত প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনসহ যে কোনো আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরকে পরামর্শ প্রদান;

(২) সকল প্রকারের বিল, অধ্যাদেশ, সাংবিধানিক আদেশ, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, উপ-আইন, প্রজ্ঞাপন, আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ যে কোনো প্রথা বা রীতি এবং অন্যান্য আইনগত দলিল, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও মতামত প্রদান।

এছাড়া, কো**নো** বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন হওয়ার পর তা জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণা**লি** বিধির ২৪৬ বিধি অনুসারে স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হলে এ বিভাগের কর্মকর্তারা উক্ত কমিটির বৈঠকে যোগদান করে, প্রয়োজনে, বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সরকারের কার্যাব**লি** বিচার-বিবেচনা ও **পর্য**বেক্ষণের জন্য সংসদ-সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি গঠন করা সংসদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। আর সংসদের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য পাঠানো খোদ রাজনৈতিক দলগুলির দায়িত্ব। তবে

উল্লেখ করা দরকার, **কোনো** বিলের বিচার-বিবেচনাসহ **কোনো** বিষয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে **কোনো** সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর **কোনো** বিধান নেই। অতিসাম্প্রতিককালে প্রণা**লি**বদ্ধভাবে বিলগুলি বিভিন্ন কমিটির কাছে পাঠানো শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে পুনরায় আওয়ামীলীগ সরকার নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা গ্রহণের পর দশম জাতীয় সংসদে মোট ৫০ টি কমিটি গঠন করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৬ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংসদের কার্য**-**প্রণা**লি** বিধি অনুযায়ী একটি সরকা**রি** হিসাব-কমিটি, বিশেষ-অধিকার-কমিটি এবং অন্যান্য স্থায়ী কমিটি থাকবে। এসব কমিটি ছাড়াও খসড়া বিল ও আইনের প্রস্তাব পরীক্ষা, আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা ও অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করার জন্য সংসদ অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবে। জনগুরুত্বসম্পন্ন মর্মে সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কোন কমিটিকে অবহিত করলে কমিটি তাও বিবেচনা করতে পারবে এবং কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে পারবে। এক্ষেত্রে কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি উপস্থাপন করার জন্য নিদের্শনা প্রদান করতে পারবে এবং লিখিত বা মৌখিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে নিদের্শনা প্রদান করতে পারবে। অবশ্য এতদসত্ত্বেও সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনায় যে-কোনো দলিল উপস্থাপন করতে অস্বীকার করতে পারে।

সংসদের কার্যপ্রণা**লি**-বিধির ২৭ অধ্যায়ে কতিপয় কমিটি গঠনেরও বিধান রয়েছে। এই কমিটিগুলি হলো: কার্য উপদেষ্টা কমিটি**,** বেসরকারি সদস্যদের বিল ও বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি**,** বিল-সম্পর্কিত বাছাই কমিটি**,** পিটিশন কমিটি**,** সরকা**রি** হিসাব-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি**,** অনুমতি হিসাব-সম্পর্কিত কমিটি**,** সরকা**রি** প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত কমিটি**,** অধিকার-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি**,** সরকা**রি** প্রতিশ্রুতি-সম্পর্কিত কমিটি**,** কতিপয় অন্যান্য বিষয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি**,** সংসদ-কমিটি**,** লাইব্রেরি-কমিটি**,** কার্যপ্রণা**লি**বিধি- সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও অন্যান্য অনির্দিষ্ট বিশেষ কমিটি।

জাতীয় সংসদে প্রস্তাব-উত্থাপনের মাধ্যমে কমিটির সদস্য**গণকে** সংসদ নিযুক্ত ক**রে থাকে**। কিন্তু কোনো কমিটিতে প্রেরিতব্য কো**নো** বিষয়ে কো**নো** সদস্যের কো**নো** রকম ব্যক্তিগত, আর্থিক বা সরাসরি স্বার্থ **জড়িত** থাকলে তাকে ঐ কমিটিতে নিয়োগ করা হবে না। কমিটির গঠন-কাঠামোর পরিবর্তন-অনুযায়ী কমিটির প্রধান **হয়ে** থাকেন এমন একজন সংসদ সদস্য যিনি মন্ত্রী নন। প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটি একজন সভাপতিসহ অনধিক ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা হয়ে থাকে। সরকা**রি** ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যই কমিটিতে নিয়োগ করা যেতে পারে। বিলটি যে কমিটির বিবেচনাধীন কো**নো** বিলের ভারপ্রাপ্ত সদস্য, পদাধিকারবলে সেই কমিটির সদস্য হবেন। কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সভায় উপস্থিত থাকলে কমিটির আইনসিদ্ধ অধিবেশন হবে ও সেটাই হবে ঐ কমিটির কোরাম। কমিটির অধিবেশন বা বৈঠক রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

অর্থবিবরণীসমূহ (সাধারণত বাজেট বলে উল্লিখিত) বার্ষিক ভিত্তিতে সংসদ-সমক্ষে উপস্থাপন করা হয়। এর উদ্দেশ্য সরকারের আনুমানিক আয় ও ব্যয় তুলে ধরা। সংসদের কার্যপ্রণা**লি**-বিধির **১১১**(৩) বিধি-অনুযায়ী, বাজেট কোনো কমিটিতে পাঠানো হয় না। স্পীকারের সভাপতিত্বে সংসদের নিয়মিত অধিবেশনে বাজেটের ওপর সাধারণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট প্রণয়ন করে থাকে। যে-সব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আনুমানিক হিসাব তৈরি করা হয়ে থাকে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা অধিদপ্তরকে সেসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ বা উপাদান সরবরাহ করতে নিদের্শনা প্রদান করা হয়।

কোনো বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন হওয়ার পর কার্যপ্রণা**লি** বিধির ২৪৬ বিধি অনুসারে তা খতিয়ে দেখার জন্য কোনো কমিটিতে পাঠানো হলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তারা, প্রয়োজনে, বিশেষজ্ঞ-সহায়তা দেওয়ার জন্য ঐ কমিটির বৈঠকগুলিতে যোগ দিয়ে থাকেন। স্থায়ী কমিটি কর্তৃক কোনো বিল নিবিড়ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কার্য**-**প্রণা**লি** বিধির ২১১ বিধি অনুযায়ী কমিটির সভাপতি বা সভাপতির পক্ষে কমিটির অন্য কোনো সদস্য জাতীয় সংসদে রিপোর্ট পেশ করে থাকেন। উক্তরূপ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ জাতীয় সংসদের সকল স্থায়ী কমিটির কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকেন।

৪.৯ জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন, মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক

২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC) এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত কনভেনশনের বিধান অনুযায়ী কোনো সদস্য রাষ্ট্রের উপর অর্পিত দায়িত্ব সংস্থাটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মডেল অনুসরণে প্রতিপালন করতে হয়। এক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধকল্পে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের অর্জিত অগ্রগতি উক্ত রাষ্ট্রের সম্মতিতে অন্য দুটি সদস্য রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দল রিভিউ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে প্রথম দফা রিভিউ সম্পন্ন হয়েছে। যেখানে বাংলাদেশের অর্জিত অগ্রগতি সন্তোষজনক।

সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনাক্রমে কখন কীভাবে দ্বিতীয় রিভিউ সাইকেল অনুষ্ঠিত হবে, ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ২০-২৪ জুন, ২০১৬ তারিখে ভিয়েনায় 7th session of the Implementation Review Group (IRG) of the UNCAC সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত IRG of the UNCAC এ মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান, এ বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ভিয়েনাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের স্থায়ী প্রতিনিধি মান্যবর রাষ্ট্রদূত অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মাননীয় মন্ত্রী UNCAC বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অঙ্গীকারসমূহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরেন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, পাচার হয়ে যাওয়া সম্পত্তি উদ্ধার, সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসে অর্থায়ন বন্ধ, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি, সাফল্য, ইত্যাদি উপস্থাপন করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক এ লক্ষ্যে গৃহীত ও বাস্তবায়িত সফল পদক্ষেপসমূহেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সম্মতিতে ২০২০ সালে বাংলাদেশের জন্য দ্বিতীয় রিভিউ সাইকেলের সময় নির্ধারণ করা হয়।

UNCAC সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তির পর উক্ত কনভেনশনের চাহিদা মোতাবেক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ আইন, ২০১১, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, ২০০৯, ইত্যাদি জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭, ক্রিমিনাল ল' এমেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৪৭, বহিঃসমর্পণ আইন, ১৯৭৪, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬, ইত্যাদি বাস্তাবায়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। UNCAC বাস্তবায়নের আইনি সংস্কার ও নতুন নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাধান্য থাকায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ফোকাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

কনফারেন্সের সভাপতি রাশিয়ান ফেডারেশনের মাননীয় বিচার মন্ত্রী জনাব Alexander Konovalov-এর সাথে বাংলাদেশের মাননীয় আইন মন্ত্রীর অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ হতে শুরু করে এ যাবৎকাল বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে রাশিয়ার অকুণ্ঠ সমর্থনের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। রাশিয়ান ফেডারেশনের মাননীয় বিচার মন্ত্রী বাংলাদেশের সাথে তাদের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক অটুট ও অব্যাহত থাকবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়া, মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে International Anti-Corruption

Academy-এর মহাপরিচালকের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আলোচনাকালে উক্ত একাডেমি বাংলাদেশি কর্মকর্তাগণের এতৎসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানে সম্মত হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী অস্ট্রিয়ায় বসবাসরত বাঙালি কমিউনিটিসহ স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি প্রবাসি বাঙালিদের নাগরিকত্বসহ তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগকৃত অর্থ আইনানুগ সুরক্ষা প্রদানে আশ্বস্ত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত রেজুলেশনসমূহ বিশেষত আল কায়েদা, তালেবান, উত্তর কোরিয়া, ইরান ইত্যাদি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাসমূহ বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘ সনদ অনুসারে বাংলাদেশের উপর বাধ্যকর। তাই এতৎসংক্রান্ত রেজুলেশনসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে সমন্বয় করত এ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যার ফলে পরিমন্ডলের আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এবং সুনাম অর্জিত হয়েছে।

২০১৬ সালের ১ জুলাই ঢাকার হলি আর্টিজান বেকারিতে ভয়াবহ জঙ্গী হামলার পর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিং এর বার্ষিক সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের সান ডিয়াগো শহরে বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের উপর ৩য় পর্বের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বিবেচনার বিষয়বস্তু ছিল।

৩য় পর্বের মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্রক্রিয়ার বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি অনুমোদনক্রমে সম্মতি জ্ঞাপন করে। জাতীয় সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থা বিএফআইইউ এর উপর আলোচ্য মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশনের কাজের সমন্বয় ও এপিজিতে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

৩য় পর্বের মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্রক্রিয়া মোতাবেক মানিলন্ডারিং ও এর সাথে সম্পৃক্ত ২৭টি অপরাধ, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও অন্যান্য অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের সকল আইন, বিধিমালা, সরকারি আদেশ বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সার্কুলার, নির্দেশনা, গাইডলাইন্স পর্যালোচনাপূর্বক Technical Compliance এর জবাব প্রস্তুতপূর্বক সরকারের আন্তঃসংস্থা রিভিউ কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয় এবং উক্ত আইন ও বিধিমালার কার্যকারিতা মূল্যায়নের নিমিত্ত এফএটিএফ এর নির্দিষ্ট ১১টি Immediate Outcome (IO) এর বিপরীতে ২৬টি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা এবং ১৭ ধরনের রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম সন্নিবেশিত করে প্রস্তুতকৃত জবাব আন্তঃসংস্থা রিভিউ কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার পর জুন, ২০১৫ তারিখে এপিজি বরাবর দাখিল করা হয়।

পরবর্তীতে, অন-সাইট ভিজিট ও জন সম্মুখে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ, গবেষণা প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্য ও বাংলাদেশ প্রদত্ত বিভিন্ন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে এপিজি বাংলাদেশের উপর খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। বাংলাদেশ এপিজি প্রণীত ১ম, ২য় ও ৩য় খসড়া প্রতিবেদনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক মতামত প্রদান করে।

প্লেনারী সভার পূর্বে এপিজি কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ খসড়া প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণকারী আন্তঃদেশীয় সংস্থা Financial Action Task Force (FATF) এর ৪০ টি সুপারিশের (Technical Compliance) বিপরীতে ৬ টি সুপারিশে Compliant (C), ২০

টি সুপারিশে Largely Compliant (LC) এবং ১৪ টি সুপারিশে Partially Compliant (PC) রেটিং প্রদান করা হয়। পাশাপাশি আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কার্যকারিতা (Effectiveness) মূল্যায়নে বাংলাদেশকে ১১টি Immediate Outcome (IO) এর মধ্যে ১ টি IO তে Substantial, ৬ টি IO তে Moderate এবং ৪ টি IO তে Low লেভেলের রেটিং প্রদান করা হয়েছিল।

উক্ত রেটিং এর মধ্যে Moderate রেটিং প্রাপ্ত ৬ টি IO এর মধ্যে কমপক্ষে ২ টি IO এর রেটিং Substantial পর্যায়ে উন্নত করা না গেলে বাংলাদেশ পুনরায় ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকা তথা ICRG তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশঙ্কায় ছিল। অধিকন্তু, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, FATF, IMF এবং World Bank বাংলাদেশের ৪ (চার) টি IO এর রেটিং অবনমনের সুপারিশ করে এপিজি এর প্লেনারী সভায় আলোচনার জন্য নির্ধারণ করায় ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পায়।

এরকম একটি পরিস্থিতিতে, এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এপিজি এর সাথে সভা করে। এপিজি এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশ যথা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, ভারত ও চীনের সাথে একাধিকবার সভা করা হয়। বাংলাদেশের পক্ষে এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্য এপিজি'র গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রশংসিত হয়।

IO-1 (Risk, policy and coordination) এর রেটিং Moderate থেকে Substantial এ উন্নীতকরণের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা হলে ভারত, নেপাল, ভুটান, ফিজিসহ প্রায় ১৫ টি দেশ সমর্থন করে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নিউজিল্যান্ডের বিরোধিতার কারণে তা অনুমোদিত হয়নি। IO-9 (TF investigation & prosecution) এর রেটিং Moderate হতে Substantial পর্যায়ে উন্নতকরণের প্রস্তাবের বিষয়ে কোনো দেশ বিরোধিতা না করায় বাংলাদেশের রেটিং Moderate হতে Substantial করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রস্তাবের পক্ষে ভারত, ফিজি, থাইল্যান্ড, নেপাল ভূটান, চীন, মালদ্বীপ, ফিলিপাইনসহ ১৫ টির অধিক দেশ বক্তব্য উপস্থাপন করে। প্লেনারী সভার শেষের দিকে বাংলাদেশের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ক অংশে এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক প্লেনারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এপিজি প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট ভাষ্য পরিবর্তেনে সম্মত হয়।

অনুমোদিত প্রতিবেদন মোতাবেক বাংলাদেশ ৩ টি IO তে Substantial, ৪ টি IO তে Moderate এবং ৪ টি IO তে Low লেভেলের রেটিং প্রাপ্ত হয় যার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম এপিজি ও এর ৪১টি সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক মানের হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে প্রদত্ত রেটিং অনুযায়ী বাংলাদেশের ICRG (International Cooperation Review Group) প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যে আশঙ্কা করা হয়েছিল সে ঝুঁকি আর নেই।

বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমের বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (এপিজি) কর্তৃক ৩য় পর্বের মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত প্রতিবেদন (Mutual Evaluation Report-MER) গত ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান ডিয়েগো শহরে

অনুষ্ঠিত এপিজি এর ১৯ তম বার্ষিক সভায় অনুমোদিত হয়। এতে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম এপিজি এর ৪১টি সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক মানের হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। প্রদত্ত রেটিং অনুযায়ী বাংলাদেশের ICRG (International Cooperation Review Group) প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশঙ্কা হতে মুক্ত হয়েছে। Technical Compliance এ বাংলাদেশের রেটিং উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমকক্ষ বা তার চেয়েও বেশি; Effectiveness এ বাংলাদেশের রেটিং শ্রীলংকা, ভুটান, ফিজি ও নরওয়ের থেকে ভাল। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমে বাংলাদেশের এরূপ ইতিবাচক ফলাফল দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যয় হ্রাস, বৈদেশিক বিনিয়োগ, ঋণ ও অনুদানের প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে বলে ধারণা করা যায়। পাশাপাশি বিদেশে বাংলাদেশ একটি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মান পরিপালনকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি পাবে এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হবে।

৪.১০ ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা। অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে তারা বাংলাদেশকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। উক্তরূপ সহযোগিতা প্রদানের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশের মধ্যে ২০০০ সালের ২২ মে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে Cooperation Agreement স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তিতে Development Cooperation, Trade and Commerce Cooperation, Environmental Cooperation, Economic Cooperation, Regional Cooperation, Cooperation in Science and Technology, Drug Pprecursor Chemicals and Money Laundering, Human Resource Development, Information, Culture and Communication এর উপর সহযোগিতা প্রদান করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উপরি-উক্ত সহযোগিতা প্রদানের বিষয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি Joint Commission এবং একাধিক Sub-group রয়েছে। এ বিভাগ “Governance and Human Rights’’ শীর্ষক Sub-group এর Co-chair। উক্ত Sub-group এর ষষ্ঠ সভা ২০১৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব (Co-chair) দেন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক। উক্ত সভায় Transparency, Accountability and Governance, Rule of Law, Security, Judiciary, Human Rights, Rights of Minorities, Freedom of Expression, Media, Freedom of Assembly and Civil Society, Bangladesh National Strategy: Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals, Chittagong Hill Tracts Peace Accord, Death penalty, Women’s and Children Rights, Labour rights এবং Migration এর ন্যায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১১ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে EU-Bangladesh Joint Commission এর সপ্তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব (Co-chair) দেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দীন। উক্ত সভায় Recent Development in Bangladesh and the EU, Governance, Democracy, Human rights and Migration, Trade and Development Cooperation, Development Cooperation, Humanitarian Issues (including Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar National), Multilateral Issues (including UN Fora, COP 21 and Maritime Transport Security) এর ন্যায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিগত ১৯-২০ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে “Governance and Human Rights” শীর্ষক Sub-group এর সপ্তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব (Co-chair) দেন এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক। উক্ত সভায় Transparency, Accountability and Good Governance, Rule of Law, Human Rights, Human Rights Co-operation in UN (Human Rights Council, UPR), Rights of Minorities, Freedom of Expression, Media, Freedom of Assembly and Ccivil Society, Death penalty, Bangladesh National Strategy: Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals, Chittagong Hill Tracts (CHT) Peace Accord, Women's and Children's Rrights and Rights of People Living with Disabilities, Fundamental Labour Rights এর ন্যায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, বিগত ১১-১২ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে Joint Commission এর অষ্টম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব (Co-chair) দেন এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক। উক্ত সভায় Recent Development in Bangladesh and the EU, Governance, Democracy, Human rights and Migration, Migration dialogue, Trade, Cooperation in Education, Culture, Science, Technology and Innovation, Development Cooperation, Humanitarian Issues, Multilateral Issues এর ন্যায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণসহ মানবাধিকারের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৪.১২ ব্লু-ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়ন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং বাংলাদেশ সরকারের দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান উদ্যোগের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সমুদ্র বিষয়ক ট্রাইবুন্যাল এবং আন্তর্জাতিক সালিশ আদালতের রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমার ও ভারতের মধ্যকার সমুদ্রসীমানা সংক্রান্ত দীর্ঘ ৩৮ বছরের বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভবপর হয়েছে।

উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সমুদ্র সীমানার উপর প্রায় ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় সার্বভৌম অধিকার অর্জন করেছে।

উক্ত সীমানা বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডের প্রায় শতকরা ৮০.৫১ ভাগের সমান। যার প্রেক্ষিতে উক্ত সমুদ্রসীমানার প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ আহরণের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। যা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের এক বিশাল সাফল্য। উক্ত বিশাল সমুদ্র এলাকার মৎস্য সম্পদ, তেল-গ্যাস ও অন্যান্য মূল্যবান খনিজ সম্পদ আহরণ এবং সমুদ্র পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যেতে পারে। এছাড়াও সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় সী ক্রুজশীপের মাধ্যমে কক্সবাজার, সেন্টমার্টিনসহ অন্যান্য কাজে পর্যটন শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

ব্লু-ইকোনমির এই অমিত সম্ভাবনা কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সরকারের লীড মিনিস্ট্রি হিসাবে কাজ করছে।

ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৬ সালে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের অধীন ব্লু-ইকোনমি সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত সেলের কার্যক্রম প্রেট্রোবাংলায় শুরু

করা হয়েছে। একজন অতিরিক্ত সচিবকে উক্ত সেলের মহাপরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ইতোমধ্যে সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত পরিকল্পনা তথা ব্লু-ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদানের জন্য এ বিভাগের সমুদ্র আইনে বিশেষজ্ঞ একজন যুগ্ম-সচিবকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। তিনি ব্লু-ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়নে এ বিভাগের পক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদান করে থাকেন।

৪.১২ ২০১৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত হালনাগাদকৃত বাংলাদেশ কোড প্রকাশ

এ বিভাগের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা হতে ইতঃপূর্বে জানুয়ারি, ২০০৭ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ কোডের (৩৮ খন্ড) অনুসরণে (দ্বিতীয় সংস্কার) ৪২টি ভলিউম আকারে প্রকাশিতব্য বাংলাদেশ কোড (২০১৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত হালনাগাদকৃত) হালনাগাদ করে প্রকাশের জন্য বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায় রয়েছে (মুদ্রণের কাজ চলছে)।

৪.১৩ তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিষয়

প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। সেকারণে জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিটি সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি বা বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থাসহ সরকারি কর্মকান্ড পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দুর্নীতিহ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়। উল্লিখিত সকল কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তিকে নাগরিকদের আইনগত অধিকার হিসেবে উক্ত আইনে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

নাগরিকগণ যাতে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর বিধান অনুযায়ী লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের নিকট হতে তথ্য লাভ করতে পারে, সে লক্ষ্যে উক্ত আইনের ধারা ১০ এর বিধান অনুযায়ী এ বিভাগের একজন উপ-সচিবকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের নিকট তথ্য যাচনা এবং তথ্য প্রদান সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভূমিকা

৫.১ চুক্তির মাধ্যমে উন্নয়ন

বর্তমান সরকারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ সরবরাহের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিনিয়োগ চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য অপরিহার্য। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বাজেটে মোট সরকারি বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি এর ৭.২% নির্ধারণ করা হয়। জিডিপি এর ১.৯% নীট বৈদেশিক সাহায্য হতে সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল।

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বিদ্যুৎ, পরিবহন, ভৌত অবকাঠামো এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সামাজিক খাতে বিনিয়োগ চাহিদা পূরণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মোট ১৭৯৬০.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে অনুদান (grant) ও ঋণ (loan) এর পরিমাণ যথাক্রমে ৪০৪.৫৩ ও ১৭৫৫৫.৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বৈদেশিক সহায়তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ৬,০০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার বিপরীতে কমিটমেন্ট অর্জিত হয়েছে ২৯৯%। আলোচ্য অর্থ-বছরে বহুপাক্ষিক (Multilateral) উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে এডিবি হতে সর্বোচ্চ বৈদেশিক সহায়তা (commitment) পাওয়া যায়, যার পরিমাণ ১৮৮৯.৮৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে রাশিয়ান ফেডারেশন হতে সর্বোচ্চ কমিটমেন্ট পাওয়া যায়, যার পরিমাণ ১১,৩৮০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক সহায়তার মোট প্রতিশ্রুতির সিংহভাগই দ্বিপাক্ষিক সংস্থা হতে পাওয়া যায়। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বৈদেশিক সহায়তার জন্য ২৭টি উন্নয়ন সহযোগীর সাথে মোট ১১২টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার মধ্যে অনুদান চুক্তি ৭০টি এবং ঋণ চুক্তি ৪২টি।

Rules of Business, 1996 এর rule 5(iv), 14A(1)(iii) এবং Schedule I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) এর head 29.B এর item-3 অনুযায়ী এ বিভাগ উল্লিখিত চুক্তিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা (vetting) করে উহা চূড়ান্তকরণে মতামত প্রদান করেছে এবং, ক্ষেত্রমত, চুক্তি সম্পাদনের পর উক্ত চুক্তিসমূহ কার্যকরকরণের লক্ষ্যে legal opinion প্রদান করেছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য উক্ত চুক্তিসমূহ সম্পাদন করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প (**ফার্স্ট ট্র্যাক প্রকল্প**) নিম্নরূপ:-

- পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প;
- ২X৬৬০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার (রামপাল) প্রকল্প;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প;
- ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (মেট্রোরেল) প্রকল্প;
- এলএনজি ফ্লোটিং প্রকল্প;
- স্টোরেজ এন্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট নির্মাণ প্রকল্প;
- পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প;
- মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল-ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প;
- সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প;
- পদ্মা বহুমুখী রেল সেতু সংযোগ প্রকল্প ও দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার এবং রামু-মায়ানমারের নিকট ঘুমধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প।

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ, উন্নয়ন সহযোগীদের নাম, অর্থায়নের প্রকৃতি, চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ও প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিশিষ্ট- ৩ এ দেখানো হলো।

৫.২ বিদ্যুৎ সংক্রান্ত চুক্তি

২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধন করেন। বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৬ হাজার ৪৫ মেগাওয়াট। ১০টি উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়নের পাশাপাশি বর্তমানে দেশের ৮৩ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে ১ কোটিরও বেশি মানুষ বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় নতুন করে এসেছে। আর সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে আরো ২ কোটি মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসবে। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় হতে বলা হচ্ছে, মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে ৩৭১ কিলোওয়াট ঘন্টা, আর বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা ৬০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিষয়ে বিগত ১ জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সময়কালে এ বিভাগ কর্তৃক **৫৯ টি চুক্তি** বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিল এর উপর ভেটিং/মতামত প্রদান করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ ও বিতরণ খাতের উন্নয়ন, সংস্কার সাধন, উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদান এবং বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষে Electricity Act, 1910 (Act No. IX of 1910) রহিতপূর্বক সংশোধনসহ একটি আইন পুনঃপ্রণয়ন করার লক্ষ্যে ''বিদ্যুৎ আইন, ২০১৭'' শীর্ষক একটি বিল মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে এবং বর্তমানে উক্ত বিলটি জাতীয় সংসদের '' বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'' কর্তৃক পরীক্ষাপূর্বক সংসদে রিপোর্ট পেশের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত বিলটিও এ বিভাগ কর্তৃক ভেটিং করা হয়েছে। তথ্যাদি পরিশিষ্ট-০৩ এ দেখা যেতে পারে (**সূত্র**: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ওয়েবসাইট)

৫.৩ গৃহীত প্রকল্প

পলিসি এডভোকেসি এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন প্রজেক্ট:

এ বিভাগ কর্তৃক "পলিসি এডভোকেসি এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। ইউনিসেফের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৫০.১০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ৬৩.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১১৮৭.১০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি ২৯/০৪/২০১৩ খ্রি. তারিখে অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(১) জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (UN Convention on the Rights of the Children) এর আলোকে শিশুদের জন্য একটি সুসংগঠিত আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং শিশু বান্ধব জুভেনাইল জাষ্টিস সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা।

(২) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুসহ সকল শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা।

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রধান কার্যক্রম:

- উচ্চ আদালতের রায় এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদের আলোকে শিশু আইন সংশোধন করা এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- শিশু সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল আইন যুগোপযোগী করা;
- শিশু বান্ধব প্রক্রিয়ায় শিশুর ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা;
- বিদ্যমান কিশোর বিচার ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করা;
- বিচারক, প্রবেশন অফিসার, আইনজীবী ও পুলিশসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- জুভেনাইল কোর্ট স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি:

- শিশু আইন এবং জুভেনাইল জাস্টিস এডমিনিস্ট্রেশনের উপর মোট ১২টি ওয়ার্কশপ ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে।
- শিশু আইন, ২০১৩ এর ইংরেজি অনুবাদ প্রস্তুত করা হয়েছে।
- শিশু বিধিমালা, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- শিশু বিষয়ক বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধানের সংকলনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।
- CRC এর সাথে শিশু বিষয়ক বিদ্যমান আইনের বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করে Gap Analysis রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে শিশু বিষয়ক আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- কিশোর বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত সেক্টর ভিত্তিক প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে।

- শিশু আইন ও শিশুর ন্যায় বিচার নিশ্চিতকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিচারক, আইনজীবী, প্রবেশন/সমাজসেবা কর্মকর্তা, পুলিশ এবং প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের (সর্বমোট ৩০ জন) প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে (TOT) প্রশিক্ষক তৈরি করা হয়েছে।
- TOT এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকগণ ঢাকা, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও সিলেট জেলায় শিশু আইনের উপর মোট ৮০৪ জনকে (বিচারক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, আইনজীবী, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং প্রবেশন/সমাজসেবা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- পুলিশ, বিচারক, প্রবেশন/সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের জন্য শিশু আইন, ২০১৩ এর উপর সেক্টরভিত্তিক ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

৬.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

2016-2017 অর্থ-বছরে গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্যসমূহ:

১। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বাধীন ও নিরেপেক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে কমিশনকে 48 জন জনবল প্রদান করা হয়েছে। কমিশনকে আরো শক্তিশালী করতে বাজেট ও যানবাহন বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হয়েছে। কমিশনের কাজকর্ম ও গুরুত্ব বিবেচনা করে আরও 93 জন জনবল বরাদ্দের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

৩। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, 2009 এর ধারা 25 অনুযায়ী কমিশনকে আর্থিক স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যা জাতিসংঘের প্যারিস প্রিন্সিপালের অন্যতম শর্ত ছিল। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, 2009-এর আলোকে আর্থিক স্বাধীনতা বিষয়টি 2016-2017 অর্থ-বছর হতে অধিকতর কার্যকর করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক বর্তমানে 2017-2018 অর্থ-বছরে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যার পরিমাণ 6 কোটি 30 লক্ষ টাকা।

৪। মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দেশের মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের ফলে অর্জিত সাফল্যসমূহ

১। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ উহার বলিষ্ট ও সাহসী পদক্ষেপের জন্য মানবাধিকার কমিশনসমূহের (NHRI) আন্তর্জাতিক ফেরাম (International Coordinating Committee) কর্তৃক “বি” স্ট্যাটাস এবং এশিয়া প্যাসিফিক ফোরাম (APF) কর্তৃক সহযোগী সদস্য পদ লাভ করেছে। যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কমিশন তথা সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

২। হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল কর্তৃক জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের মানবাধিকার মূল্যায়ন সংক্রান্ত Universal Periodic Review (UPR)- এ বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিতে জাতিংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

৩। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিবছর মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেছে। এ সকল প্রতিবেদনে কমিশনের দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে। কমিশনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে বার্ষিক প্রতিবেদনে। কমিশনের কর্মপদ্ধতি ও পরিধি সম্পর্কে সরকারি-বেসরকারি মহলে সহজবোধ্য ধারণা পৌছে দেয়া সম্ভব হয়েছে।

৪। সরকার কর্তৃক জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটিতে নিয়মিত রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন এবং মানবাধিকার কমিশনের ছায়া প্রতিবেদন প্রেরণের মাধ্যমে মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কমিশন তথা সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। ছায়া প্রতিবেদন প্রেরণে কমিশন একাধিকবার বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে আলোচনা পর্যালোচনা করেছে। ফলে সকল শ্রেণি পেশার জনগণের মতামত এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

৫। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক গৃহীত দ্বিতীয় পাঁচ বছর মেয়াদী (2016-2020) কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategics Plan) মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট বিষয় ভিত্তিক কমিটির মাধ্যমে প্রতিকারের প্রয়াস এবং তৎপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে কমিশনের দুটি শাখা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এর একটি পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটিতে অন্যটি দক্ষিণ বঙ্গের খুলনা জেলায়। এই দুটি শাখা স্থাপন কমিশনের কৌশলগত পরিকল্পনার অংশ ছিল। কমিশন ক্রমান্বয়ে তা

বাস্তবায়ন করছে। আগামীতে সমগ্র দেশের প্রতিটি জেলায় কমিশনের শাখা অফিস স্থাপন করে মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ ও জন-মানুষের ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণে বড় পরিসরে কাজ করবে।

৬। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন কারাগার, হাসপাতাল, শিশু সদন পরিদর্শন করে নিবাসীদের কল্যাণার্থে সরকারের নিকট যে সমস্ত সুপারিশ প্রণয়ন করেছে সরকার কর্তৃক গুরুত্বের সাথে সেগুলো বিবেচনা করে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে নিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

৭। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার বিষয়ক গবেষণামূলক প্রকাশনা (60 এর অধিক) এবং শিক্ষামূলক প্রমাণ্য চিত্র (4টি) প্রচারের মাধ্যমে গণসচেতনতা তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। যার ফলে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

৮। সরকার কর্তৃক গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে যা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কমিশন সর্বদা এ প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেছে। কমিশন এ বিষয়ে একটি সহজ পুস্তিকা প্রণয়ন করে সহজবোধ্যভাবে বিষয়টি জনগণের কাছে তুলে ধরেছে।

৯। মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণয়নের উদ্যোগের ক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্মীদের সাথে বিভিন্ন পরামর্শ সভা করে বিভিন্ন খসড়া আইন সরকারের নিকট উপস্থাপন করেছে এবং সরকার যতদূর সম্ভব তাঁদের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে শিশু অধিকার সুরক্ষা ও মানবপাচার প্রতিরোধে সরকারের পদক্ষেপ সমাদৃত হয়েছে। এছাড়া কমিশন প্রস্তাবিত বৈষম্য বিলোপ আইন এর খসড়ার উপর বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে একাধিক মতবিনিময় করেছেন। আইনটি বাস্তবায়িত হলে দেশের মানবাধিকার রক্ষায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

১০। সাম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। মানবাধিকার কমিশন একেবারে শুরু থেকে নিয়মিতভাবে এ ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করেছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ফোরামে কমিশনের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির সহায়তায় রোহিঙ্গা ইস্যুর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সাম্প্রতিক সময়ে কমিশন উল্লেখযোগ্য দুটি এ্যাডভোকেসি পরিচালনা করেছে -

(ক) মানবাধিকার কমিশন দেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনসমূহের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সকলকে আন্তর্জাতিক মণ্ডলে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের বিষয়টি তুলে ধরার আহ্বান জানান। Permanent People’s Tribunal [PPT] কর্তৃক কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত রোহিঙ্গা সমস্যা সংক্রান্ত গণআদালতে রোহিঙ্গা নির্যাতনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে এবং বাংলাদেশের সরকার মানবাধিকার দৃষ্টিকোণ থেকে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে তা সেখানে তুলে ধরা হয়েছে। কমিশন উল্লিখিত বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মণ্ডলে অবহিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

(খ) ইতোমধ্যে, তুরস্কে গত 25-26 সেপ্টেম্বর 2017 তারিখে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ওম্বুডসম্যান কনফারেন্স জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অংশ নিয়েছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সরকারের নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিষয়টি তুলে ধরেন এবং তুরস্কের মাহামান্য রাষ্ট্রপতিকে রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৬.২ আইন কমিশন

১.আইন কমিশনের উদ্ভব ও বিকাশ:

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রম পরিবর্তন ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনসমূহের কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ, মৌলিক মানবাধিকার পরিস্থিতির আইনগত দিকসমূহ পুনঃনিরীক্ষণ ও আইন শিক্ষার মানোন্নয়নসহ অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয় সম্পর্কে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করার জন্য ১৯৯৬ সনে স্থায়ী আইন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর বিধান অনুযায়ী একজন চেয়ারম্যান এবং দুইজন সদস্য সমন্বয়ে আইন কমিশন গঠিত হয়েছে। একজন সদস্য এর চুক্তির মেয়াদ বিগত ১১ মে, ২০১৭ খ্রি. তারিখে শেষ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে একজন সদস্য কর্মরত আছেন। তাদেরকে সহায়তা করার জন্য কাজ করছেন একজন সচিব, একজন মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা, একজন সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা, একজন সিনিয়র সহকারী সচিব (বিগত ১৩ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রি. তারিখ হতে বদলিজনিত কারণে উক্ত পদটি বর্তমানে শূন্য আছে), একজন গবেষণা কর্মকর্তা, দুইজন অনুবাদ কর্মকর্তা এবং একজন লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান ।

২.আইন কমিশনের কার্যাবলি:

প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইনসমূহ সংশোধন, বিচার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণ এবং বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের কাঠামো প্রতিষ্ঠাকল্পে দিক-নির্দেশনা দিয়ে আইন কমিশন সরকারের নিকট সুপারিশমূলক প্রতিবেদন পেশ করে আসছে। উল্লেখ্য যে, আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৯ (১) অনুযায়ী প্রতিবছর আইন কমিশন হতে পূর্ববর্তী বছরের সম্পাদিত কার্যাবলির একটি প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করার বিধান আছে । আরো উল্লেখ্য যে, আইন কমিশন আইনের ৯ (২) ধারা অনুসারে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবছর কমিশন থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে পেশ করার বিধান রয়েছে।

কমিশনের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৬ক (১) এর বিধান অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক সম্পাদিতব্য প্রতি ২ (দুই) বছরের একটি কর্মপরিকল্পনা পূর্ববর্তী বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করা হয়। সরকার উক্ত কর্মপরিকল্পনার বিষয়াবলির উপর মতামত বা সুপারিশ ঐ বছরের ৩০ নভেম্বরের মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করে থাকেন। সরকারের মতামত বা পরামর্শ বিবেচনাক্রমে কমিশন উক্ত কর্মপরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করে ঐ বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারকে জ্ঞাত করে থাকে।

৩. আইন কমিশনের ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি:

ক। স্বাস্থ্যসেবা আইন এর খসড়া প্রণয়ন করে সুপারিশ:

২০১১ সালে গৃহীত বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির প্রেক্ষিতে আইন কমিশন কর্তৃক 'স্বাস্থ্যসেবা আইন, ২০১৭' নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনও প্রেরণ করা হয়েছে।

খ। ট্রাস্ট আইন এর খসড়া প্রণয়ন করে সুপারিশ:

মন্ত্রিসভার বিগত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ও সরকারের এ বিভাগের বিগত ০৭ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আইন কমিশন বর্তমানে দেশে প্রচলিত পাবলিক ট্রাস্ট সংক্রান্ত আইন ও বিধানসমূহ পর্যালোচনা করে। গবেষণা কর্ম সম্পাদন শেষে ট্রাস্ট সংক্রান্ত তিনটি আইনের পৃথক খসড়া প্রস্তুত করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে।

গ। অন্যান্য মতামত :-

(১) মতামত প্রদান ও অনুবাদ পর্যালোচনা

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান খসড়া আইন বা বিধির কপি এবং বাংলায় অনুবাদকৃত আইন ও বিধির খসড়া সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য আইন কমিশনে প্রেরণ করে। কমিশন উক্ত খসড়াসমূহ বিশদ পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করে। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভায় মনোনীত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে কমিশনের মতামত উপস্থাপন করেন। এই সব আইন ও বিধিগুলো নিম্নরূপ, যথা:-

ক্রমিক নং	আইন বা বিধির শিরোনাম	মন্তব্য	
১।	প্রবেশন আইন, ২০১৭	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে উক্ত আইন বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে আইন কমিশন আইনটি পর্যালোচনান্তে মতামত প্রদান করে।	
২।	নতুন প্রণীত খসড়া কোম্পানি আইন, ২০১৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নতুন খসড়া কোম্পানি আইন, ২০১৬ সম্পর্কে আইন কমিশনের মতামত চাওয়া হলে আইন কমিশনের প্রতিনিধি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান করে।	
৩।	শিশু আইন, ২০১৩ এর সংশোধনী খসড়া	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত শিশু আইন, ২০১৩ এর সংশোধনী খসড়া সর্ম্পকে আইন কমিশনের মতামত চাওয়া হলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আইন কমিশনের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান করে।	

৪।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৬	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৬ এর খসড়া সম্পর্কে আইন কমিশনের মতামত চাওয়া হলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আইন কমিশনের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান করে।	

(২) প্রশিক্ষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিকাল ইউনিট আয়োজিত e-GP সিস্টেমের উপর PE'দের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আইন কমিশনের জনাব হাবিবুর রহমান, সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা, জনাব মোঃ শামসুদ্দিন মাসুম, সিনিয়র সহকারী সচিব ও জনাব ইয়াসমিন আরা, অনুবাদ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ঘ। কমিশনের অন্যান্য কার্যক্রম

(১) স্বাস্থ্য সেবা আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মতবিনিময় সভা:

বিগত ২৯, সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রি. তারিখে আইন কমিশনের উদ্যোগে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে সকল অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে স্বাস্থ্যসেবা আইনের খসড়ার উপর একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ডাক্তারগণ উক্ত খসড়া বিষয়ে মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

(২) স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত যুক্তরাজ্যে শিক্ষাসফরের প্রতিবেদন

আইন কমিশন প্রায় দুই বছর যাবৎ বাংলাদেশের বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে আসছে। রোগীর অধিকার, চিকিৎসা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের ও প্রতিষ্ঠানের দায়-দায়িত্ব এবং ঔষধ ব্যবস্থাপনাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যুক্তরাজ্যের বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা সফরের মাধ্যমে সম্যক ধারণা অর্জনের লক্ষ্যে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা বিগত ১০-২২ ডিসেম্বর, ২০১৬ যুক্তরাজ্য সফর করেন। দেশে স্বাস্থ্যসেবা আইন প্রণয়নে যুক্তরাজ্যে শিক্ষাসফরে লব্ধ অভিজ্ঞতা ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে।

(৩) খাদ্য অধিকার (Right to food) সংক্রান্ত স্ট্যাডি ট্যুর

(ক) **বান্দরবান জেলার থানচি এলাকা পরিদর্শন:** খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে আইন কমিশন অক্টোবর, ২০১৬ মাসে বান্দরবান জেলার থানচি এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনের অংশ হিসেবে সেখানে বসবাসকারী পাহাড়ী নৃগোষ্ঠির সঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত মতবিনিময় করা হয়। এছাড়া বান্দরবান জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য অধিকার বিষয়ে একটি খসড়া আইন প্রণয়নের কাজ চলছে।

(খ) **চট্টগ্রামে খাদ্য অধিকার বিষয়ে খসড়া আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা:** চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে একশন এইড বাংলাদেশ ও খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক এর আয়োজনে জনগণের খাদ্য অধিকার নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধির সঙ্গে গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে আইন কমিশনের বৈঠক হয়। এতে প্রতিনিধিগণ খাদ্য অধিকার বিষয়ে খসড়া আইন কীরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

(গ) **পটুয়াখালী জেলায় খাদ্য অধিকার বিষয়ে খসড়া আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা:** খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে আইন কমিশন ১৬-২০ মার্চ, ২০১৭খ্রি. তারিখে পটুয়াখালি জেলার কুয়াকাটা এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনের অংশ হিসেবে কলাপাড়া উপজেলার পাখিমারাস্থ পানি জাদুঘরে বিগত ১৮ মার্চ, ২০১৭ তারিখে 'খাদ্য অধিকার আইন ২০১৬' শীর্ষক বিভাগীয় পরামর্শ সভা করা হয়। এছাড়াও বিগত ১৯, মার্চ, ২০১৭ তারিখে কলাপাড়ায় বসবাসকারী রাখাইন নৃগোষ্ঠি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি, নারী প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, স্কুল শিক্ষক ও স্থানীয় সমুদ্র মৎসজীবীদের সঙ্গে 'খাদ্য অধিকার আইন ২০১৬' সংক্রান্ত এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য অধিকার বিষয়ে একটি খসড়া আইন প্রণয়নের কাজ চলছে।

(৪) 'আইন-শব্দকোষ' পুনঃ প্রকাশ

বহুল প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য 'আইন শব্দকোষ' গ্রন্থটি বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক জনাব ড. এম আনিসুজ্জামান এর সম্পাদনায় ২০০৬ সালে ছয় হাজার শব্দের সংকলনে প্রকাশিত হয়। এতে আর্থিক সহযোগিতা করে Canadian International Development Agency (CIDA)। পরবর্তিতে আইন কমিশন বিচারক, আইনজীবী, গবেষক, আইনের শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের অনুরোধ পেয়ে আসছে। গ্রন্থটি বর্তমানে সুলভ না থাকায় ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চাহিদা বিবেচনায় আইন কমিশন নিজ উদ্যোগে CIDA এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে **'আইন শব্দকোষ'** গ্রন্থের পরবর্তী যাবতীয় প্রকাশনার বিষয়ে চিরন্তন লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছে। কমিশনের প্রাথমিক গবেষণায় গ্রন্থটিতে আরো প্রায় ৫০০০ শব্দ সন্নিবেশকরণ আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক জনাব ড. এম আনিসুজ্জামান ও বাংলা একাডেমির সাবেক পরিচালক জনাব হাবীব উল আলম এর সম্পাদনায় শব্দ সন্নিবেশকরণ কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে।

(৫) সাক্ষ্য ও বিচারিক কার্যক্রম (তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার) আইন, ২০১৭ শীর্ষক আইন বিষয়ক গবেষণা

আইন কমিশন কর্তৃক জনস্বার্থে যে কোনো বিষয়ে গবেষণা করার অংশ হিসেবে আইন মন্ত্রণালয়ের মৌখিক অনুরোধের প্রেক্ষিতে সাক্ষ্য ও বিচারিক কার্যক্রম (তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার) আইন, ২০১৭ এর নতুন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত গবেষণা কর্ম সম্পাদন সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করে এ সংক্রান্ত মতামত প্রেরণের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে ও মতবিনিময় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৪. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:-

অষ্টম দ্বিবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০১৭ (আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৬ক অনুসারে প্রস্তুতকৃত) অনুসারে আইন কমিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিম্নরুপ:-

ক্রমিক	আইন ও বিষয়ভিত্তিক গবেষণার শিরোনাম	মন্তব্য
ক.	**যুগোপযোগীকরণ**	
১.	Code of Civil Procedure, 1908 যুগোপযোগীকরণ	
২.	Evidence Act, 1872 যুগোপযোগীকরণ	
৩.	Code of Criminal Procedure, 1898 যুগোপযোগীকরণ	
খ.	**নতুন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত গবেষণা**	
১.	স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন	গবেষণা কার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রণীত খসড়ার উপর মতামত সংগ্রহের কাজ চলছে
২.	খাদ্য অধিকার আইন	
৩.	শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা (অপরাধ)	
৪.	বিশেষ পরিস্থিতিতে জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে নতুন আইন প্রণয়ন	
৫.	মুক্তিযুদ্ধ অস্বীকৃতি অপরাধ আইন, ২০১৬	
গ.	**বিদ্যমান আইন পর্যালোচনা সংক্রান্ত গবেষণা**	
১.	পারিবারিক আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ (পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ সহ বিদ্যমান প্রায় ৩৬টি আইন পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন)	গবেষণা কাজ চলমান আছে।
২.	সড়ক ও যানবাহন সংক্রান্ত আইনসমূহ পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন (Motor Vehicles	

	Ordinance,1983)	
৩.	বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১ ও Small Causes Courts Act, 1887	
ঘ.	**ধারাবাহিক নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা**	
১.	বাংলাদেশ কোড, খন্ড ১-৩৮(১৮৩৬-২০০৬) -	গবেষণা কাজ চলমান আছে।
ঙ.	**আইন শব্দ কোষ**	
১.	আইন শব্দ কোষ গ্রন্থটির পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্কারণ প্রকাশ করণ	গবেষণা কাজ চলমান আছে।
চ.	**জনস্বার্থে যে কোনো বিষয়ে গবেষণা**	
১.	জনস্বার্থে যে কোনো বিষয়ে গবেষণাপূর্বক আইন বা বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ	
২.	সাক্ষ্য ও বিচারিক কার্যক্রম (তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার) আইন, ২০১৭	খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রণীত খসড়ার উপর মতামত সংগ্রহের কাজ চলছে

সপ্তম অধ্যায়

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা কর্তৃক পুস্তক বা সংকলন আকারে প্রকাশিত আইন ও এস.আর.ও. সমূহের তালিকা

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে নিম্নবর্ণিত আইন ও এস.আর.ও. সমূহ মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা কর্তৃক পুস্তক বা সংকলন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে:

১। শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) সর্বশেষ সংশোধনীসহ হালনাগাদ করে পুস্তক আকারে প্রকাশ ও বিতরণ।

২। ২০১৬ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত সকল আইন একত্রিত করে বাৎসরিক আইনের সংকলন (Annual Collection of Laws) বাঁধাইকরণপূর্বক বিতরণ।

৩। ২০১৭ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত সকল আইন একত্রিত করে বাৎসরিক আইনের সংকলন (Annual Collection of Laws) বাঁধাইকরণপূর্বক বিতরণ।

৪। ২০১৬ সালে প্রণীত সকল এস.আর.ও. একত্রিত করে বাৎসরিক এস.আর.ও. সমূহের সংকলন বাঁধাইকরণপূর্বক বিতরণ।

৫। ২০১৭ সালে প্রণীত সকল এস.আর.ও. একত্রিত করে বাৎসরিক এস.আর.ও. সমূহের সংকলন বাঁধাইকরণপূর্বক বিতরণ।

অষ্টম অধ্যায়

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত আইন ও অধ্যাদেশসমূহের তালিকা

২০১৬ সনে প্রণীত আইনসমূহ
[জুলাই-ডিসেম্বর]

ক্রমিক নং	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
১।	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩০ নং আইন)
২।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩১ নং আইন)
৩।	পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩২ নং আইন)
৪।	যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৩ নং আইন)
৫।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৪ নং আইন)
৬।	রেলওয়ে সম্পত্তি (অবৈধ দখল উদ্ধার) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৫ নং আইন)
৭।	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৬ নং আইন)
৮।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন)
৯।	চা আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৮ নং আইন)
১০।	Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ৩৯ নং আইন)
১১।	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪০ নং আইন)
১২।	Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privileges) (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ সনের ৪১ নং আইন)
১৩।	রাষ্ট্রপতির অবসরভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪২ নং আইন)
১৪।	বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬

	(২০১৬ সনের ৪৩ নং আইন)
১৫।	জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৪ নং আইন)
১৬।	পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৫ নং আইন)
১৭।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৬ নং আইন)
১৮।	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৭ নং আইন)
১৯।	বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৮ নং আইন)
২০।	বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) আইন,২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৯ নং আইন)
২১।	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৫০ নং আইন)

২০১৬ সনে প্রণীত অধ্যাদেশসমূহ

ক্রমিক নং	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
১।	পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৬ (২০১৬ সনের ১ নং অধ্যাদেশ)
২।	জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২ নং অধ্যাদেশ)
৩।	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩ নং অধ্যাদেশ)

২০১৭ সনে প্রণীত আইনসমূহ
[জানুয়ারি-জুন]

ক্রমিক নং	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
১।	ক্যাডেট কলেজ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১ নং আইন)
২।	বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২ নং আইন)
৩।	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৩ নং আইন)
৪।	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৪ নং আইন)
৫।	পাট আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৫ নং আইন)
৬।	বাল্যবিবাহ বিরোধ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৬ নং আইন)
৭।	ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৭ নং আইন)
৮।	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৮ নং আইন)
৯।	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৯ নং আইন)
১০।	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১০ নং আইন)
১১।	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১১ নং আইন)

১২।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১২ নং আইন)
১৩।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৩ নং আইন)
১৪।	অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন)
১৫।	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৫ নং আইন)

নবম অধ্যায়

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত উল্লেখযোগ্য এস.আর.ও. এর তালিকা

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে প্রণীত এস,আর ও সমুহ (০১ জুলাই, ২০১৬ থেকে ৩০ জুন,২০১৭ পর্যন্ত)

২০১৬ সনে প্রণীত এস.আর.ও সমূহ

[১ জুলাই হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত]

১।	২১৩-আইন/১৬ ০১/০৭/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের এস.আর.ও/ প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২।	২১৪-আইন/১৬ ০১/০৭/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের এস.আর.ও/ প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩।	২১৫-আইন/১৬ ০১/০৭/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের এস.আর.ও/ প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
০৪।	২১৬-আইন/১৬ ০১/০৭/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের এস.আর.ও/ প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫।	২১৭-আইন/১৬ ০১/০৭/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের এস.আর.ও/ প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬।	২১৮-আইন/১৬ ০১/০৭/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের এস.আর.ও/ প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭।	২১৯-আইন/১৬ ০১/০৭/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের এস.আর.ও/ প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৮।	২২০-আইন/১৬ ০১/০৭/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের এস.আর.ও/ প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৯।	২২১-আইন/১৬ ০১/০৭/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের এস.আর.ও/ প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১০।	২২২-আইন/১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

	০১/০৭/২০১৬	শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের এস.আর.ও/ প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	
১১।	২২৩-আইন/১৬ ০১/০৭/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের এস.আর.ও/ প্রজ্ঞাপনের সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২।	২২৪-আইন/১৬ ১২/০৭/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৩।	২২৫-আইন/১৬ ১২/০৭/২০১৬	লক্ষীপুর জেলাধীন রামগঞ্জ পৌরসভা সম্প্রসারণের লক্ষে শহর এলাকা ঘোষণা সংক্রান্ত বিগত ০৭ ভাদ্র, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২২ আগস্ট,২০০৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ২০৮-আইন/২০০৭ বাতিল	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৪।	২২৬-আইন/১৬ ১২/০৭/২০১৬	সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলাধীন কতিপয় এলাকার সমন্বয়ে পৌরসভা গঠনের লক্ষে শহর এলাকা ঘোষণা	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৫।	২২৭-আইন/১৬ ১২/০৭/২০১৬	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ২০১১ এর সংশোধন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৬।	২২৮-আইন/১৬ ১৪/০৭/২০১৬	প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের বেসামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা এবং কর্মচারী (গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৬	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১৭।	২২৯-আইন/১৬ ১৪/০৭/২০১৬	টেকনাফ নদী বন্দর এর সীমানা নির্ধারণক্রমে Ports Act,1908 এর প্রয়োগ কার্যকর	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১৮।	২৩০-আইন/১৬ ১৪/০৭/২০১৬	Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA) কে টেকনাফ নদী বন্দর এর সংরক্ষক (conservator) হিসাবে নিযুক্তি	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১৯।	২৩১-আইন/১৬ ১৬/০৭/২০১৬	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (পোশাকধারী কর্মকর্তা) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৬	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২০।	২৩২-আইন/১৬ ১৮/০৭/২০১৬	Customs Act,1969 এর Section 19 এর sub-section (1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত Act এর FIRST SCHEDULE ভুক্ত পণ্যসমূহের মধ্যে Heading 29.33 এর বিপরীতে H.S.Code 2933. 99.00 এর বিপরীতে Other পণ্যের ক্ষেত্রে উহাদের উপর	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

		আরোপণীয় সুমদয় আমদানি শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদান এবং Customs Act,1969 এর Section 25 এর sub-section (3) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯ জৈষ্ঠ্য, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০২ জুন, ২০১৬খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৬৫-আইন/২০১৬/২৭কাস্টমস এর সংশোধন	
২১।	২৩৩-আইন/১৬ ১৮/০৭/২০১৬	Customs Act,1969 এর Section 19 এর sub-section (1) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত Act এর FIRST SCHEDULE ভুক্ত পণ্যসমূহের মধ্যে Heading 29.33 এর বিপরীতে H.S.Code 2933.99.00 এর বিপরীতে Other পণ্যের ক্ষেত্রে উহাদের উপর আরোপণীয় সুমদয় আমদানি শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদান এবং Customs Act, 1969 এর Section 25 এর sub-section (3) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯ জৈষ্ঠ্য, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০২ জুন, ২০১৬ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৬৫-আইন/২০১৬/২৭কাস্টমস এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২।	২৩৪-আইন/১৬ ১৮/০৭/২০১৬	নির্বাচন কমিশন (শিক্ষানবিস কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ ও বিভাগীয় পরীক্ষা এবং সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৬	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
২৩।	২৩৫-আইন/১৬ ১৮/০৭/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৪।	২৩৬-আইন/১৬ ১৮/০৭/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৫।	২৩৭-আইন/১৬ ১৮/০৭/২০১৬	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৬	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
২৬।	২৩৮-আইন/১৬ ১৮/০৭/২০১৬	ময়মনসিংহ পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ সংক্রান্ত ০১ জৈষ্ঠ্য ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৫ মে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং১৩৩(ক)-আইন/২০১৬ এর সংশোধন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২৭।	২৩৯-আইন/১৬ ২০/০৭/২০১৬	কর্মসংস্থান ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০২ এর সংশোধন	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

২৮।	২৪০-আইন/১৬ ২৫/০৭/২০১৬	Asian Infrastructure Investment Bank Act, 2016 এর ইংরেজি পাঠ প্রকাশ	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
২৯।	২৪১-আইন/১৬ ২৫/০৭/২০১৬	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের নামে আমদানীতব্য পণ্য, যন্ত্রপাতি, সেবা ও দলিলাদি হতে উৎসে আয়কর অব্যাহতি এবং রাশান ঠিকাদার Atomstroyexport এর প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে অর্জিত আয়, রাশান ও বিদেশি কর্মচারীগণ/ কনসালটেন্টগণের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজাদি হতে উদ্ভূত আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩০।	২৪২-আইন/১৬ ২৫/০৭/২০১৬	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের নামে আমদানীতব্য পণ্য, যন্ত্রপাতি, সেবা ও দলিলাদি হতে উৎসে আয়কর অব্যাহতি এবং রাশান ঠিকাদার Atomstroyexport এর প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে অর্জিত আয়, রাশান ও বিদেশী কর্মচারীগণ/ কনসালটেন্টগণের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজাদি হতে উদ্ভুত আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩১।	২৪৩-আইন/১৬ ২৫/০৭/২০১৬	মৌলভীবাজার জেলার মৌলভীবাজার সদর উপজেলাধীন ৩৫২.১২ (তিনশত বায়ান্ন দশমিক এক দুই) একর ভূমি এলাকাকে অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে নির্বাচনক্রমে 'শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল' হিসাবে ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩২।	২৪৪-আইন/১৬ ২৫/০৭/২০১৬	Bangladesh Civil Service (Engineering: Public Works) Composition and Cadre Rules, 1980 এর সংশোধন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩৩।	২৪৫-আইন/১৬ ২৬/০৭/২০১৬	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া পাওয়ার কোম্পানি (প্রাঃ) লিমিটেড (BIFPCL) এর 2X 660MW Maitree Super Thermal Power Project on Turnkey Basis at Rampal Bagerhat বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), India এর আমদানির সহিত জড়িত ঠিকাদারী বিলসমূহ হতে উৎসে আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৪।	২৪৬-আইন/১৬	Income-tax Ordinance, 1984 এর Section 44 এর sub-sectin (4) এর clause (b) তে প্রদত্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

	২৬/০৭/২০১৬	ক্ষমতাবলে ৪ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখের এস আর ও নং ৩৫৪-আইন/২০১৩ এর সংশোধন	
৩৫।	২৪৭-আইন/১৬ ০২/০৮/২০১৬	Customs Act, 1969 এর Section 9 এর clause(b) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৪ পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০৭ জানুয়ারি,২০১৫ খ্রি: তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ০৫-আইন/ ২০১৫/২৫২৯/শুল্ক রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৬।	২৪৮-আইন/১৬ ০২/০৮/২০১৬	ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ থানার আওতাধীন পানগাঁও মৌজার অন্তর্ভুক্ত এলাকাকে পানগাঁও শুল্ক বন্দর হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৭।	২৪৯-আইন/১৬ ০২/০৮/২০১৬	পানগাঁও স্থল বন্দর এর সীমা নির্ধারণ এবং মালামাল বোজাইকরণ ও খালাসের জন্য যথাযথ স্থান অনুমোদন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৮।	২৫০-আইন/১৬ ০২/০৮/২০১৬	Customs Act,1969 এর Section 11 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৪ পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৭ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ৬-আইন/২০১৫/২৫৩৭/শুল্ক রহিতক্রমে পানগাঁও শুল্ক বন্দর এলাকাকে ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৯।	২৫১-আইন/১৬ ০২/০৮/২০১৬	পানগাঁও শুল্ক বন্দরকে কাস্টমস্ হাউস এর অধিক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪০।	২৫২-আইন/১৬ ০২/০৮/২০১৬	Customs Act,1969 এর Section 9 এর clause (b) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ বিভাগ ২৪ পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০৭ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রি: তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ৩২৭-আইন/২০১৫/৫৮/শুল্ক রহিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪১।	২৫৩-আইন/১৬ ০২/০৮/২০১৬	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন ইটবাড়িয়া মৌজার অন্তর্ভুক্ত এলাকাকে পায়রা শুল্ক বন্দর হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪২।	২৫৪-আইন/১৬ ০২/০৮/২০১৬	Customs Act,1969 এর Section 10 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৭ পৌষ,১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ৩৮৮-আইন/২০১৫/৬৬/শুল্ক রহিতক্রমে পায়রা শুল্ক বন্দর এর সীমা নির্ধারণ এবং মালামাল বোঝাইকরণ ও খালাসের	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

		জন্য যথাযথ স্থান অনুমোদান	
৪৩।	২৫৫-আইন/১৬ ০২/০৮/২০১৬	Customs Act,1969 এর Section 11 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৭ পৌষ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৩১ ডিসেম্বর,২০১৫ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ৩৮৭-আইন/২০১৫/৬৫/শুল্ক রহিতক্রমে পায়রা শুল্ক বন্দর এলাকাকে ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৪।	২৫৬-আইন/১৬ ০২/০৮/২০১৬	পায়রা শুল্ক বন্দরকে কাস্টম হাউস,পায়রা এবং উক্ত শুল্কবন্দরের অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহকে কাস্টম হাউস, পায়রা এর অধিক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৫।	২৫৭-আইন/১৬ ১০/০৮/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বাজেটে Income Tax Rules,1984 এর সংশোধন এবং Income-tax Ordinance,1984 এর section 44(4)(b) এর অধীন জারিতব্য	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৬।	২৫৮-আইন/১৬ ১০/০৮/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বাজেটে Income Tax Rules,1984 এর সংশোধন এবং Income-tax Ordinance, 1984 এর section 44(4)(b) এর অধীন জারিতব্য	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৭।	২৫৯-আইন/১৬ ১০/০৮/২০১৬	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বাজেটে Income Tax Rules,1984 এর সংশোধন এবং Income-tax Ordinance, 1984 এর section 44(4)(b) এর অধীন জারিতব্য	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৮।	২৬০-আইন/১৬ ১০/০৮/২০১৬	জেলা পরিষদ (ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৬	স্থানীয় সররকার বিভাগ
৪৯।	২৬১-আইন/১৬ ১০/০৮/২০১৬	রাষ্ট্রপতির কার্যালয় (জন বিভাগ) এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৬	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
৫০।	২৬২-আইন/১৬ ১০/০৮/২০১৬	উপজেলা পরিষদ (আদেশের বিরুদ্ধে আপিল) বিধিমালা, ২০১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫১।	২৬৩-আইন/১৬ ১১/০৮/২০১৬	Imports and Exports (Control) Act, 1950 এর Section -3 এর Sub Section (1) এর অধীন আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ২৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৫৮) এর বিধান স্থগিতকরণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৫২।	২৬৪-আইন/১৬ ১৪/০৮/২০১৬	নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫৩।	২৬৫-আইন/১৬ ১৮/০৮/২০১৬	রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমদানিতব্য পণ্য, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের উপর প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি মওকুফ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫৪।	২৬৬-আইন/১৬ ২৩/০৮/২০১৬	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৬ নং আইন) এর কার্যকরতা প্রদান	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫৫।	২৬৭-আইন/১৬ ২৩/০৮/২০১৬	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১৫(১) এর অধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৫৬।	২৬৮-আইন/১৬ ২৩/০৮/২০১৬	ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলা সিনিয়র সহকারী জজ আদালত ভোলা জেলা সদর হইতে মনপুরা উপজেলায় স্থানান্তর	আইন ও বিচার বিভাগ
৫৭।	২৬৯-আইন/১৬ ২৩/০৮/২০১৬	ময়মনসিংহ পৌরসভার বিদ্যমান এলাকা সম্প্রসারণের লক্ষে ঘোষিত শহর এলাকা পৌরসভার অন্তর্ভুক্তকরণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫৮।	২৭০-আইন/১৬ ২৩/০৮/২০১৬	কুরিয়ার সার্ভিস (শুল্কায়ন) পরিচালনা এবং লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৬	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫৯।	২৭১-আইন/১৬ ২৪/০৮/২০১৬	বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচলকারী জাহাজসমূহের জন্য ট্যারিফ নির্ধারণ	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৬০।	২৭২-আইন/১৬ ২৪/০৮/২০১৬	বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচলকারী জাহাজসমূহের জন্য ট্যারিফ নির্ধারণ	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৬১।	২৭৩-আইন/১৬ ২৪/০৮/২০১৬	বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচলকারী জাহাজসমূহের জন্য ট্যারিফ নির্ধারণ	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৬২।	২৭৪-আইন/১৬ ২৮/০৮/২০১৬	যুক্তরাষ্ট্রের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী H. E. Mr. John F. Kerry- কে ২৯ আগস্ট, ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ সফরকালীন সময়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (Very Important Person) হিসাবে ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৬৩।	২৭৫-আইন/১৬	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থল শুল্ক স্টেশন এর সীমানা নির্ধারণ এবং উক্ত এলাকাকে ওয়ারহাউজিং স্টেশন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

	২৯/০৮/২০১৬	(Warehousing Station) হিসাবে ঘোষণা	
৬৪।	২৭৬-আইন/১৬ ২৯/০৮/২০১৬	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থল শুল্ক স্টেশন এর সীমানা নির্ধারণ এবং উক্ত এলাকাকে ওয়ারহাউজিং স্টেশন (Warehousing Station) হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬৫।	২৭৭-আইন/১৬ ২৯/০৮/২০১৬	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্যারিফ সিডিউল সংক্রান্ত	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৬৬।	২৭৮-আইন/১৬ ২৯/০৮/২০১৬	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্যারিফ সিডিউল সংক্রান্ত	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৬৭।	২৭৯-আইন/১৬ ২৯/০৮/২০১৬	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্যারিফ সিডিউল সংক্রান্ত	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৬৮।	২৮০-আইন/১৬ ২৯/০৮/২০১৬	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্যারিফ সিডিউল সংক্রান্ত	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৬৯।	২৮১-আইন/১৬ ২৯/০৮/২০১৬	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্যারিফ সিডিউল সংক্রান্ত	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৭০।	২৮২-আইন/১৬ ০৫/০৯/২০১৬	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৬	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৭১।	২৮৩-আইন/১৬ ০৫/০৯/২০১৬	জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরসভার বিদ্যমান এলাকা সম্প্রসারণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৭২।	২৮৪-আইন/১৬ ০৫/০৯/২০১৬	Protection and Conservation of Fish Rules, 1985 এর সংশোধন	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৭৩।	২৮৫-আইন/১৬ ০৮/০৯/২০১৬	Imports and Exports (Control) Act,1950 এর section 3 এর sub-section (1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্তৃক জারীকৃত ২৭ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১১ আগস্ট, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ২৬৩-আইন/ ২০১৬ এর সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৭৪।	২৮৬-আইন/১৬	সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার টেকেরঘাট নদী বন্দর এর সীমানা নির্ধারণক্রমে Ports Act,1908 এর	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

	১৯/০৯/২০১৬	প্রয়োগ কার্যকর করা এবং Bangladesh Indand Water Transport Authority (BIWTA) কে উক্ত নদী বন্দর এর সংরক্ষক (Conservator) নিযুক্তি	
৭৫।	২৮৭-আইন/১৬ ১৯/০৯/২০১৬	সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার টেকেরঘাট নদী বন্দর এর সীমানা নির্ধারণক্রমে Ports Act,1908 এর প্রয়োগ কার্যকর করা এবং Bangladesh Indand Water Transport Authority (BIWTA) কে উক্ত নদী বন্দর এর সংরক্ষক (Conservator) নিযুক্তি	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৭৬।	২৮৮-আইন/১৬ ১৯/০৯/২০১৬	বীমাকারীর মূলধন ও শেয়ার ধারণ বিধিমালা, ২০১৬	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৭৭।	২৮৯-আইন/১৬ ১৯/০৯/২০১৬	Bangladesh Standards and Testing Institution Orsinance, 1985 এর অধীন মাস্টার্ড অয়েল নামক পণ্যের বাংলাদেশ মান পুনঃনির্ধারণ এবং বাংলাদেশ মানের সমমানের না হলে সংশ্লিষ্ট পণ্য নিষিদ্ধকরণ	শিল্প মন্ত্রণালয়
৭৮।	২৯০-আইন/১৬ ১৯/০৯/২০১৬	Bangladesh Standards and Testing Institution Orsinance, 1985 এর Section 24 এর sub-section (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিগত ১১ ই চৈত্র ১৪০৯ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৫ শে মার্চ, ২০০৩ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপন এস আরও নং ৮৪-আইন/২০০৩ এর সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
৭৯।	২৯১-আইন/১৬ ২২/০৯/২০১৬	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
৮০।	২৯২-আইন/১৬ ২৫/০৯/২০১৬	গোপালগঞ্জ পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষে, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলাধীন কতিপয় পল্লী এলাকাকে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৮১।	২৯৩-আইন/১৬ ২৯/০৯/২০১৬	তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ এর কতিপয় বিধান সংশোধন	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৮২।	২৯৪-আইন/১৬ ২৯/০৯/২০১৬	নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইন, ২০১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৮৩।	২৯৫-আইন/১৬	বিড়ি শিল্প সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্য	শ্রম ও কর্ম সংস্থান

	২৯/০৯/২০১৬	নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণ	মন্ত্রণালয়
৮৪।	২৯৬-আইন/১৬ ২৯/০৯/২০১৬	ইউনিয়ন পরিষদ (সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের ক্ষমতা ও বিশেষ কার্যাবলী) বিধিমালা,২০১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৮৫।	২৯৭-আইন/১৬ ২৯/০৯/২০১৬	ইউনিয়ন পরিষদ (পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৮৬।	২৯৮-আইন/১৬ ২৯/০৯/২০১৬	ইউনিয়ন পরিষদ (চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের ক্ষমতা ও কার্যাবলী) বিধিমালা, ২০১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৮৭।	২৯৯-আইন/১৬ ২৯/০৯/২০১৬	ইউনিয়ন পরিষদ (বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়) বিধিমালা, ২০১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৮৮।	৩০০-আইন/১৬ ২৯/০৯/২০১৬	পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনাল এর বিদ্যমান ট্যারিফ হার হ্রাস/সংশোধন	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
৮৯।	৩০১-আইন/১৬ ২৯/০৯/২০১৬	ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১০ নং আইন) এর অধীন ডিএনএ ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৯০।	৩০২-আইন/১৬ ০৪/১০/২০১৬	চা আমদানি লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৯১।	৩০৩-আইন/১৬ ০৪/১০/২০১৬	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (নীট মুনাফা নির্ধারণ, সংরক্ষিত তহবিলে জমার পরিমাণ নির্ধারণ, ঋণ পরিশোধ, উদ্বৃত্ত অংশ ঘোষণা, লভ্যাংশের পরিমাণ ও শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টনের পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৬	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৯২।	৩০৪-আইন/১৬ ০৪/১০/২০১৬	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (তত্ত্বাবধান, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৬	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৯৩।	৩০৫-আইন/১৬ ০৪/১০/২০১৬	Press Council Rules, 1980 এর সংশোধন	তথ্য মন্ত্রণালয়
৯৪।	৩০৬-আইন/১৬ ০৬/১০/২০১৬	ইউনিয়ন পরিষদ (চুক্তি) বিধিমালা, ২০১২ এর সংশোধন	স্থানীয় সরকার বিভাগ

৯৫।	৩০৭-আইন/১৬ ০৬/১০/২০১৬	ইউনিয়ন পরিষদ (উন্নয়ন পরিকল্পনা) বিধিমালা, ২০১৩, এর সংশোধন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৯৬।	৩০৮-আইন/১৬ ০৬/১০/২০১৬	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ২০১১ এর সংশোধন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৯৭।	৩০৯-আইন/১৬ ০৬/১০/২০১৬	ইউনিয়ন পরিষদ (সম্পত্তি) বিধিমালা, ২০১২ এর সংশোধন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৯৮।	৩১০-আইন/১৬ ১০/১০/২০১৬	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইন,২০১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৯৯।	৩১১-আইন/১৬ ১০/১০/২০১৬	ফরিদপুর পৌরসভা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণা	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১০০।	৩১২-আইন/১৬ ১৩/১০/২০১৬	বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট Dr. Jim Yong Kim-কে ১৬-১৯ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফরকালীন সময়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (Very Important Person) হিসাবে ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১০১।	৩১৩-আইন/১৬ ১৭/১০/২০১৬	জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলাধীন হাজরাবাড়ী পৌরসভা বাতিলকরণ প্রজ্ঞাপন এস,আর, ও নং ৯৩-আইন/২০০২ বাতিল	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১০২।	৩১৪-আইন/১৬ ১৭/১০/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১০৩।	৩১৫-আইন/১৬ ১৭/১০/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১০৪।	৩১৬-আইন/১৬ ১৯/১০/২০১৬	নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর অধীন বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠা	আইন ও বিচার বিভাগ
১০৫।	৩১৭-আইন/১৬ ১৯/১০/২০১৬	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (গার্ড পুলিশ) বিধিমালা, ২০১৬	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১০৬।	৩১৮-আইন/১৬ ২৪/১০/২০১৬	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা, ২০১৬	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১০৭।	৩১৯-আইন/১৬ ২৪/১০/২০১৬	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা-কর্মচারী) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা,২০১৬	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১০৮।	৩২০-আইন/১৬ ২৪/১০/২০১৬	বাংলাদেশ স্থল বন্দর শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১০৯।	৩২১-আইন/১৬ ২৪/১০/২০১৬	সেবা পরিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৬	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১১০।	৩২২-আইন/১৬ ২৪/১০/২০১৬	ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১১১।	৩২৩-আইন/১৬ ২৪/১০/২০১৬	বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল প্রবিধানমালা, ২০১৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১১২।	৩২৪-আইন/১৬ ২৪/১০/২০১৬	Essential Commodities Control order,1981এর সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১১৩।	৩২৫-আইন/১৬ ২৫/১০/২০১৬	কর বিভাগ (১০ম গ্রেড হইতে ২০তম গ্রেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৬	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১১৪।	৩২৬-আইন/১৬ ৩০/১০/২০১৬	২০১৬-২০১৭ মাড়াই মৌসুমে চিনিকলসমূহে আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন শুরুর তারিক ঘোষণা	শিল্প মন্ত্রণালয়
১১৫।	৩২৭-আইন/১৬ ৩০/১০/২০১৬	জীবন বীমা কর্পোরেশন এর ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসার্স সার্ভিস রেগুলেশনস্, ১৯৭৮ এর সংশোধন	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
১১৬।	৩২৮-আইন/১৬ ৩০/১০/২০১৬	ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১১৭।	৩২৯-আইন/১৬ ০১/১১/২০১৬	মেট্রোরেল বিধিমালা, ২০১৬	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
১১৮।	৩৩০-আইন/১৬ ০১/১১/২০১৬	ইলেকট্রনিক সীল ও লক সেবা বিধিমালা,২০১৬	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১১৯।	৩৩১-আইন/১৬	ট্যারিফ মূল্য ও ন্যূনতম মূল্য সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

	০১/১১/২০১৬	১৬৫-আইন/ ২০১৬/২৭/কাস্টমস সংশোধন	
১২০।	৩৩২-আইন/১৬ ০৩/১১/২০১৬	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর ইংরেজি পাঠ	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
১২১।	৩৩৩-আইন/১৬ ০৩/১১/২০১৬	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২২।	৩৩৪-আইন/১৬ ০৭/১১/২০১৬	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ সকল শ্রেণির চাকরি অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
১২৩।	৩৩৫-আইন/১৬ ১৩/১১/২০১৬	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (প্রশিক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৬	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১২৪।	৩৩৬-আইন/১৬ ১৩/১১/২০১৬	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ২০১১ এর সংশোধন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১২৫।	৩৩৭-আইন/১৬ ১৩/১১/২০১৬	মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার আমতৈল মৌজাকে ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসেবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২৬।	৩৩৮-আইন/১৬ ১৩/১১/২০১৬	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
১২৭।	৩৩৯-আইন/১৬ ১৪/১১/২০১৬	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১২৮।	৩৪০-আইন/১৬ ১৪/১১/২০১৬	সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা,২০১৬	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১২৯।	৩৪১-আইন/১৬ ১৫/১১/২০১৬	জেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১৩০।	৩৪২-আইন/১৬ ১৫/১১/২০১৬	জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

১৩১।	৩৪৩-আইন/১৬ ২১/১১/২০১৬	Police Regulations Bengal,1943 এর সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৩২।	৩৪৪-আইন/১৬ ২১/১১/২০১৬	Recuitment Rules for the Civilian Gazetted Officers (Class-1 and Class-11) in the Lower Formation of Bangladesh Army,1985 এর সংশোধন	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১৩৩।	৩৪৫-আইন/১৬ ২১/১১/২০১৬	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধন	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১৩৪।	৩৪৬-আইন/১৬ ২১/১১/২০১৬	লাইফ ইন্স্যুরেন্স গ্রাহক নিরাপত্তা তহবিল প্রবিধানমালা, ২০১৬	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
১৩৫।	৩৪৭-আইন/১৬ ২১/১১/২০১৬	পটুয়াখালী জেলার পটুয়াখালী পৌরসভার বিদ্যমান এলাকা সম্প্রসারণের নিমিত্ত শহর এলাকা ঘোষণা	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৩৬।	৩৪৮-আইন/১৬ ২১/১১/২০১৬	Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA) কে শিমুলিয়া নদী বন্দর এর সংরক্ষক (Conservator) নিযুক্ত	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১৩৭।	৩৪৯-আইন/১৬ ২১/১১/২০১৬	Bangladesh Standards and Testion Institution Ordinance, 1985 এর অধীন বিগত ১৮ জুন, ২০০৭ খ্রি: তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১২২-আইন/২০০৭ এর সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৩৮।	৩৫০-আইন/১৬ ২১/১১/২০১৬	Bangladesh Standards and Testion Institution Ordinance, 1985 এর অধীন বিগত ১৮ জুন, ২০০৭ খ্রি: তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১১৯-আইন/২০০৭ এর সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৩৯।	৩৫১-আইন/১৬ ২১/১১/২০১৬	Bangladesh Standards and Testion Institution Ordinance, 1985 এর অধীন বিগত ২৫ মার্চ, ২০০৩ খ্রি: তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ৮৪-আইন/২০০৩ এর সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৪০।	৩৫২-আইন/১৬ ২১/১১/২০১৬	Bangladesh Standards and Testion Institution Ordinance, 1985 এর অধীন বিগত ২৫ মার্চ, ২০০৩ খ্রি: তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ৮৫-আইন/২০০৩ এর সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়

১৪১।	৩৫৩-আইন/১৬ ২৩/১১/২০১৬	বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৩ নং আইন) এর কার্যকরতা প্রদান	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৪২।	৩৫৪-আইন/১৬ ২৩/১১/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৪৩।	৩৫৫-আইন/১৬ ২৩/১১/২০১৬	টাংগাইল জেলার আওতাধীন ঘাটাইল ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৪৪।	৩৫৬-আইন/১৬ ২৩/১১/২০১৬	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯১ এর তফসিল সংশোধন	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১৪৫।	৩৫৭-আইন/১৬ ২৩/১১/২০১৬	আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-১৮ এর নিয়ন্ত্রিত পণ্য তালিকার এইচ, এস হেডিং নম্বর ৮৭.০১ হইতে ৮৭.০৪ এর আওতায় শ্রেণিবিন্যাসকৃত ৫(পাঁচ) বৎসরের অধিক পুরাতন ৪৭৮ (চারশত আটাত্তর) ইউনিট গাড়ি বিশেষ বিবেচনায় কতিপয় শর্তে ছাড়করণে সম্মতি প্রদান	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১৪৬।	৩৫৮-আইন/১৬ ৩০/১১/২০১৬	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পে নিয়োজিত বিদেশী নাগরিকদের প্রকল্প হতে উদ্ভূত বেতন ও ভাতার উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১৪৭।	৩৫৯-আইন/১৬ ০১/১২/২০১৬	Rules of Business, 1996-এর Rule 3(i) অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুটি বিভাগ গঠন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১৪৮।	৩৬০-আইন/১৬ ০৫/১২/২০১৬	গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ এর সংশোধন	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৪৯।	৩৬১-আইন/১৬ ০৫/১২/২০১৬	গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ এর সংশোধন	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৫০।	৩৬২-আইন/১৬ ০৫/১২/২০১৬	এলপিজি বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধন	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৫১।	৩৬৩-আইন/১৬ ০৫/১২/২০১৬	সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫ এর সংশোধন	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৫২।	৩৬৪-আইন/১৬ ০৫/১২/২০১৬	Petroleum Rules,1937 এর সংশোধন	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৫৩।	৩৬৫-আইন/১৬ ০৫/১২/২০১৬	বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোঁরা বিধিমালা,২০১৬	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
১৫৪।	৩৬৬-আইন/১৬ ০৫/১২/২০১৬	আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ এর সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১৫৫।	৩৬৭-আইন/১৬ ০৫/১২/২০১৬	Bangladesh Inland Water Transport Auhority (BIWTA) কে চিলমারী নদী বন্দর এর সংরক্ষক নিযুক্ত	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১৫৬।	৩৬৮-আইন/১৬ ০৫/১২/২০১৬	চিলমারী নদী বন্দর এর সীমানা নির্ধারণ	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১৫৭।	৩৬৯-আইন/১৬ ০৬/১২/২০১৬	United Ashuganj Energy Ltd. কর্তৃক আশুগঞ্জে ১৯৫ মেঃওঃ ক্ষমতাসম্পন্ন মডিউলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত উক্ত কোম্পানির আর্থিক দলিলাদি রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সমুদয় স্ট্যাম্প ডিউটি প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১৫৮।	৩৭০-আইন/১৬ ১৫/১২/২০১৬	ইউনিয়ন পরিষদ নমুনা প্রবিধানমালা, ২০১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৫৯।	৩৭১-আইন/১৬ ১৫/১২/২০১৬	ইউনিয়ন পরিষদ (পরিষদ পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং পরিদর্শকের ক্ষমতা)বিধিমালা, ২০১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৬০।	৩৭২-আইন/১৬ ১৫/১২/২০১৬	কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৬ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬১।	৩৭৩-আইন/১৬ ১৫/১২/২০১৬	কর্মকর্তা ও কর্মচারী (জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৬ এর সংশোধন	তথ্য মন্ত্রণালয়
১৬২।	৩৭৪-আইন/১৬ ১৮/১২/২০১৬	Customs Act,1969 এর Section 19 এর Sub-section (1) এবং মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১ এর ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২ জুন, ২০১৬ খ্রি: তারিখের	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

		প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং-১৪৮-আইন/২০১৬/১০/কাস্টমস এর সংশোধন	
১৬৩।	৩৭৫-আইন/১৬ ১৮/১২/২০১৬	Customs Act,1969 এর Section 19 এর Sub-section (1) এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৭ আষাঢ়, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১ জুলাই, ২০১৬ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ২১৪-আইন/২০১৬/৪১/কাস্টমস এর সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১৬৪।	৩৭৬-আইন/১৬ ২০/১২/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৬৫।	৩৭৭-আইন/১৬ ২১/১২/২০১৬	উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১৬৬।	৩৭৮-আইন/১৬ ২১/১২/২০১৬	উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১৬৭।	৩৭৯-আইন/১৬ ২৮/১২/২০১৬	Rules of Business, 1996 এর সংশোধন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১৬৮।	৩৮০-আইন/১৬ ২৮/১২/২০১৬	আবদুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৬৯।	৩৮১-আইন/১৬ ২৯/১২/২০১৬	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

<u>২০১৭ সনে প্রণীত এস.আর.ও সমূহ (১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত)</u>

ক্রমিক নং	**এস.আর.ও নম্বর এবং তারিখ**	**সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**	**প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/বোর্ডের নাম**
১।	০১-আইন/২০১৭ ০৫/০১/২০১৭	টাঙ্গাইল জেলার আওতাধীন ঘাটাইল ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

		পরিচালনা	
২।	০২-আইন/২০১৭ ০৫/০১/২০১৭	বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৮৩ এর অধীন নির্ধারিত শিল্প ও নির্ধারিত এলাকা ঘোষণা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩।	০৩-আইন/২০১৭ ০৫/০১/২০১৭	কম্পোজিট এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার আমদানিতে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদানের লক্ষ্যে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন ০২ জুন,২০১৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৭৬-আইন/ ২০০৬/ ৭৫২-মূসক এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪।	০৪-আইন/২০১৭ ১২/০১/২০১৭	মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল বিধিমালা, ২০১৭	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫।	০৫-আইন/২০১৭ ১২/০১/২০১৭	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন বিধিমালা, ২০১৭	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৬।	০৬-আইন/২০১৭ ১২/০১/২০১৭	জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা বিধিমালা,২০১৭	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৭।	০৭-আইন/২০১৭ ১২/০১/২০১৭	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৮।	০৮-আইন/২০১৭ ১২/০১/২০১৭	মজু চৌধুরীরহাট নদী বন্দর এর সীমানা নির্ধারণ	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৯।	০৯-আইন/২০১৭ ১২/০১/২০১৭	Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA) কে মজু চৌধুরীরহাট নদী বন্দর এর সংরক্ষক (conservator) হিসাবে নিযুক্ত	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১০।	১০-আইন/২০১৭ ১২/০১/২০১৭	কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ এর সংশোধন	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১১।	১১-আইন/২০১৭ ১৬/০১/২০১৭	বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৮৩ এর অধীন নির্ধারিত শিল্প ও নির্ধারিত এলাকা ঘোষণা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১২।	১২-আইন/২০১৭ ১৭/০১/২০১৭	কক্সবাজার জেলার মোনাখালী এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় এডি ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার নিমিত্ত অনুমোদিত এলাকা ঘোষণা সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রজ্ঞাপন সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৩।	১৩-আইন/২০১৭ ১৮/০১/২০১৭	পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩ এর সংশোধন	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
১৪।	১৪-আইন/২০১৭ ১৯/০১/২০১৭	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পুনগর্ঠন করে (ক) জননিরাপত্তা বিভাগ এবং (খ) সুরক্ষা সেবা বিভাগ নামে দুটি বিভাগ গঠন এবং উক্ত বিভাগ দুটির কার্যতালিকা নির্ধারণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১৫।	১৫-আইন/২০১৭ ১৯/০১/২০১৭	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পুনগর্ঠন করে (ক) জননিরাপত্তা বিভাগ এবং (খ) সুরক্ষা সেবা বিভাগ নামে দুটি বিভাগ গঠন এবং উক্ত বিভাগ দুটির কার্যতালিকা নির্ধারণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১৬।	১৬-আইন/২০১৭ ১৯/০১/২০১৭	কারা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ এর সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৭।	১৭-আইন/২০১৭ ১৯/০১/২০১৭	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৮।	১৮-আইন/২০১৭ ১৯/০১/২০১৭	ইলেকট্রনিক সীল ও লক সেবা বিধিমালা, ২০১৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯।	১৯-আইন/২০১৭ ২৪/০১/২০১৭	যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ০৮ নং আইন) ৩০ মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখকে উক্ত আইন কার্যকর হইবার তারিখ নির্ধারণ	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
২০।	২০-আইন/২০১৭ ২৪/০১/২০১৭	নাফ ট্যুরিজম পার্ক অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

২১।	২১-আইন/২০১৭ ২৪/০১/২০১৭	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২২।	২২-আইন/২০১৭ ২৪/০১/২০১৭	ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএন এ) আইন, ২০১৪ এর ইংরেজি পাঠ	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৩।	২৩-আইন/২০১৭ ২৫/০১/২০১৭	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট তহবিল পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৭	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
২৪।	২৪-আইন/২০১৭ ২৫/০১/২০১৭	সোপ এন্ড কসমেটিকস শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ও কর্মচারিদের জন্য নিম্নতম মজুরীর হার নির্ধারণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২৫।	২৫-আইন/২০১৭ ২৫/০১/২০১৭	বাগেরহাট জেলাধীন মোংলা পোর্ট পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২৬।	২৬-আইন/২০১৭ ০৫/০২/২০১৭	Income Tax Rules, 1984 এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৭।	২৭-আইন/২০১৭ ০৫/০২/২০১৭	জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলায় ওয়্যারহাউজিং স্টেশন (Warehousing Station) হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৮।	২৮-আইন/২০১৭ ০৫/০২/২০১৭	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ইংরেজি অনুবাদ	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
২৯।	২৯-আইন/২০১৭ ০৫/০২/২০১৭	জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্মচারী (অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এর সংশোধন	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৩০।	৩০-আইন/২০১৭ ১২/০২/২০১৭	সোফা, চেয়ার ও অন্যান্য ফার্নিচারের নূন্যতম শুল্কায়ন মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে গত ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০২ জুন,২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর. ও নং ১৬৫-আইন/২০১৬/২৭/কাস্টমস এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৩১।	৩১-আইন/২০১৭ ১২/০২/২০১৭	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
৩২।	৩২-আইন/২০১৭ ১৪/০২/২০১৭	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩৩।	৩৩-আইন/২০১৭ ১৫/০২/২০১৭	খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা,২০১৭	খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩৪।	৩৪-আইন/২০১৭ ১৫/০২/২০১৭	খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭	খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩৫।	৩৫-আইন/২০১৭ ১৫/০২/২০১৭	পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলাধীন কাশিনাথপুর পৌরসভা গঠন করার লক্ষ্যে কতিপয় এলাকাকে শহর এলাকা হিসেবে ঘোষণা	স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩৬।	৩৬-আইন/২০১৭ ১৬/০২/২০১৭	কক্সবাজার জেলাস্থ রামু উপজেলায় রাজারকুল, উমখালী এবং খুনিয়াপালং মৌজায় রামু গ্যারিসনকে রামু সেনানিবাস ঘোষণা	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
৩৭।	৩৭-আইন/ ২০১৭ ২৩/০২/২০১৭	হোসেয়ারী শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্য নিম্নতম মজুরির হার নির্ধারণ	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
৩৮।	৩৮-আইন/২০১৭ ২৩/০২/২০১৭	হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্য নিম্নতম মজুরীর হার নির্ধারণ	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
৩৯।	৩৯-আইন/২০১৭ ২৩/০২/২০১৭	ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ও কর্মচারিগণের জন্য নিম্নতম মজুরির হার নির্ধারণ	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
৪০।	৪০-আইন/২০১৭ ২৩/০২/২০১৭	টি প্যাকেটিং শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্ব অন্তর্ভুক্তকরণ	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
৪১।	৪১-আইন/২০১৭ ২৩/০২/২০১৭	মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিল সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৪২।	৪২-আইন/২০১৭ ২৩/০২/২০১৭	পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৪) ও (৫) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলে অন্তর্ভুক্তকরণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪৩।	৪৩-আইন/২০১৭ ২৩/০২/২০১৭	জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৪৪।	৪৪-আইন/২০১৭ ২৩/০২/২০১৭	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৭	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪৫।	৪৫-আইন/২০১৭ ০২/০৩/২০১৭	আমান অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪৬।	৪৬-আইন/২০১৭ ০২/০৩/২০১৭	Bangladesh Economic Zones (Construction of Building) Rules, 2017	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪৭।	৪৭-আইন/২০১৭ ০২/০৩/২০১৭	SIM Card ও Smart Card উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০ সেন্টিমিটারের নীচের চওড়া রোল আকারে আমদানিকৃত Scratch off label এর ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ও রেগুলেটরী ডিউটি অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৮।	৪৮-আইন/২০১৭ ০২/০৩/২০১৭	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ইংরেজি অনুবাদ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৪৯।	৪৯-আইন/২০১৭ ০৬/০৩/২০১৭	দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫০।	৫০-আইন/২০১৭ ০৬/০৩/২০১৭	ফৌজদারহাট এবং হালিশহর এয়ার ডিফেন্স ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় এয়ার ডিফেন্স ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫১।	৫১-আইন/২০১৭ ০৬/০৩/২০১৭	সিলেট ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫২।	৫২-আইন/২০১৭ ০৬/০৩/২০১৭	সীতাকুন্ড ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫৩।	৫৩-আইন/২০১৭ ০৬/০৩/২০১৭	হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫৪।	৫৪-আইন/২০১৭ ০৬/০৩/২০১৭	নিদানিয়া ও ইনানী এয়ার ডিফেন্স ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় এয়ার ডিফেন্স ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫৫।	৫৫-আইন/২০১৭ ০৬/০৩/২০১৭	দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫৬।	৫৬-আইন/২০১৭ ১৪/০৩/২০১৭	বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুল্ক, কর, ইত্যাদি পরিশোধ ব্যতিরেকে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির সুযোগ প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫৭।	৫৭-আইন/২০১৭ ১৪/০৩/২০১৭	৫ মার্চ হতে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের চাকরি অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
৫৮।	৫৮-আইন/২০১৭ ১৪/০৩/২০১৭	বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৭	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
৫৯।	৫৯-আইন/২০১৭ ১৫/০৩/২০১৭	Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 এর Section 24 এর অধীন প্রণীত বিগত ২৪শে ফাল্গুন, ১৪০৯ মোতাবেক ৮মার্চ, ২০০৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ৬৬-আইন/২০০৩ সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
৬০।	৬০-আইন/২০১৭ ১৫/০৩/২০১৭	Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 এর Section 24 এর অধীন প্রণীত বিগত ২৪শে ফাল্গুন, ১৪০৯	শিল্প মন্ত্রণালয়

		মোতাবেক ৮মার্চ, ২০০৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ৬৭-আইন/২০০৩ সংশোধন	
৬১।	৬১-আইন/২০১৭ ১৬/০৩/২০১৭	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে (ক) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং (খ) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নামে দুটি বিভাগ গঠন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬২।	৬২-আইন/২০১৭ ১৬/০৩/২০১৭	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে (ক) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং (খ) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নামে দুটি বিভাগ গঠন এবং উক্ত বিভাগ দুটির কার্যতালিকা নির্ধারণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬৩।	৬৩-আইন/২০১৭ ২০/০৩/২০১৭	EPZ এ শিল্প স্থাপনকারী সকল বিদেশি বিনিয়োগকারী, বিদেশি প্রোকর্মী ও কারিগরদের নিকট EPZ এর ভিতরে স্থাপিত কমিশারিয়েট হতে সিগারেট, সিগার, ট্যোবাকো সামগ্রী, লিকার, বিয়ার, ওয়াইনসহ অন্যান্য পানীয়, কসমেটিকস, টয়লেট্রিজ এবং খাদ্য সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রদেয় ১৫% আমদানি শুল্কের অতিরিক্ত সকল আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ এবং সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) মওকুফ/ অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬৪।	৬৪-আইন/২০১৭ ২০/০৩/২০১৭	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সকল শ্রেণির চাকরি অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণার মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
৬৫।	৬৫-আইন/২০১৭ ২০/০৩/২০১৭	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
৬৬।	৬৬-আইন/২০১৭ ২২/০৩/২০১৭	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮ এর সংশোধন	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৬৭।	৬৭-আইন/২০১৭	মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ভূমি	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

	২২/০৩/২০১৭	নির্বাচন এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা	
৬৮।	৬৮-আইন/২০১৭ ২২/০৩/২০১৭	SAFTA চুক্তির আওতায় জারীকৃত অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং৭৮-আইন/২০১৫/০৬/শুল্ক সংশোধনক্রমে উহার মেয়াদ ০১/০১/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে বর্ধিতকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬৯।	৬৯-আইন/২০১৭ ২৯/০৩/২০১৭	মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ, ঢাকা-এ বিচারাধীন মেট্রো বিশেষ মামলা নং- ১৭৭/২০০৯(রমনা মডেল থানা নং -০৮, তারিখঃ-০৩/০৭/২০০৮খ্রিঃ) এর বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এজলাস স্থানান্তর	আইন ও বিচার বিভাগ
৭০।	৭০-আইন/২০১৭ ০৫/০৪/২০১৭	বে অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৭১।	৭১-আইন/২০১৭ ০৫/০৪/২০১৭	গোপালগঞ্জ পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণা	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৭২।	৭২-আইন/২০১৭ ০৫/০৪/২০১৭	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৭৩।	৭৩-আইন/২০১৭ ০৫/০৪/২০১৭	চট্রগ্রাম বন্দরের নব নির্মিত চারটি ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসেবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭৪।	৭৪-আইন/২০১৭ ০৫/০৪/২০১৭	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেক-নোলজি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১১ এর সংশোধন	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৭৫।	৭৫-আইন/২০১৭ ১২/০৪/২০১৭	Bangladesh Export Processing Zones Authority এর অধীন EPZ সমূহে শুল্কমুক্তভাবে ৪২টি আমদানি-যোগ্য Other Goods এর উপর আরোপনীয় আমদানি শুল্ক অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭৬।	৭৬-আইন/২০১৭	নিম্নতম মজুরি বোর্ডে কটন টেক্সটাইল শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকগণের	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়

	১২/০৪/২০১৭	প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণ	
৭৭।	৭৭-আইন/২০১৭ ১২/০৪/২০১৭	নিম্নতম মজুরি বোর্ডে ট্যানারী শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকগণের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণ	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
৭৮।	৭৮-আইন/২০১৭ ১২/০৪/২০১৭	শতভাগ রপ্তানিমুখী চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানির ক্ষেত্রে Busbar Trunking System এবং Electric Pannel এর উপর Customs Act, 1969 এর Section 19(1) এবং মূল্য সংযোজন কর,১৯৯১ এর ধারা ১৪(১) এর অধীন মূলধনী যন্ত্রপাতির রেয়াতি সুবিধা প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
79।	৭9-আইন/২০১৭ ১9/০৪/২০১৭	কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানি ব্যতীত Private power Generation কোম্পানিগুলোর জন্য ১৭ আষাঢ়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০১ জুলাই, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ২১২-আইন/আয়কর/২০১৩ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
80।	80-আইন/২০১৭ ১9/০৪/২০১৭	সিলেট ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
81।	81-আইন/২০১৭ ১9/০৪/২০১৭	নিদানিয়া এয়ার ডিফেন্স ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় এয়ার ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
82।	82-আইন/২০১৭ ১9/০৪/২০১৭	ফৌজদারহাট এবং হালিশহর এডি ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার ক্ষমতা অর্পন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
83।	83-আইন/২০১৭ ১9/০৪/২০১৭	সীতাকুন্ডু ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
84।	84-আইন/২০১৭	হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

	১9/০৪/২০১৭	প্র্যাকটিস পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ	
85।	85-আইন/২০১৭ ১9/০৪/২০১৭	দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
86।	86-আইন/২০১৭ ১9/০৪/২০১৭	দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
87।	87-আইন/২০১৭ ১9/০৪/২০১৭	মোনাখালী এয়ার ডিফেন্স ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
88।	88-আইন/২০১৭ ১9/০৪/২০১৭	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা প্রবিধানমালা, ২০০৫ এর সংশোধন	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
89।	89-আইন/২০১৭ ১9/০৪/২০১৭	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবিধানমালা, ১৯৯৯ এর সংশোধন	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
90।	90-আইন/২০১৭ ১9/০৪/২০১৭	পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৭	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
91।	91-আইন/২০১৭ ১9/০৪/২০১৭	যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০১৭	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
92।	92-আইন/২০১৭ ১9/০৪/২০১৭	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৭	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
93।	93-আইন/২০১৭ ১9/০৪/২০১৭	মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭	খাদ্য মন্ত্রণালয়
94।	94-আইন/২০১৭ 23/০৪/২০১৭	মোংলা পোর্ট পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
95।	95-আইন/২০১৭ 23/০৪/২০১৭	বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক) এর কর্মচারী চাকুরি	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

		প্রবিধানমালা, ২০১৭	
96।	96-আইন/২০১৭ 23/০৪/২০১৭	বাণিজ্যিক আমদানিকারক, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্য সরবরাহের উপর আরোপণীয় মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা, ২০১৫ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
97।	97-আইন/২০১৭ 24/০৪/২০১৭	Bangladesh Export Processing Zones Authority এর অধীন EPZ সমূহে বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক শুল্কমুক্তভাবে আমদানিযোগ্য ৪২টি পণ্যের উপর আরোপনীয় মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
98।	98-আইন/২০১৭ 25/০৪/২০১৭	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নাম পরিবর্তন করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ নামকরণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
99।	99-আইন/২০১৭ 25/০৪/২০১৭	Rules of Business, 1996 এর Schedule I এ উক্ত বিভাগের কার্যতালিকা সংশোধন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
100।	100-আইন/২০১৭ 03/০5/২০১৭	Costoms Act, 1969 এর Section 11 এর বিধান অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলাকে ওয়্যারহাউসিং স্টেশন ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
101।	101-আইন/২০১৭ 03/০5/২০১৭	সম্পূর্ণ রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান (সাময়িক আমদানী) বিধিমালা, ১৯৯৩ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
102।	102-আইন/২০১৭ 03/০5/২০১৭	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর আওতায় কক্সবাজারের মহেশখালিতে Floating LNG Storage and Regasification Facility স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পে টার্মিনাল কোম্পানি Excelerate Energy Bangladesh Limited এর	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

		অনুকূলে প্রযোজ্য আয়কর মওকুফ	
103।	103-আইন/২০১৭ 07/০5/২০১৭	বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর বিধি ২২ এর উপ-বিধি (৩) ও (৪) এর সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১০৪।	10৪-আইন/২০১৭ 07/০5/২০১৭	সোপ এন্ড কসমেটিকস শিল্প সেক্টরে নিয়োজিত কর্মচারীগণের নিম্নতম মজুরির হার ঘোষণা	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
১০৫।	10৫-আইন/২০১৭ 07/০5/২০১৭	ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্প সেক্টরে নিয়োজিত কর্মচারীগণের নিম্নতম মজুরির হার ঘোষণা	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
১০৬।	10৬-আইন/২০১৭ 0৮/০5/২০১৭	Bangladesh Inland Water Transport Authority কে সুনামগঞ্জ নদী বন্দর এর সংরক্ষক (Conservator) নিযুক্তকরণ	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১০৭।	10৭-আইন/২০১৭ 0৮/০5/২০১৭	সুনামগঞ্জ নদী বন্দর এর সীমানা নির্ধারণপূর্বক Ports Act, 1908 এর প্রয়োগ কার্যকরকরণ	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১০৮।	10৮-আইন/২০১৭ ১১/০5/২০১৭	Police Regulation, 1943 এর Volume II APPENDIX LVI এর সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১০৯।	10৯-আইন/২০১৭ ১১/০5/২০১৭	দোহাজারী পৌরসভা প্রতিষ্ঠা	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১১০।	1১০-আইন/২০১৭ ২১/০5/২০১৭	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের আনসার ক্যাডার বহির্ভুত নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১১১।	1১১-আইন/২০১৭ ২১/০5/২০১৭	জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণের দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধিমালা, ২০১৭	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১১২।	1১২-আইন/২০১৭ ২১/০5/২০১৭	ঢাকাস্থ ভুটান দূতাবাসের অনুকূলে বারিধারা দূতাবাস এলাকায় বরাদ্দকৃত প্লট (নম্বর-৮, প্রগতি সরণী, ব্লক-আই) এর লীজ দলিল রেজিষ্টেশনের জন্য	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

		Registration Act, 1908 এর অধীন লীজ দলিলে উল্লিখিত সম্পত্তির মূল্যের উপর প্রদেয় ৪০% (শতকরা চার ভাগ) হারে উৎসে আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান	
১১৩।	1১৩-আইন/২০১৭ ২১/০5/২০১৭	প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি সরকারের অনুকূলে হস্তান্তরের জন্য সম্পাদিতব্য দানপত্র দলিলের উপর উদেয় স্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
114।	1১4-আইন/২০১৭ ২2/০5/২০১৭	বিশেষ জজ আদালত নং-৫, ঢাকা এ বিচারাধীন বিশেষ মামলা নং-০৩/২০১০ (রমনা মডেল থানা মামলা নং-০৮, তারিখ ০৩/০৭/২০০৮ খ্রিস্টাব্দ) এর বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এজলাস স্থানান্তর	আইন ও বিচার বিভাগ
115।	1১5-আইন/২০১৭ ২3/০5/২০১৭	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
116।	1১6-আইন/২০১৭ ২3/০5/২০১৭	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
117।	1১7-আইন/২০১৭ ২4/০5/২০১৭	Stamp Act, 1899 এর section 9 এর clause (a) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Summit Barisal Power LTD কর্তৃক ১১০ মেগাওয়াট Heavy Fuel Oil (HFO) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনকল্পে কোম্পানির Financing Documents এর রেজিস্ট্রেশনের উপর স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ টাকা ২০,২৯,০৩,৩০০/- (বিশ কোটি উনত্রিশ লক্ষ তিন হাজার তিনশত) মওকুফ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
118।	1১8-আইন/২০১৭ ২4/০5/২০১৭	Stamp Act,1899 এর section 9 এর clause (a) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Summit Barisal Power LTD	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

		কর্তৃক ১১০ মেগাওয়াট Heavy Fuel Oil (HFO) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনকল্পে কোম্পানির Financing Documents এর রেজিস্ট্রেশনের উপর স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ টাকা ৯.৯০৩৪ (নয় দশমিক নয় শূন্য তিন চার) একর সম্পত্তির Deed of Mortgage দলিল রেজিস্ট্রেশনের উপর আরোপনীয় স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ টাকা ৪১,২০,০০০/- (একচল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার) মওকুফ (remit)	
119।	1১9-আইন/২০১৭ ২4/০5/২০১৭	Stamp Act, 1899 এর section 9 এর clause (a) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Summit Narayanganj Power Unit II LTD কর্তৃক ৫৫ মেগাওয়াট Heavy Fuel Oil (HFO) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনকল্পে কোম্পানির Financing Documents এর রেজিস্ট্রেশনের উপর স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ টাকা ৭,৯৮,৩১,৩০০/- (সাত কোটি আটানব্বই লক্ষ একত্রিশ হাজার তিনশত) মওকুফ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
120।	120-আইন/২০১৭ ২4/০5/২০১৭	Stamp Act, 1899 এর section 9 এর clause (a) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Summit Narayanganj Power Unit II LTD কর্তৃক ৫৫ মেগাওয়াট Heavy Fuel Oil (HFO) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনকল্পে কোম্পানীর ২.৯২১২ একর সম্পত্তির Deed of Mortgage দলিল রেজিস্ট্রেশনের উপর আরোপনীয় স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ টাকা ২২,৭৫,৩০০/- (বাইশ লক্ষ পচাত্তর হাজার তিনশত) মওকুফ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
121।	121-আইন/২০১৭	Stamp Act, 1899 এর section 9 এর clause (a) তে প্রদত্ত	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

	31/০5/২০১৭	ক্ষমতাবলে Private Sector Power Generation Policy of Bangladesh এর আওতায় বেসরকারি খাতে সিরাজগঞ্জে ৪১৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কাম্বাইড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (৪র্থ ইউনিট) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য Sembcorp North-West Power Company Ltd এবং Lender গণের মধ্যে সম্পাদিতব্য Financing Documents এর রেজিস্ট্রেশনের উপর স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ টাকা ১৬১,৩২,৬৫,০০০/- (একশত একষট্রি কোটি বত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্রি হাজার) মওকুফ (remit)	
122।	122-আইন/২০১৭ 31/০5/২০১৭	Stamp Act,1899 এর section 9 এর clause (a) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Private Sector Power Generation Policy of Bangladesh এর আওতায় বেসরকারি খাতে সিরাজগঞ্জে ৪১৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কাম্বাইড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (৪র্থ ইউনিট) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য Sembcorp North-West Power Company Ltd এর রেজিস্ট্রেশনের উপর স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ টাকা ৭,৫৬,৮১৮/- (সাত লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার আটশত আঠার) মওকুফ (remit)	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
123।	123-আইন/২০১৭ 31/০5/২০১৭	শিল্পাঞ্চল পুলিশ বিধিমালা, ২০১৭	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
124।	124-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
125।	125-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	পাট আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৫ নং আইন) কার্যকরকরণ	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

126।	126-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
12৭।	12৭-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
12৮।	12৮-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
12৯।	12৯-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৩০।	1৩০-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৩১।	1৩১-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৩২।	1৩২-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৩৩।	1৩৩-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৩৪।	1৩৪-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৩৫।	1৩৫-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৩৬।	1৩৬-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৩৭।	1৩৭-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৩৮।	1৩৮-আইন/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

	01/০6/২০১৭	সংক্রান্ত	
1৩৯।	1৩৯-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৪০।	1৪০-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৪১।	1৪১-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৪২।	1৪২-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৪৩।	1৪৩-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৪৪।	1৪৪-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৪৫।	1৪৫-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৪৬।	1৪৬-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৪৭।	1৪৭-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৪৮।	1৪৮-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৪৯।	1৪৯-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৫০।	1৫০-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

1৫১।	1৫১-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৫২।	1৫২-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৫৩।	1৫৩-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৫৪।	1৫৪-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৫৫।	1৫৫-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৫৬।	1৫৬-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৫৭।	1৫৭-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৫৮।	1৫৮-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৫৯।	1৫৯-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৬০।	1৬০-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৬১।	1৬১-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৬২।	1৬২-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৬৩।	1৬৩-আইন/২০১৭	২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বাজেট	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

	01/০6/২০১৭	সংক্রান্ত	
1৬৪।	1৬৪-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০1৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৬৫।	1৬৫-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০1৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৬৬।	1৬৬-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০1৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৬৭।	1৬৭-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০1৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
1৬৮।	1৬৮-আইন/২০১৭ 01/০6/২০১৭	২০১৭-২০1৮ অর্থ-বছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬৯।	1৬৯-আইন/২০১৭ 0৪/০6/২০১৭	বিশেষ জজ আদালত নং-৫, ঢাকা এ বিচারাধীন বিশেষ মামলা নং-০৫/২০১৩ (ACC জি,আর, মামলা নং-৮৪/২০১১, তেজগাঁও থানার মামলা নং-১৫, তারিখ ০৮/০৮/২০১১ খ্রিস্টাব্দ) এর বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এজলাস স্থানান্তর	আইন ও বিচার বিভাগ
১৭০।	1৭০-আইন/২০১৭ 0৫/০6/২০১৭	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৭১।	1৭১-আইন/২০১৭ 0৫/০6/২০১৭	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৭২।	1৭২-আইন/২০১৭ 0৫/০6/২০১৭	উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১৭৩।	1৭৩-আইন/২০১৭ 0৫/০6/২০১৭	বিদেশি কারিকুলাম এ পরিচালিত বেসরকারি বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৭	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৭৪।	১৭৪-আইন/২০১৭	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক

	০৫/০৬/২০১৭	ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭	কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৭৫।	১৭৫-আইন/২০১৭ ০৫/০৬/২০১৭	আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (নন-ক্যাডার) কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১৭৬।	১৭৬-আইন/২০১৭ ০৫/০৬/২০১৭	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, মৃত্যুবরণকারী খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীর নামে গাড়ির রেজিষ্ট্রেশন ফি মওকুফ বিষয়ে Motor Vehicles Regulations, 1984 এর সংশোধন	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৭৭।	১৭৭-আইন/২০১৭ ০৫/০৬/২০১৭	General Rules for Bangladesh Railway এর সংশোধন	রেলপথ মন্ত্রণালয়
১৭৮।	১৭৮-আইন/২০১৭ ০৭/০৬/২০১৭	Policy for Implementing PPP Projects through Government to Government (G2G) Partnership অনুমোদন	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৭৯।	১৭৯-আইন/২০১৭ ০৭/০৬/২০১৭	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৮০।	১৮০-আইন/২০১৭ ০৭/০৬/২০১৭	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৮১।	১৮১-আইন/২০১৭ ০৭/০৬/২০১৭	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৮২।	১৮২-আইন/২০১৭ ০৭/০৬/২০১৭	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৮৩।	১৮৩-আইন/২০১৭ ০৭/০৬/২০১৭	নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭	খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৮৪।	১৮৪-আইন/২০১৭ ০৭/০৬/২০১৭	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৬ এর সংশোধন	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৮৫।	১৮৫-আইন/২০১৭ ১২/০৬/২০১৭	সেবা পরিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৬ এর সংশোধন	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
১৮৬।	১৮৬-আইন/২০১৭ ১২/০৬/২০১৭	কক্সবাজার জেলার আওতাধীন মোনাখালী এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় এডি ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৮৭।	১৮৭-আইন/২০১৭ ১২/০৬/২০১৭	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৮৮।	১৮৮-আইন/২০১৭ ১২/০৬/২০১৭	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৮৯।	১৮৯-আইন/২০১৭ ১৫/০৬/২০১৭	সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন তামাবিল শুল্ক বন্দর এর সীমানা নির্ধারণ, মালামাল বোঝাইকরণ ও খালাসের জন্য যথাযথ স্থান হিসেবে অনুমোদন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯০।	১৯০-আইন/২০১৭ ১৫/০৬/২০১৭	সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন তামাবিল শুল্ক স্টেশনের কতিপয় এলাকাকে ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯১।	১৯১-আইন/২০১৭ ১৮/০৬/২০১৭	উন্নয়ন সারচার্জ ও লেভী (আরোপ ও আদায়) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২০ নং আইন) এর তফসিল সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯২।	১৯২-আইন/২০১৭ ১৮/০৬/২০১৭	স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আদায় বিধিমালা, ২০১৪ রহিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯৩।	১৯৩-আইন/২০১৭ ১৮/০৬/২০১৭	পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ আদায় বিধিমালা, ২০১৪ রহিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯৪।	১৯৪-আইন/২০১৭ ১৮/০৬/২০১৭	স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ (আদায় ও পরিশোধ) বিধিমালা, ২০১৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯৫।	১৯৫-আইন/২০১৭	পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ (আদায় ও পরিশোধ) বিধিমালা, ২০১৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

	১৮/০৬/২০১৭		
১৯৬।	১৯৬-আইন/২০১৭ ১৮/০৬/২০১৭	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জ (আদায় ও পরিশোধ) বিধিমালা, ২০১৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯৭।	১৯৭-আইন/২০১৭ ১৮/০৬/২০১৭	জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণের ছুটি বিধিমালা, ২০১৭	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৯৮।	১৯৮-আইন/২০১৭ ২০/০৬/২০১৭	দর্জি কারখানা শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সদস্য নিয়োগ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৯৯।	১৯৯-আইন/২০১৭ ২০/০৬/২০১৭	অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সদস্য নিয়োগ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২০০।	২০০-আইন/২০১৭ ২০/০৬/২০১৭	সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ এর সংশোধন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২০১।	২০১-আইন/২০১৭ ২০/০৬/২০১৭	কর্মকর্তা ও কর্মচারী (ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৬ এর সংশোধন	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
২০২।	২০২-আইন/২০১৭ ২০/০৬/২০১৭	খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার কতিপয় এলাকাকে ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৩।	২০৩-আইন/২০১৭ ২০/০৬/২০১৭	বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৪।	২০৪-আইন/২০১৭ ২১/০৬/২০১৭	চাল আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক-কর অব্যাহতি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৫।	২০৫-আইন/২০১৭ ২১/০৬/২০১৭	বাজেট কার্যক্রম ২০১৭-২০১৮ সম্পর্কিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৬।	২০৬-আইন/২০১৭ ২১/০৬/২০১৭	বাজেট কার্যক্রম ২০১৭-২০১৮ সম্পর্কিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৭।	২০৭-আইন/২০১৭	বাজেট কার্যক্রম ২০১৭-২০১৮	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

	২১/০৬/২০১৭	সম্পর্কিত	
২০৮।	২০৮-আইন/২০১৭ ২১/০৬/২০১৭	বাজেট কার্যক্রম ২০১৭-২০১৮ সম্পর্কিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৯।	২০৯-আইন/২০১৭ ২১/০৬/২০১৭	বাজেট কার্যক্রম ২০১৭-২০১৮ সম্পর্কিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১০।	২১০-আইন/২০১৭ ২১/০৬/২০১৭	বাজেট কার্যক্রম ২০১৭-২০১৮ সম্পর্কিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১১।	২১১-আইন/২০১৭ ২১/০৬/২০১৭	বাজেট কার্যক্রম ২০১৭-২০১৮ সম্পর্কিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

দশম অধ্যায়
পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং এ বিভাগের সিনিয়র সচিবসহ ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নাম, পদবি, ফোন, ই-মেইল ও আবাসিক ঠিকানা:

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দপ্তর

	জনাব আনিসুল হক এম,পি	মন্ত্রী	৯৫৫০০১৬ (অফিস) ফ্যাক্স: ৯৫৭৭১১৭ minister@legislativediv.gov.bd	বাড়ি নং-২, রোড নং-১৯/এ, বনানী, ঢাকা।
	জনাব এম. মাসুম	মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব	৯৫৭৬৬২৩ (অফিস) ৯১১২৩২৪(বাসা) ০১৮১৯৪৮১২০০(মোবাঃ) md.masum51@gmail.com	বাসা নং: এন.এ.সি-৩, জাতীয় সংসদ উচ্চমান আবাসিক এলাকা, জাতীয় সংসদ ক্যাম্পাস, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা।
	জনাব মোঃ রাশেদুল কাওসার ভূঞা	মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	৯১৩৭২৫০ (অফিস) ৯৩৬০৮৪৪ (বাসা) ০১৭১৪৬১৯৯০২(মোবাঃ) apstomin@legislativediv.gov.bd	৩৫/সি, দক্ষিণ কমলাপুর, ঢাকা।
	জনাব ড. মো. রেজাউল করিম	জনসংযোগ কর্মকর্তা	৯৫১৪৪৩১ (অফিস) ০১৯১৩২৯৫৭১৮(মোবাঃ) rezaulki77@gmail.com senior.info@legislativediv.gov.bd	২৭৪/৩, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিবের দপ্তর

ক্রমিক নং		কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল	আবাসিক ঠিকানা
১.		জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক	সিনিয়র সচিব	৯৫৪০০৯৮(অফিস) ৫৮১৫৮৬৮৫(বাসা) ফ্যাক্স:৯৫৫৬৫৩৫ secretary@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট নং-৩, দোলনচাঁপা, গভঃ অফিসার্স কোয়ার্টার্স, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।
২.		জনাব আশাফুর রহমান	সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব	৯৫৬৯৪৮৭(অফিস) ৫৮১৫২৯৩৯ (বাসা) ০১৭১৬১৫৪০২০(মোবাইল) pstosecretary@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট# এ-৩, বাড়ী# ৫৪, মনিপুরীপাড়া, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং		কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল	আবাসিক ঠিকানা
১.		বেগম নাসরিন বেগম	অতিরিক্ত সচিব	৯৫৪৫০৭৩(অফিস) ৯৬১৪১৫৯(বাসা) ফ্যাক্স:৯৫৬৬২২১ ০১৯২০৪৯৯০১৮(মোবাইল) nasreen@legislativediv.gov.bd	২৬৪, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
২.		বেগম সালমা বিনতে কাদির	অতিরিক্ত সচিব (চঃদাঃ)	৯৫৪৯০৩৭(অফিস) ৯৬৭০৩৮৮(বাসা) ফ্যাক্স:৯৫৪০৫৭১ ০১৫৫২৩৩৩১৯০(মোবাইল) salma@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট নং-৪ বি, বাড়ী নং-৩৬/৩, রোড নং-৪, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৩.	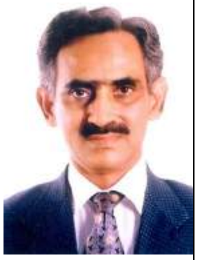	জনাব ছায়েদ আহম্মদ	যুগ্ম-সচিব	৯৫৭৭৪১৫(অফিস) ৫৮১৫৯৯৫৬(বাসা) ফ্যাক্স: ৯৫৭৩২৩৩ ০১৫৫০১৫০৬৩১(মোবাইল) sayed@legislativediv.gov.bd; sayedahmed60@yahoo.com	৯২, হাতেমবাগ রোড, রায়ের বাজার, ঢাকা।
৪.		জনাব নরেন দাস	যুগ্ম-সচিব	৯৫৭৪৪৭৮ (অফিস) ৪৭১১৩৭৭৭(বাসা) ০১৫৫৪৩০৩২৭৭(মোবাইল) naren@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট নং-৭০৫/৭০৬, ইলিশিয়াম ভবন, ১১, হাটখোলা রোড, টিকাটুলি, ঢাকা।
৫.		জনাব মোঃ মইনুল কবির	যুগ্ম-সচিব	৯৫১৩৭৯৯(অফিস) ৯৬১৩২৬৮(বাসা) ০১৮১১৪১৬০০৫(মোবাইল) moinul@legislativediv.gov.bd	৬৬/ডি, আজিমপুর অফিসার্স কোয়ার্টার্স, আজিমপুর, ঢাকা।

৬.		জনাব হুমায়ুন ফরহাদ	যুগ্ম-সচিব	৯৫৬৩০০১(অফিস) ৫৫০৯৩২৬৬(বাসা) ০১৭৩২৯৮৮১০৪(মোবাইল) farhad@legislativediv.gov.bd	বাড়ি নং-৪৫, রোড নং-৯/ বি, সেক্টর-৫, উত্তরা, ঢাকা।
৭.		জনাব হাফিজ আহমেদ চৌধুরী	যুগ্ম-সচিব	৯৫৫৭৭৯১(অফিস) ৪৭১১৪৩৫৩(বাসা) ০১৫৫২৩১৫২৬৮(মোবাইল) hafiz@legislativediv.gov.bd; hafizchowdhury@yahoo.com	৭৯/এ, আর,কে মিশন রোড, ঢাকা।
৮.		জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম	যুগ্ম-সচিব	৯৫৭০৬৫২(অফিস) ৯৩৫৭৭০৩(বাসা) ০১৮১৩১১৭৬৮৬(মোবাইল) shahinur@legislativediv.gov.bd	৪২, নিউ সার্কিট হাউজ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
৯.		ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন	যুগ্ম-সচিব	৯৫৭০৬৫৩(অফিস) ৯৩৩৪৪৯৭(বাসা) ০১৭১৬৭৮৯৪৫৭(মোবাইল) mohiuddin@legislativediv.gov.bd; dmuddin@gmail.com	১০/৩, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
১০.		জনাব কাজী আরিফুজ্জামান	যুগ্ম-সচিব	৯৫৭০৬৫১(অফিস) ৯৩৩৬৩৯৫(বাসা) ০১৭২৪৭১৪৮৯০(মোবাইল) arifuzzamankazi@yahoo.com	২/২০, বেইলী গেজেটেড অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
১১.		ড. মোঃ জাকেরুল আবেদীন	যুগ্ম-সচিব (চ:দা:)	৯৫৪০১১০(অফিস) ০১৭১১৯৭৪৭০৭(মোবাইল) jakerul@legislativediv.gov.bd; jakerul_abedin@yahoo.com	৬/৫, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।

১২.		জনাব মোঃ রমিজ উদ্দিন চৌধুরী	উপ-সচিব	৯৫৭৮৫১১(অফিস) ৮১৪৩৮৬৩(বাসা) ০১৭১৫৬৭২১৬২(মোবাইল) ramiz@legislativediv.gov.bd	বাসা নং-৫৭১ সড়ক নং-৮, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি (আদাবর), ঢাকা।
১৩.		জনাব রেজা আলী	উপ-সচিব	৭১১৪৫০১ (বাসা) ০১৫৫২৪৩৬৪১২ (মোবাইল) reza@legislativediv.gov.bd	৩ পাতলাখান লেন লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।
১৪.		জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	উপ-সচিব	৯৫৭০৬৫৫(অফিস) ৫৮৩১৩৫৪১(বাসা) ০১৮১৭৫৪৯৫৫৫(মোবাইল) rafiq_minlaw@yahoo.com	৬/৯, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
১৫.		জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান	উপ-সচিব	৯৫৫৮০৫৭ (অফিস) ৯৬৭৩০৭৯(বাসা) ০১৭১১৫৮৮৩০৭(মোবাইল) mahbubur@legislativedev.gov.bd mahabub375@yahoo.com	৭৬/ডি, আজিমপুর অফিসার্স কোয়ার্টার্স, আজিমপুর, ঢাকা।
১৬.		বেগম মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস	উপ-সচিব	৯৫৭০০৬৩ (অফিস) ৯৩৩৬১১৩(বাসা) ০১৭১২০৯৪৭০৫(মোবাইল) jannatul@legislatediv.gov.bd	২/২১, বেইলী গেজেটেড অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
১৭.		জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান	উপ-সচিব	৯৫৪৫৭৫৯(অফিস) ৯৬৭৫১৭৪(বাসা) ০১৭১২৬৮১৮১৩(মোবাইল) munir@legislativediv.gov.bd mjamanlaw@yahoo.com	৬৮/সি, আজিমপুর অফিসার্স কোয়ার্টার্স, আজিমপুর, ঢাকা।

১৮.		জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নূর	উপ-সচিব	৯৫১৪২২০(অফিস) ৯৩৩৩৮৪৫(বাসা) ০১৯১৬০৩৯০২৭(মোবাইল) asadnur13@gmail.com	৬/৩, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
১৯.		জনাব এস, এম, শাফায়েত হোসেন	উপ-সচিব	৯৫৪০৭৭৯(অফিস) ৯৩৩৬০৯৪(বাসা) ০১৭১১২৬৪১৫৭(মোবাইল) shafaet@legislativediv.gov.bd; shafaet.hossen@yahoo.com	১৫/৯, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
২০.		জনাব জি. এম. আতিকুর রহমান জামালী	উপ-সচিব	৯৫১৩৬৫৫(অফিস) ৯৩৫৩৬৮০(বাসা) ০১৫৫২৩১৬৭৪৭(মোবাইল) zamaly@legislativediv.gov.bd; zamaly_law@yahoo.com	১৭৪/১ (৫ম তলা), ডাক্তার গলি, বড় মগবাজার, ঢাকা।
২১.		ড. খালেদা পারভীন	উপ-সচিব	৯৫৪০১১৬ (অফিস) ৯৩৪০৪৫৭(বাসা) ০১৭১৫০১৫২৩১(মোবাইল) khaleda@legislativediv.gov.bd khaleda_parven@yahoo.com	৮/৫, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
২২.		জনাব মোহাম্মদ আরিফুল কায়সার	উপ-সচিব	৯৫৬৫৯০৯(অফিস) ৯১২৪৭৭৮(বাসা) ০১৯২২৫২৭২৬৫(মোবাইল) kaiser@legislativediv.gov.bd; kaiser.mol@gmail.com	ফ্ল্যাট নং: ১/এফ (৩য় তলা-পশ্চিম), ভবন: পলাশ, সোবহানবাগ ‘ই’টাইপ গভর্ণমেন্ট অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৭।

২৩.		জনাব মোহাম্মদ আবদুল হালিম	উপ-সচিব	৯৫৪০৩১৯(অফিস) ৯৩৫৪৭৬১(বাসা) ০১৭১৬৫৫১০৯৩(মোবাইল) halim@legislativediv.gov.bd halim_minlaw@yahoo.com	১৭/২, প্রান্তিক সার্কিট হাউজ রোড, রমনা, ঢাকা।
২৪.		বেগম রুমানা ইয়াসমিন ফেরদৌসী	সিনিয়র সহকারী সচিব	৯৫৪০০৪১ (অফিস) ০১৭৯০১০৭৯৬৯(মোবাইল) rumana@legislativediv.gov.bd	৫১, নিউ সার্কিট হাউজ, ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা।
২৫.		জনাব মোঃ রাজীব হাসান	সিনিয়র সহকারী সচিব	৯৫৪০০৪২(অফিস) ৯৩৪৭৯৮১(বাসা) ০১৭২৩৩৯০৩৮৪(মোবাইল) razib@legislativediv.gov.bd; mrhasan91@yahoo.com	১১/২২, বেইলী রোড অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ঢাকা।
২৬.		বেগম মাসুমা জামান	সিনিয়র সহকারী সচিব	৫৭১৬০৬৫৭ (অফিস) ৮৩৯৬৯৬৮(বাসা) ০১৭১৫২৩১৫৬৯(মোবাইল) masoma@legislativediv.gov.bd; masoma_zaman@yahoo.com	বাড়ী নং-৪, ব্লক-বি, মেইন রোড, বনশ্রী, ঢাকা।
২৭.		জনাব মোঃ স্বপন চৌকিদার	সহকারী সচিব	৫৭১৬০৬৫১ (অফিস) ৯৬৭২৯৫৪(বাসা) ০১৯১২২৭৬৬১৫(মোবাইল) shapan@legislativediv.gov.bd	বাড়ি নং- ৯০ বাদশা মিয়া ভবন, ভাগলপুর লেন, হাজারীবাগ, ঢাকা।

২৮.		বেগম ফারজানা আক্তার	সহকারী সচিব	৯৫৪৬৪৬০ (অফিস) ৫৮৩১৪৩৯৬ (বাসা) ০১৭৪৩৭৭২৩৬৮(মোবাইল) farjana@legislativediv.gov.bd	১২/১০, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
২৯.		জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম	সহকারী সচিব	৯৫৮৫৮৯৪ (অফিস) ৫৮৩১৪৩৯৬ (বাসা) ০১৭১৭-৭৯৭৯৯৫ (মোবাইল) arif@legislativediv.gov.bd	৬৭/২, জিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৩০.		মৌসুমী দাস	সহকারী সচিব	৯৫৪৬৫১১ (অফিস) ৫৮৩১৪৫৭৫ (বাসা) ০১৯১১২২৩০৫৬(মোবাইল) mousumi@legislativediv.gov.bd	৩৩০/১, রোজ ভিলা (৩য় তলা), টিভি, রোড, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা।
৩১.		বেগম মেরিনা সুলতানা	সহকারী সচিব	৫৭১৬০৬৫৬ (অফিস) ৯১৪৩০০৯ (বাসা) ০১৬৭১৫৮৯৩৮৮(মোবাইল) marina@legislativediv.gov.bd	২৭৭, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
৩২.		বেগম জিহান বিনতে এনাম	সহকারী সচিব	৯৫৬২৬৫৫ (অফিস) ৯৩৬০১৮৪ (বাসা) ০১৭১১৪৬১০২৩(মোবাইল) ap@legislativediv.gov	২/২(নিচতলা), গেজেটেড অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
৩৩.		বেগম মাবিয়া খাতুন	সহকারী সচিব	৯৫৪০৯৫৩ (অফিস) ৯৩৬০২১৫ (বাসা) ০১৭৩৪৪৩৬৬৯৬(মোবাইল) mabia1215@gmail.	১১/২, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বেইলী রোড, ঢাকা।
৩৪.		জনাব মোঃ আবু রায়হান	সহকারী সচিব	৫৭১৬০৬৫২ (অফিস) ৯৩৪৮৫০৪ (বাসা) ০১৭১০৫০৭৯৪৭(মোবাইল) raihanlaw@gmail.com	প্রপার্টি গলি, ১৫/(দ্বিতীয় তলা) পশ্চিম মালিবাগ, ঢাকা।

৩৫.		জনাব মোঃ সাহিনুর রহমান	সহকারী সচিব	৯৫৪০৩১৯ (অফিস) ৯৩৫০৯৮৩ (বাসা) ০১৯১২০৬৭৫৩৯(মোবাইল) shahindu2004@gmail.com	১৩৯ মালিবাগ বাজার রোড, মালিবাগ, ঢাকা।
৩৬.		বেগম ফাহমিদা বেগম	সহকারী সচিব	৯৫৪৬৪০৯ (অফিস) ৫৫১৫১৬৪৯ (বাসা) ০১৭১২২৭৬৭৮৪ (মোবাইল) famo1302@gmail.com	১৯/এইচ,শেখ সাহেব বাজার, আজিমপুর, ঢাকা।

অনুবাদ দপ্তরের কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
১.		জনাব মুহঃ জাকির হোসেন	*প্রধান অনুবাদ কর্মকর্তা*	৯৫৭৫৮০১(অফিস) ৮১৪১৩৩০(বাসা) ০১৭১৮-২৯৫৮৮৮(মোবাইল) zakir@legislativediv.gov.bd; zakir_hossain@yahoo.com	২/৮, গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল, গ্রীণরোড, ঢাকা।
২.		জনাব গাজী কালিমুল্লাহ	*উপ-প্রধান অনুবাদ কর্মকর্তা*	৯৫৭৩৭৯৯(অফিস) ৮১৪১৩৩২(বাসা) ০১৭৪৬৬৩০০০৬(মোবাইল) gazikalimullah@yahoo.com	১/৭, জি.ও হোষ্টেল, গ্রীণরোড, ঢাকা-১২০৫।
৩.		জনাব দীপংকর বিশ্বাস	সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা	৯৫৭৪১৩৮(অফিস) ৯৩৫১৫৯০ (বাসা) ০১৯১৭০১৪৮৪৩(মোবাইল) dipankar_minlaw@yahoo.com	টগর, সরকারি ভবন, ৫৭ নিউইস্কাটন, ঢাকা-১০০০।

৪.		বেগম শর্মিলী আহম্মেদ	সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা	৯৫১৩৬৬০(অফিস) ৯১৩৫৫৩৩(বাসা) ০১৬৮৮৯২৮৬৩৬(মোবাইল) sharmily.ahmed@yahoo.com	১৪/৮, সোবহানবাগ সরকারি নিউ অফিসার্স কোয়ার্টার্স, শুক্রাবাদ, ঢাকা।
৫.		বেগম হালিমা খাতুন	অনুবাদ কর্মকর্তা	৭৪১১৯০১১ (অফিস) ৯৮৩২২২৩(বাসা) ০১৮১৮০১৯৫৩৮(মোবাইল) halima@legislativediv.gov.bd	ডি, এম.সি-৯৫, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।
৬.		জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	অনুবাদ কর্মকর্তা	৯৫১৩৪৪৩(অফিস) ৫৫০৭৪৯৪৫(বাসা) ০১৬২৪১৩৩৭৩৩ (মোবাইল) shahjahan@legislativediv.gov.bd	বাড়ী-০৬, রোড-৩, ব্লক-সি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা।
৭.		মোছঃ নাজমা বেগম	অনুবাদ কর্মকর্তা	৫৭১৬০৬৫৫ (অফিস) ৯৩৪৮৩৭৫(বাসা) ০১৭২১৫৪৪৭৩০(মোবাইল) nazma44a@gmail.com	১৭/এ, মাতববর পুকুরপাড়, পূর্ব কাজীপাড়া, মিরপুর, ঢাকা।

আইসিটি শাখার কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
১.		জনাব মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন	সিস্টেম এনালিস্ট	৪৭১১৮৩৫৩(অফিস) ৮৭১৩৯২৩(বাসা) ০১৭৪৯৬৯৯৪২১(মোবাইল) system.analyst@legislativediv.gov.bd	৯২/১,মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

২.		জনাব মাহবুব আলম	সহকারী প্রোগ্রামার	৯৫৪৫০১১(অফিস) ৯৩৪৬৫১০ (বাসা) ০১৯১১০৪৯৬৫২ (মোবাইল) ap@legislativediv.gov.bd	১১/২৪, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
৩.		প্রকৌঃ জনাব মোঃ নাহিদ মিয়া	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	৯৫৪৫৫৬২ (অফিস) ০১৬৭২৫১৯৭৭২ (মোবাইল) ame@legislativediv.gov.bd	৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

মুদ্রণ ও প্রকাশনা এবং সংশোধন ও অভিযোজন শাখার কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
১.		জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	সহকারী সচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা)	৯৫১৪২২৭(অফিস) ৯২০৫১৮৫(বাসা) ০১৭১১৯৮৭৬৬৮(মোবাইল) delowarminlaw@gmail.com, delowar@legislativediv.gov.bd	ই-১৫/১৮, টাকশাল, পোঃ বি.ও.এফ, গাজীপুর।

হিসাব শাখার কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
১.		জনাব মোঃ জবেদ আলী দেওয়ান	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯৫১৪০৩২(অফিস) ৭৫০১৩২৪ (বাসা) ০১৭১৫৩৯৮০০৫(মোবাইল) accounts@legislativediv.gov.bd	বাসা নং-৯২, রোড পশ্চিম ট্যাংড়া, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

জনপ্রশাসন/অন্য মন্ত্রণালয় হতে ন্যস্ত/পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
১.		বেগম শাহানা সুলতানা	সিনিয়র সহকারী প্রধান	৯৫৭৫৩৭২ (অফিস) ৮১৮১৪০২(বাসা) ০১৯১৮৩১৮০৩৮(মোবাইল)	বি-৩, ই-১২, আগারগাঁও নিউ কলোনী, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
২.		জনাব মোঃ ফিরোজ খান	সহকারী সচিব (সংশোধন ও অভিযোজন)	৯৫৪০৩২৯ (অফিস) ০১৭৫৯১১৪৮৮৬ (মোবাইল)	বাসা-হোটলে সম্রাট, রুম নং-৩০১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩.		জনাব মোঃ আনিছুন নবী	সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩)	৯৫৮৮১৫১(অফিস) ৫৮৩১৪২৮৮(বাসা) ০১৭১৬৬২৭৬৫৩(মোবাইল) anisun@legislativediv.gov.bd	বাসা-এ৫৩৫৭/১১, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা।
৪.		জনাব মোঃ জুলহাজ আলী সরকার	সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)	৯৫৪০৫৭৩(অফিস) ৫৫০০৭২৯৮(বাসা) ০১৭২০০২২৬৭৮(মোবাইল) julhaz@legislativediv.gov.bd	১/৮, আগারগাঁও নিউ কলোনী, শেরেবাংলা নগর ঢাকা।

পরিশিষ্ট-২

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইনের অধীন তথ্য প্রদান সম্পর্কিত বিবরণ

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের সংখ্যা	আপিল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমান	কর্তৃপক্ষ গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৩	১	২	-	-	-	-	-	(ক) ১টি আবেদনে যাচিত তথ্য এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় উহা যথারীতি আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়। (খ) ১টি আবেদনের বিষয়বস্তু প্রকাশযোগ্য না হওয়ায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ এ শর্তাংশ মোতাবেক তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার অনুমোদন চেয়ে তথ্য কমিশনের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। (গ) ১টি আবেদনে যাচিত তথ্য এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় তথ্য সরবরাহে অপারগতার বিষয় আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয়া হয়।

পরিশিষ্ট-৩

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে এ বিভাগের সহায়তায় স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহের তালিকা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

Sl. no.	Agreement Title	Aid Nature	Signing Date	Amount
	JAPAN			
1	Third Primary Education Development Program (PEDP-III)	GRANT	08.02.2017	4.449
2	Economic and Social Development Program	GRANT	30.03.2017	9.005
3	Dhaka-Mass Rapid Transit Development Project (Line 1) (E/S)	LOAN	29.06.2017	49.804
4	The Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project (II)	LOAN	29.06.2017	469.546
5	Hazrat Shahjalal International Airport Expansion Project (I)	LOAN	29.06.2017	684.105
6	Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project (III)	LOAN	29.06.2017	95.681
7	Small Scale Water Resources Development Project (Phase -2)	LOAN	29.06.2017	105.548
8	Dhaka Underground Substation Construction Project	LOAN	29.06.2017	182.342
	TOTAL-JAPAN			**1,600.480**
				1,600.480
	World Bank			
IDA				
9	Health Sector Development Program (HSDP)	GRANT	03.10.2016	5.238
10	Rural Electrification and Renewable Energy Development Project-II	GRANT	28.11.2016	1.073
11	Bangladesh Forest Investment Plan Preparation Project	GRANT	20.12.2016	0.250
12	OBA Sanitation Microfinance Program (GPOBA)	GRANT	21.12.2016	3.000
13	Second Additional Financing of Public Procurement Reform Project-II	LOAN	25.07.2016	10.0000
14	College Education Development Project	LOAN	08.09.2016	100.000
15	Bangladesh Regional Waterway Transport Project-I	LOAN	21.12.2016	360.000
16	Local Governance Support Project- (LGSP-3)	LOAN	06.03.2017	300.000
17	Bangladesh Weather & Climate Services Regional Project	LOAN	05.04.2017	113.000

18	Growth, Employment and Governance (LICT) Project	LOAN	18.04.2017	39.000

Sl. no.	Agreement Title	Aid Nature	Signing Date	Amount
19	Additional Financing for Clean Air and Sustainable Environment (CASE) Project	LOAN	18.04.2017	35.000
	TOTAL-IDA			**966.561**
				966.561
IDB				
20	Urban Water supply and Sanitation in 23 Pourashava Project in Bangladesh	LOAN	10.01.2017	4.300
21	Urban Water supply and Sanitation in 23 Pourashava Project in Bangladesh (Istisna'a)	LOAN	10.01.2017	79.300
22	Rangpur Division Agriculture and Rural Development Project	LOAN	16.05.2017	15.000
23	Rangpur Division Agriculture and Rural Development Project (Istisna's)	LOAN	16.05.2017	18.200
24	Pourashava Project in Bangladesh (Pre implementation)	LOAN	10.01.2017	5.700
	TOTAL-IDB			**122.500**
	SAUDI ARABIA			
25	Construction of Flyover Bridges Projects (AF)	LOAN	04.08.2016	13.332
	TOTAL-SAUDI ARABIA			**13.332**
				135.832
	GLOBAL FUND			
26	Tuberculosis Program (BGD-T_NTP) (AF)	GRANT	26.10.2016	0.098
	TOTAL-GLOBAL FUND			**0.098**
	THE UNION			
27	Establishment of Effective Tobacco Control Program in Bangladesh	GRANT	27.11.2016	0.150
	TOTAL-THE UNION			**0.150**
UNCDF				
28	Shapping Inclusive Finance Transformation (SHIFT) in Bangladesh	GRANT	14.12.2016	3.918
29	Local Finance Initiatives (LFI) Support to SMEs in Bangladesh	GRANT	26.10.2016	0.250
	TOTAL-UNCDF			**4.168**
UNOPS				
30	Human Resources Development for Trade	GRANT	27.11.2016	0.900

	Promotion			
	TOTAL-UNOPS			**0.900**
UNWOMEN				
31	Strengthening Gender Responsive Budgeting in Bangladesh	GRANT	19.01.2017	0.067
	TOTAL-UNWOMEN			**0.067**
FAO				
32	(AF)	GRANT	21.07.2016	3.125
33	Achieving Resilience in Food Security and Nutrition in Remote areas of the CHTs	GRANT	23.08.2016	0.680
34	Technical Support for stock Assessment of Marine Fisheries Resources in Bangladesh	GRANT	07.12.2016	0.345
35	Development of Agricultural Diploma Education in Bangladesh	GRANT	19.02.2017	0.166
36	Change and Food Security Through Climate-Smart Agriculture	GRANT	04.06.2017	0.083
37	Promoting Scaling-up of Innovative Rice-Fish Framing and Climate resilient Telapia Pond Culture Practices for Blue Growth in Asia	GRANT	04.06.2017	0.098
	TOTAL-FAO			**4.497**
UNDP				
38	Local Government Initiative on Climate Change (LoGIC)	GRANT	22.11.2016	20.000
39	Strengthening Inclusive Development in Chittagong Hill Tracts	GRANT	01.12.2016	26.629
40	National Urban Poverty Reduction Programme (NURRP)	GRANT	04.01.207	99.000
	TOTAL-UNDP			**145.629**
UNEP				
41	Management	GRANT	27.02.2017	0.731
	TOTAL-UNEP			**0.731**
ILO				
42	Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in Bangladesh Ready-	GRANT	31.07.2016	8.426

	Made Garment Industry				

43	Implementation of the National Employment Injury Insurance Scheme of Bangladesh.	GRANT	21.09.2016	1.223
44	Skills – 21 Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth	GRANT	13.06.2017	22.406
	TOTAL-ILO			**32.055**
UNESCO				
45	Bangladesh	GRANT	23.03.2017	0.150
46	Non formal Education Sub-sector Program Document Towards Literacy and Lifelong Learning for achieving SDG-4	GRANT	23.03.2017	0.082
	TOTAL-UNESCO			**0.232**
IOM				
47	Building Resilience of Returning Migrants from the Andaman Sea through Economic Reintegration and Community Empowerment	GRANT	20.09.2016	1.018
48	Digital Island-Moheskhali: Enhancing Access to and Quality of Public Services in Rural Areas in Bangladesh Through ICT Technology	GRANT	04.01.2017	2.056
49	Qualification Recognition of Labor Migrants from Bangladesh	GRANT	08.06.2017	0.200
50	Building Resilience of Returning Migrants from the Andaman Sea through Economic Reintegration and Community Empowerment (AF)	GRANT	08.06.2017	2.043
	TOTAL-IOM			**5.317**
ADB				**193.844**
51	Regional Capacity Development Technical Assistance (R-CDTA) for Action on Climate Change in South Asia	GRANT	16.08.2016	0.382
52	Promoting South-South Cooperation in Flood Risk Management	GRANT	16.08.2016	0.600
53	Building Sustainable Food & Nutrition Security in Asia & the Pacific	GRANT	16.08.2016	1.000
54	Technical Assistance for Market & Value Chain Infrastructure Development Project	GRANT	05.09.2016	0.225
55	Strengthening Capacity for Environmental Law in the Asia Pacific: Development Environmental Law Champions	GRANT	15.11.2016	1.000
56	TA for Preparing Khulna 800 MW LNG Based Power Plant Project	GRANT	30.01.2017	0.225
57	TA for Ganges-Kobodak Irrigation Modernization Project	GRANT	31.01.2017	0.225

58	Supporting Fourth Primary Education Development Program	GRANT	22.01.2017	0.800
59	Program	GRANT	22.01.2017	0.300
60	Dhaka Metro Project Preparatory Technical Assistance	GRANT	25.01.2017	1.300
61	TA for City Region Development Project II	GRANT	26.02.2017	0.613
62	TA for Urban Primary Health Care Service Delivery Project (AF)	GRANT	02.03.2017	0.850
63	Enhancing Institutional Capacity of Anti-Corruption Commission	GRANT	08.03.2017	0.800
64	Second Small and Medium-Sized Enterprizes Development Project (SMEDP)-2	GRANT	17.01.2017	2.000
65	Improving Institutional Capacity on Preparing Energy Efficiency Investments (R-CDTA)	GRANT	05.04.2017	2.000
66	level Technology for food security in Asia and the Pacific	GRANT	26.04.2017	1.500
67	Coastal Towns Environmental Project Infrastructure (AF)	GRANT	17.05.2017	6.000
68	Promoting and Scaling Up Solar Photovoltaic Power Through Knowledge Management and Pilot Testing in Bangladesh and Nepal	GRANT	14.05.2017	1.514
69	Bangladesh Power System Enhancement and Efficiency Improvement Project	GRANT	29.05.2017	2.000
70	Supporting Low-Carbon Development in Asia and the Pacific Through Carbon Markets	GRANT	15.06.2017	1.500
71	Program	LOAN	11.07.2016	2.000
72	Project	LOAN	17.07.2016	275.000
73	Railway Rolling Stock Project	LOAN	28.09.2016	200.000
74	Natural Gas Infrastructure and Efficiency Improvement Project (OCR)	LOAN	29.12.2016	100.000
75	Natural Gas Infrastructure and Efficiency Improvement Project (SF)	LOAN	29.12.2016	67.000
76	Second Small and Medium-Sized Enterprise (SME) Development Project	LOAN	18.01.2017	200.000
77	PDA for City Region Development Project II	LOAN	01.02.2017	5.000
78	Skills for Employment Investment Program - Tranche-2	LOAN	14.02.2017	100.000
79	Bangladesh Power System Enhancement and Efficiency Improvement Project (OCR)	LOAN	29.05.2017	600.000
80	Bangladesh Power System Enhancement and Efficiency Improvement Project (COL)	LOAN	29.05.2017	16.000

81	SASEC Chittagong-Cox's Bazar Railway Project, Phase 1 Tranche 1 (OCR)	LOAN	21.06.2017	210.000
82	SASEC Chittagong-Cox's Bazar Railway Project, Phase 1 Tranche 1 (SF)	LOAN	21.06.2017	90.000
	TOTAL-ADB			1,889.834
IFAD				
83	National Agricultural Technology Program Phase II Project (NATP-II)	LOAN	07.08.2016	23.753
84	Coastal Climate Resilient Infrastructure Project (CCRIP)	LOAN	22.10.2016	19.571
	TOTAL-IFAD			43.324
NETHERLAND				
85	Implementation phase and operation and Maintenance phase of water Management Infrastructure in bhola district (ORIO)	GRANT	29.12.2016	23.790
86	Blue Gold Program (Additional Financing)	GRANT	29.12.2016	12.567
87	Additional Financing for Formulation of the Bangladesh Delta Plan-2100	GRANT	19.01.2017	1.150
	TOTAL-NETHERLAND			**37.507**
GERMANY (GIZ)				
88	Social and Labor Standards in the Textile and Garment Sector in Asia (SLSG)	GRANT	14.07.2016	0.555
89	Strengthening the capacity of the ERD of the Ministry of Finance- Improving Bangladesh - German Cooperation	GRANT	21.09.2016	0.167
90	(RUID)	GRANT	23.11.2016	3.719
	TOTAL-GERMANY (GIZ)			**4.441**
GERMANY (Kfw)				
91	Development Program in Bangladesh (CCAUDP)	GRANT	29.12.2016	5.206
	TOTAL-GERMANY (Kfw)			**5.206**
RUSSIAN FEDERATION				
92	Bangladesh	LOAN	26.07.2016	11,380.000
	TOTAL-RUSSIAN FEDERATION			**11380.000**
SWITZERLAND (SDC)				
93	Making Markets Work for the Jumuna Padma and Teesta Chars (M4C)	GRANT	05.12.2016	2.966
	TOTAL-SWITZERLAND			**2.966**
EU				
94	Platform for Dialogue Project - Strengthening Inclusion and Participation in Decision making and Accountability Mechanisms in Bangladesh	GRANT	08.12.2016	13.980
	TOTAL-EU			**13.980**

FRANCE/AFD				
95	Institutional Support Actions and Capacity Building Including Study, Evaluation, Capitalization and Communication	GRANT	19.01.2017	0.532
	TOTAL-FRANCE/AFD			**0.532**
				11444.632
SOUTH KOREA (EDCF)				
96	Procurement of 20 Nos. Meter Gauge Locomotives Project	LOAN	19.10.2016	91.000
97	Procurement of 150 Nos. Meter Gauge Passenger Carriages Project	LOAN	19.10.2016	101.000
	TOTAL-SOUTH KOREA (EDCF)			**192.000**
SOUTH KOREA (KOICA)				
98	Illicit Drug Eradication and Advance Management through IT	GRANT	27.11.2016	4.000
99	Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) for the Bangladesh Fire service and civil defense	GRANT	15.05.2017	7.591
	TOTAL-SOUTH KOREA (KOICA)			**11.591**
	TOTAL-SOUTH KOREA			**203.591**
INDIA				
100	Building at Bangladesh National Police Academy, Sardah	GRANT	28.08.2016	1.385
101	Sustainable development of Rajshahi City	GRANT	29.01.2017	2.778
102	and better environment of sylhet city Corporation	GRANT	24.02.2017	3.062
103	School	GRANT	08.03.2017	1.520
104	Extended Development work of Shildaha Rabindra Khuthibari, Shildaha	GRANT	09.03.2017	2.286
105	Bangladesh	GRANT	08.04.2017	1.129
	TOTAL-INDIA			**12.160**
CHINA				
106	Cooperation	GRANT	14.10.2016	74.452
107	Procurement of 6 (Six) New Vessels (three New Product Oil Tankers and Three New Bulk Carriers of About 3900 DWT Each) Project	LOAN	14.10.2016	184.500
108	Dasherkandi Sewerage Treatment Plant Project	LOAN	14.10.2016	280.000
109	Construction of Multi Lane Road Tunnel under the River Karnafuli Project	LOAN	14.10.2016	405.800
110	Construction of Multi Lane Road Tunnel under the River Karnafuli Project	LOAN	14.10.2016	300.000
	TOTAL-CHINA			**1,244.752**
AIIB				

111	Project	LOAN	11.11.2016	165.000
112	Natural Gas Infrastructure and Efficiency Improvement Project	LOAN	08.05.2017	60.000
	TOTAL-AIIB			225.000
				1,685.503
	GRAND TOTAL	**17960.010**		

[উৎস: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ওয়েবসাইট]

পরিশিষ্ট-৪

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের এবং ল’জ অব বাংলাদেশের ওয়েবসাইটের চিত্র

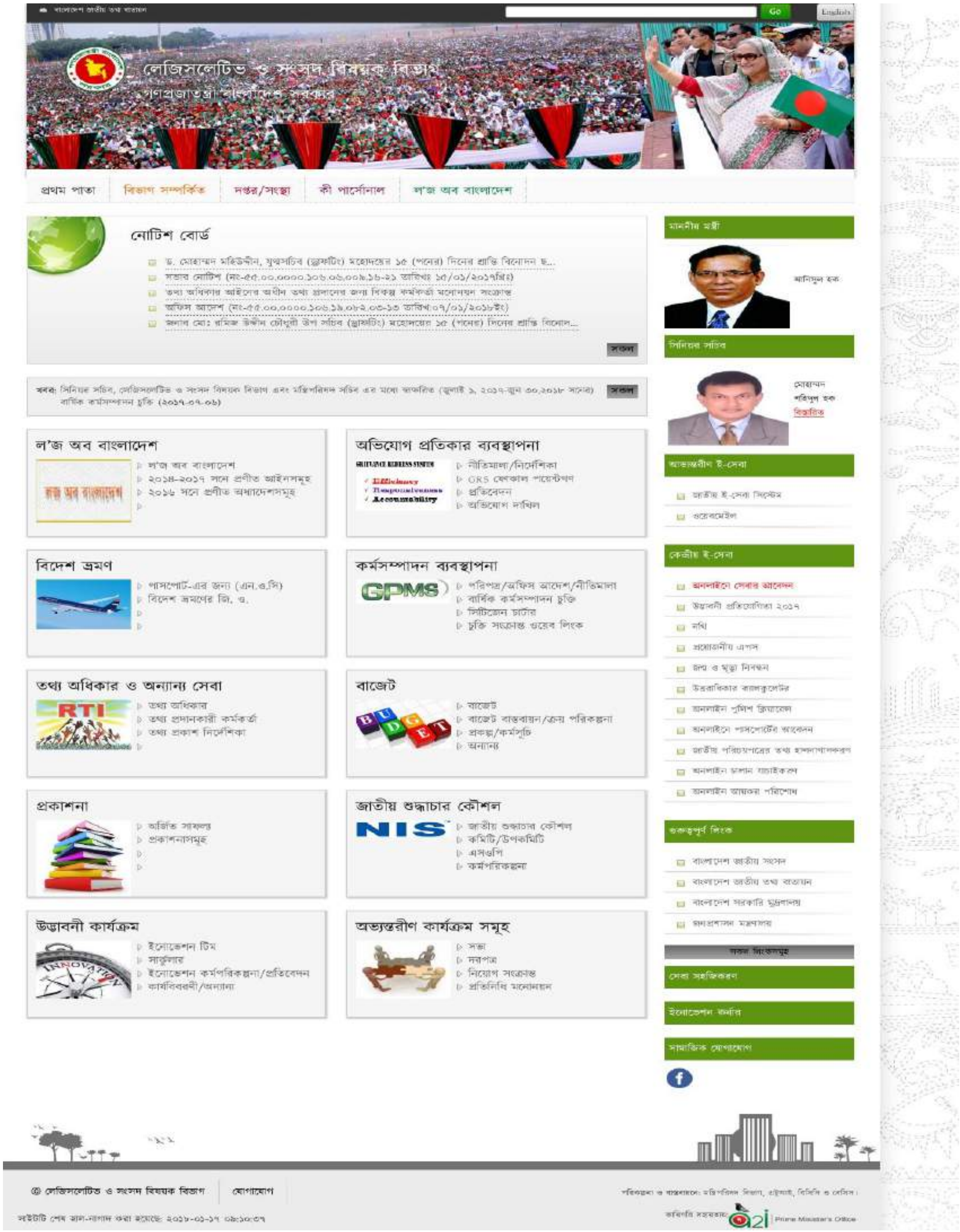

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটের চিত্র।

ল'জ অব বাংলাদেশের ওয়েবসাইটের চিত্র।